উন্মাদিনী

(বা নব্য গৃহস্থ সংসারচিত্র—পারিবারিক উপন্যাস)

দ্বিতীয় সংস্করণ।

শ্রীপশুপতি মিত্র প্রণীত।

"* * * বর্ত্তমান কালে বাঙ্গালির গৃহস্থ পরিবারের প্রকৃতি প্রবৃত্তি এবং সুখ দুঃখের কথাই গ্রন্থের উপকরণ। এই সকল উপকরণ সংগ্রহে পশুপতি বাবু অনেকটা অন্তর্দৃষ্টি দেখাইয়াছেন, গাঁথনিতেও তাঁহার অনেকটা গুণপনা আছে, তাঁহার ভাষা বেশ সহজ ও সবল। * * * বৌঠাকুরাণীদের গুণে এবং তাঁহাদের গুণধরেরা সেই গুণটানায় পড়াতে বাঙ্গালির শান্তিময় পরিবার কিরূপে ক্রমে ক্রমে অশান্তির আশ্রয় হইয়া উঠে তাহা বেশ সুন্দর দেখান হইয়াছে। রোগের সূত্র হইতে বিকারের বর্ণন বেশ আছে। * * *"

(স্বাক্ষর) শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার। বি, এল,
(ভূতপূর্ব্ব "সাধারণী," এবং "নবজীবন" সম্পাদক।)

"* * * শয্যাগুরুরা মন্ত্রবলে কোন কোন গৃহস্থ পরিবারে যে কি সর্ব্বনাশ ঘটান, গ্রন্থমধ্যে তাহার যথাযুথ চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। * * *"

গ্রন্থকার কল্পনায় যাহা দেখাইয়াছেন তাহার উপদেশ লইলে অনেকেই সাবধান হইতে পারেন।'

(স্বাক্ষর) শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু।

(ভূতপূর্ব্ব "আর্য্যদর্শন" সহ-সম্পাদক, ও সমাজ-চিন্তা, কাব্য-সুন্দরী প্রভৃতি প্রণেতা।)

"এখানি সামাজিক উপন্যাস—আধুনিক সাধারণ বঙ্গ-গৃহস্থালীর অত্যুজ্জ্বল চিত্র। স্ত্রৈণ পতির সোহাগিনী স্ত্রী, সংসারে, সমাজে যে সর্ব্বনাশ ঘটায়, তাহা এই উপন্যাসগ্রন্থে সবিশেষ গুণপনা ও লিপিদক্ষতার সহিত প্রদর্শিত হইয়াছে। উপন্যাস পাঠকেরই সুপাঠ্য হইবে। ইহা আমরা বেশ বলিতে পারি।"

বঙ্গবাসী। ১১ই ভাদ্র ১৩০০।

"ইহার প্রধান গুণ ঝুটা উপাদানে ইহা রচিত নহে ইহাতে আমরা যথার্থই আমাদের সমাজ চিত্র দেখিতে পাই।

আজকাল বিলাতি ভাবের আমদানীতে দেশীয় ভাবের মূল্য ক্রমিকই হ্রাস হইতেছে, অথচ দেশাচারকে একেবারে ছাঁটিয়া ফেলাও যায় না সুতরাং গাছটা সেই বটে, সেই পুরাতন জমির উপরই দাঁড়াইয়া, কিন্তু ভিতরে ঘুন ধরা, নিস্তেজ, শ্রীসৌন্দর্য্য-বিহীন। বাহির হইতে দেখিতে হিন্দু সমাজে একান্ন-

সতীত্ব প্রায় তেমনি আছে কিন্তু যিনি উপার্জ্জন করেন, বাড়ীর যিনি প্রকৃত কর্ত্তা, তাঁহার মনে আর আগেকার মত সমগ্র পরিবারের প্রতি একটা প্রশস্ত আত্মভাব নাই, কাজেই সেরূপ দায়ীত্ববোধও নাই। তিনি দায়ে পড়িয়া তাহাদের অন্ন বস্ত্র দান করেন সত্য, কিন্তু মনে মনে সে জন্য বিরক্ত। তিনি যে নিজের উপার্জ্জনে নিজের স্ত্রী পুত্রকে সম্পূর্ণ সুখী করিতে পারিতেছেন না, ইহাতে তিনি বিলক্ষণ অসন্তুষ্ট; আর স্ত্রীর অসন্তুষ্টির ত কথাই নাই। সুতরাং গৃহবিচ্ছেদ, অশান্তিই ইহার অনিবার্য্য ফল। লেখক তাঁহার পুস্তকে এই চিত্র আঁকিয়াছেন। পুস্তকে লেখকের অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। বই খানি বিশেষ প্রশংসনীয়।"

ভারতী।

"মুকুরে যেমন সকল প্রকার বস্তুই প্রতিফলিত হয়, সমাজ আপনার দোষ মুকুরে দেখিয়া সংশোধন করিবেন, এই আশায় পশুপতিবাবু 'উন্মাদিনী' প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার লেখা সরল ও প্রাঞ্জল। বধূ ঠাকুরাণীদের গুণে বাঙ্গালার কোন কোন ঘরে যে অশান্তি অনল ধূ ধূ জ্বলিতেছে, উপন্যাসলেখক তাহা স্বচ্ছন্দ ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি যে

বাঙ্গালী গৃহস্থ পরিবারের ও সমাজের আভ্যন্তরীণ দোষ বিশেষ বুঝিয়াছেন, উন্মাদিনীর অন্তর্ভূক্ত ভিন্ন ভিন্ন চরিত্র বর্ণনায় তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।"

সময়। ২৯শে মে, ১৮৯১।

"বর্ত্তমান কালের অনেক বাঙ্গালি গৃহস্থ পরিবারে বৃদ্ধ পিতা মাতার জীবনধারণ যে বিড়ম্বনামাত্র ও পুত্রবধূদিগের প্রাধান্য দৃষ্ট হইয়া থাকে, উন্মাদিনীতে তাহা সবিশেষ বর্ণিত হইয়াছে। উন্মাদিনীর "রণময়ী মূর্ত্তি" যাহা পুস্তকে দেখিতে পাইলাম, তাহা বাস্তবিকই ভয়ানক বটে। "করুণাময়ী" ভদ্র গৃহস্থ পরিবারে অভিমানী স্ত্রীলোক, প্রিয়মাধব স্ত্রীর কুমন্ত্রণায় শেষ ভ্রমান্ধ হইয়া গেলেন। প্রমোদিনী সুশিক্ষিতা, তিনি প্রকাশ্যে কলহ করেন না; তিনি গুপ্তভাবে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন। বালক বিন্দুমাধবের দুঃখ দেখিয়া চক্ষে জল আসে। আমরা আশা করি সকল গৃহস্থ সংসারেই এক একখানি উন্মাদিনী স্থান পাইবে।"

বঙ্গনিবাসী। ১৫ই, মে ১৮৯১।

"It is a novel dealing with some phases of modern Hindu Society, depicting the unhappiness produced in a family circle by a shrewish wife, and, how on the other hand, domestic happiness may be fostered by a good one. The contrast is depicted with considerable force by the author who has a happy style and the little work is decidedly entertaining, The book treats of certain defects in the Social system of modern Hindus and should prove useful to that Community."

Statesman, 16th August and 3rd December, 1893,

"Every reader of Bengali novel will find it entertaining. The story is simple, and one of frequent occurrence in Bengalee families. As far as our experience goes, we have come across very few novels of this kind in the language In the delineation of details the author will perhaps hold his own with the best of Bengali novelists. We wish the author every success'

The Bengalee.

"The author delineates the manifold miseries arising out of the undue influence exercised by the modern wife upon the poor-spirited Hindoo Husband. Some of the characters in the novel are very cleverly drawn, * * * The style is simple and free of slang, and altogether the book may be read with profit in many a modern Hindoo Household"

The H*ope*, 12*th July*, 1891,

"The plot is a good one and may well be utilised by theatrical companies, The picture drawn of the society is rather nature-like"

Amrita Bazar *Patrika*.

বিবাহ-সঙ্কট নাটক।

বর্ত্তমান সমাজ-তরঙ্গ।

২১৪ -১

শ্রীপশুপতি মিত্র প্রণীত।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মিত্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

৭।১ নং নন্দরাম সেনের ষ্ট্রীট, সভাবাজার, কলিকাতা।
মেডিক্যাল ইণ্টেলিজেন্সার প্রেসে
শ্রীঅম্বিকাচরণ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা
মুদ্রিত।

মূল্য ১, একটাকা।

স্বধর্ম্মানুরাগী সমাজ রক্ষণেচ্ছু

বহুজন প্রতিপালক

শ্রীযুক্ত বাবু রমানাথ ঘোষ

মহাশয়ের

পবিত্র করকমলে

সাদরে

এই সমাজ-চিত্রখানি

উৎসর্গীকৃত

হইল।

—•—

আমি কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি আমার বন্ধু সুপ্রসিদ্ধ নাটককার ও এমারেল্ড থিয়াটারের ভূতপূর্ব্ব কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু অতুলকৃষ্ণ মিত্র পুস্তকের চরিত্র অঙ্কনে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন।

গ্রন্থকার।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

বরদা	...	শ্যামনগরনিবাসী গৃহস্থব্যক্তি
বিপিন	...	বরদার পুত্র।
চারু	...	ঐ প্রথম জামাতা।
অরুণ	...	ঐ দ্বিতীয় জামাতা।
প্রসন্নকুমার	...	অরুণের পিতা।
কিরণ	...	প্রসন্নের দ্বিতীয় পুত্র।
গোপাল	...	প্রসন্নের শ্যালক।

অখিল, সুরেন, কৃষ্ণধন, মলিন, প্রভাস—
কিরণের ইয়ারগণ।

গগণ	...	বরদার বন্ধু ও প্রতিবাসী।
উমানাথ বাবু		কলিকাতার সম্ভ্রান্ত ও ধনাঢ্য ব্যক্তি।
রাজা উদিতেন্দুশেখর		ধনাঢ্য ব্যক্তি।
অনিল, প্রকাশ		কলেজের ছাত্রদ্বয়।
প্রতাপ	...	সংবাদপত্র সম্পাদক।

পুলিশ-ইনস্পেক্টর, জমাদার কনষ্টেবল, রাজ-কর্ম্মচারী, সিপাহী ইত্যাদি।

স্ত্রী।

দুর্গাবতী	...	বরদার মাতা।
সৌদামিনী	...	ঐ স্ত্রী।
চপলা, সুশীলা	...	বরদার কন্যাদ্বয়।
নৃত্যকালী	...	প্রসন্নকুমারের স্ত্রী।
জটিলা	...	নৃত্যকালীর আপন দাসী।
সহচরী	...	ঐ বাটীর দাসী।
কৃষ্ণমণী	...	গগণের মাসী।
জগৎলক্ষ্মী	...	ঐ স্ত্রী।
ডালিম		বেশ্যা।

ঘটকী—

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	৪	মেয়ের জন্ম দিতে	মেয়ে বিয়োতে
১৯	১২	দীপ্ত	দীর্ঘ
২৪	১২	হয়েছ	হয়েছে
২৮	২৩	কল্পে	কল্লে
৩০	১৩	ঠমা	নৃত্য
৩০	১৯	উমা	নৃত্য
৩০	২১	উমা	নৃত্য
৬৩	১৭	অখি	প্রভা

বর্ত্তমান সমাজহিতৈষিকাগ্রণী পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়, যাঁহার জীবন রুগ্ন বিকৃত-অবসাদপ্রাপ্ত হিন্দুসমাজকে পুনর্জ্জীবিত করিবার জন্য উৎসর্গীকৃত, এই বিবাহ-সঙ্কট নাটক প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে পাঠানন্তর অভিমত প্রকাশ করিয়া যে পত্র লেখেন তাহা নিম্নে দেওয়া গেল।

পরম কল্যাণবরেষু—

তোমার পুস্তকখানি পাঠ করিলাম। ইহাতে সমাজের প্রকৃত বিষয়ই চিত্রিত হইয়াছে কিন্তু আজকালকার হিন্দু-সমাজ যেরূপ নিদ্রিত, তাহাতে এই পুস্তক কিম্বা আয়োজনের দ্বারা যে সমাজ জাগ্রত হইবে এমত আশা করা যায় না। তবে ক্রমশঃ এইরূপ পুস্তকাদি পাঠে এবং আলোচনার দ্বারা কালে যদি কিছু উপকার হয়। কিমধিকমিতি—

তাং ২৬ শে কার্ত্তিক। ১৩০২ সাল।

শ্রীশশধর তর্কচূড়ামণি।

আশীর্ব্বাদ।

কন্যার বিবাহে অনেক পিতাকে সর্ব্বস্বান্ত ও দুস্থ করিয়া সপরিবারকে অন্নাভাবে পথের ভিখারী করিতেছে। বঙ্গের পল্লিতে ২ এরূপ দুস্থ পরিবারের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। সর্ব্বদা পুত্র-কামী পিতা মাতাগণ উদ্বিগ্ন মনে দশমাস অতিবাহিত করিয়া সূতিকা গৃহে প্রসবকালীন আনন্দ-ধ্বনি শ্রবণ না করিলে বজ্রাহত বৃক্ষের ন্যায় অবসন্ন হইয়া পড়েন। সেইদিন হইতে কন্যা পাত্রস্থা-করণরূপ ভাবী আশঙ্কা তাঁহাদের সংসারের যাবতীয় সুখ সচ্ছন্দতাকে দমিত করিয়া দেয়। শেষে কিরূপে বিপন্ন হইয়া একটি সৎগৃহস্থ পরিবার ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া দুঃখের অশান্তিময় সমুদ্রে ভাসিতে থাকে তাহাই শ্রীমান পশুপতি মিত্র মহাশয় তাঁহার "বিবাহ-শঙ্কট" নামক ক্ষুদ্র পুস্তকে সুস্পষ্ট ও সুন্দররূপে চিত্রিত করিয়াছেন। শ্রীমান মিত্রজার হৃদয় প্রকৃতই যে সমাজের দুঃখে ব্যথিত তাহা তাঁহার এই ক্ষুদ্র পুস্তক পাঠে সাধারণে বিশেষ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। আমরা জানি তিনি অদম্য অধ্যবসায়ের সহিত স্বীয় নানারূপ স্বার্থে অভাবনীয় ক্ষতি স্বীকার করিয়া বহুদিন হইতে সমাজের

এই ভীষণ অনিষ্টের প্রতিকারের কামনায় চেষ্টিত হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার সেই অবিরাম চেষ্টার ফলে হিন্দু সমাজের অন্যতমাংশ কায়স্থ সমাজের নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে। তিনি সামান্য গৃহস্থ হইলেও কলিকাতাস্থ চির-মদগর্ব্বিত ধনী সম্প্রদায়ও তাঁহার এরূপ সদনুষ্ঠানে ঐকান্তিক অনুরাগ দেখিয়া তাঁহাকে সাদরে আপনাদের সহযোগী করিয়া লইয়াছেন। মিত্রজা যখন পাথুরিয়াঘাটানিবাসী শান্তপ্রকৃতি, স্বধর্ম্মানুরাগী, সদা সদনুষ্ঠানে মুক্তহস্ত শ্রীমান রমানাথ ঘোষ মহাশয়প্রমুখ সম্ভ্রান্ত কায়স্থমণ্ডলীর সম্যক উৎসাহ ও সর্ব্বপ্রকার সহায়তা প্রাপ্ত হইতেছেন তখন আশা করা যায় যে মিত্রজার উদ্দেশ্য যাহা এক সময় স্বপ্ন বলিয়া প্রতীত হইত তাহা বুঝি সিদ্ধির পথে অগ্রসর হয়। সঙ্গেং তাঁহার রচিত এই "বিবাহ সঙ্কট" নামক পুস্তকে সাধারণ হিন্দুর চিত্তাকর্ষণ জন্য তিনি হিন্দুগৃহস্থের বিষাদময় নিত্য ঘটনা অঙ্কিত করিয়া বুদ্ধিমানেরই কার্য্য করিয়াছেন। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করি যে তিনি তাঁহার হৃদয়ের চিরপোষিত লক্ষ্য সাধনে কৃতকার্য্য হইয়া সমাজের প্রভূত কল্যাণসাধন করুন।

২৯শে কার্ত্তিক ১৩০২ সাল।

শ্রীভূধরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বরদার শয়ন-গৃহ।

বরদা।

বরদা। (আফিসের পোষাক ছাড়িতে ছাড়িতে) এই তামাম্ দিন ধ'রে মনিবের গাল মন্দ খেয়ে এলুম, এসেই আবার ঘরের জ্বালা ভোগ কর!—ওদের কি! ওরা মেয়ের জন্ম দিতে পাল্লেই হ'ল!

সৌদামিনীর প্রবেশ।

সৌ। তা আমি কি কর্‌বো বল?

বর। তোমারই গর্ভের দোষ!

সৌ। বিধাতার কর্ম্ম! আমার কি হাত্?

বর। আমি আর বিয়ে দিতে পার্‌বো না। আর কোথা থেকে দোবো!

সৌ আমার নিজেরই বা আর কি আছে যে দোবো। দেখ হাতে চুড়ি সার হ'য়েচে।

বর বল কি, আজ আট বছর এক পয়সা মাইনে'ও বাড়ে না!—

সৌ। আফিস থেকে তেতে পুড়ে এলে, এই নাও গামছা হাতে কোরে দাঁড়'য়ে আছি। ঐ নাও গাড়ু কোরে জল রেখে দিয়েছি, মুখ হাত পা ধোও।

বর। (সৌদামিনীর হস্ত হইতে গামছা লইয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়া) লোকে বলে স্ত্রীভাগ্যে ধন, ধনের কি লক্ষণটা আছে আমায় বল দেখি ?

সৌ। (কাঁদিতে কাঁদিতে) তা আমার গলায় ছুরি দিয়ে মেরে ফেল ! (কিয়ৎপরিমাণে ক্রন্দন সম্বরণ করিয়া ও গামছা কুড়াইয়া আনিয়া) এই নাও। হাত্ পা ধোও। ঠাণ্ডা হও। জিরয়ে টিরয়ে তার পর আমায় বকো এখন।

বর। বল দিকিন্ ! ভেবে আমার একটা রোগ জন্মাবার উপক্রম হ'য়েছে !

সৌ। আমার কে টাকাওয়ালা আপনার লোক আছে বল যে দৌড়ে যাব ?

বর। চপলার শ্বশুরত আমার জন্যে ফাঁসিকাট তয়রি কোরে রেখেছে। গলায় দিলেই হয়।

সৌ। ভাবনা কি আমারই কম হচ্চে ! আবার সুশীলার জন্যে তোমার চেয়ে আমার ভাবনা বেশী।

বর। তোমার ভাবনার মানে কিছু আছে ? তুমি ভেবে কিছু বিহিত করতে পারবে ?

সৌ।—না তাই বল্‌চি ! তুমি এখন ঠাণ্ডা হও না !

বর। তোমার ও সব ন্যাকাম কথা শুনতে চাই না।

সৌ। (কাঁদিতে কাঁদিতে) আচ্ছা তুমি এই যে ভেবে আকুল হ'য়ে বেড়াচ্চ, তাতে কি আমি সুস্থির আছি?

বর। কেন বাজে বক্‌চ!

সৌ। —তাই এক এক দিন ইচ্ছে হয় গলায় দড়ি দিয়ে মরি! ওগো তোমার পায়ে পড়ি, তুমি আগে ঠাণ্ডা হও!

বর। —দেখ, আমার কিছু ভাল লাগ্‌ছে না!

সৌ। আচ্ছা আমি সামনে থেকে সরে যাচ্চি (কাঁদিতে কাঁদিতে) এমন অদেষ্টও আমি কোরে এয়েছিলুম! চোখের বিষ হ'য়েচি!

[প্রস্থান।]

বর। (কিয়ৎক্ষণ চিন্তার পর স্বগতঃ) উঃ! সতী লক্ষ্মী আর কাকে বলে! সহ্য কর্‌তে এমন স্ত্রীলোকত দেখ্‌তে পাই না।—আমার হাতে প'ড়ে সতী লক্ষ্মী মারা গেল! যাই আবার দেখি গে—

[প্রস্থান।]

—○○—

প্রথম অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

দুর্গাবতীর গৃহ।

দুর্গাবতী ও সৌদামিনী।

দুর্গা। তা মা কেঁদে আর করবে কি?

সৌ। সে জন্যে কাঁদিনি আমার উপরই যত আক্রোশ!

দুর্গা। বরদা আফিস থেকে এয়েচে না কি?

সৌ। অনেকক্ষণ এয়েচেন।

দুর্গা। তা আমার ঘরে খেতে পাঠিয়ে দাওনি কেন মা?

সৌ। আমি হাত পা ধোবার জল নিয়ে গিয়েছিলুম্—

দুর্গা। অ বরদা? বরদা?—

সৌ। ঐ মা! আগে আমি ঘরে থেকে চলে যাই—আমাকে দেখে আবার জ্বলে পুড়ে যাবেন এখন।

[বরদার প্রবেশ ও অন্যদিক্ দিয়া সৌদামিনীর প্রস্থান]

দুর্গা। অ বাবা! মুখ হাত্ পা ধুয়েছ?

বর। হ্যাঁ ধুয়েছি।

দুর্গা। বউমাকে যখন তখন অত কোরে বক কেন? আহা বাছা আমার কেঁদে সারা হচ্চে। মেয়ে হওয়া কি ওর সাধ! এইত খোকা শত্রুরের মুখে ছাই দিয়ে ষেঠের কোলে সাত বছরে পড়তে চল্লো। এইত ছেলে হওয়া একরকম বন্ধ হয়ে গেছে—

বর। আমার কিছু ভাল লাগে না মা!

দুর্গা। আহা অমন মেয়ে কি আর আছে! রূপ ত নয় যেন সোণার প্রতিমে ঠাক্রুণ! গুণ ও কি কম! আহা বাছার কি একটা ভাবনা—একত বউকাট্কী শাশুড়ীর হাতে পড়ে চপলা সারা হলো, তার ওপর সুশীলার ভাবনা! আহা বাছার আমার হাড় ভাজা ভাজা হ'ল!

বর। মা! কেন তুমি আমায় গর্ভে স্থান দিয়েছিলে। তা'না হ'লে এ যন্ত্রণা আর ভোগ করতে হ'ত'না।

দুর্গা। ও কথা কি বল্‌তে আছে বাবা!—তোমার ত অনেক বড়মানুষের ছেলেদের সঙ্গে ভাব আছে তা তাদের জানালে হয় না?

বর। মরে যাই সেও ভাল, কারুর কাছে হাত্ পাত্‌তে পারবো না।

দুর্গা। তা এক কাজ কর না কেন, তোমার আফিসের সায়েবকে বলে দুঃখু জানাও।—সায়েব্‌কে ধোরে যাতে বের টাকা কড়ি দেওয়া উঠে যায়, তার একটা বিহিত্ কর না কেন? সায়েবেরা সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে এসে কি না কচ্চে! ওদের অসাদ্যি কর্ম্ম নেই!

বর। ওকি কাজের কথা মা।

দুর্গা। তাওত বলচি এ দেশ থেকে চালে যাই চল।

বর। দেশ ছেড়ে যাবে কোথা বল?

দুর্গা। কেন, হুগলি জেলা একেবারে ছেড়ে যাই চল। —মেয়েটাও মস্ত মাগীর মত হয়েছে, সেখানে বলবো এখন, ওর বে হ'য়ে গেছে।

বর। ও বাবা. সেই একটা কথা আছে না, "যদি যাও বঙ্গে তা বরাত যাবে সঙ্গে"। টের পাবেই, যেখানে যাবে, সেইখানে গুণধর জাতভায়ারা কানাঘুসো কানাঘুসো কর্‌বে—কেউ বল্‌বে, ওর সঙ্গে খাওয়া দাওয়া বন্ধ করো।

দুর্গা। অ বাবা! তুমি অত কোরে ভেবো না। তা না হয়, সুশীলেকে নিয়ে তোমাদের সকলের জ্বালা হয়েচে.

আর আমিও ওকে এক দণ্ড ছেড়ে থাক্‌তে পার্‌ব্‌ না, তা ওকে নিয়ে আমি কাশী যাই।

বর। হ্যাঁ! তা হলেই সবাই বল্‌বে কি জান "এবার লোকটা কোন ফন্দি খুজে পেলে না, মেয়েটাকে বেশ্যা কোরে দিতে গেল।—তোমার সাক্ষাতে একথা বলবার নয়। (দীর্ঘনিশ্বাস) হা জগদীশ্বর!

দুর্গা। আর কথায় কাজ নেই। তুমি অত ভেব না। অ বাবা মার কথা শুনতে হয়, তুমি অত কোরে ভেব না।

বর। (দীর্ঘনিশ্বাস) উঃ! চল সব গিয়ে বনবাসী হইগে। বল পারবে?

দুর্গা। আর না। আর কথা বাড়্'য়ে কাজ নেই। দেখ বাবা! এক একবার সুশীলেকে কাছে ডেক। ডাক না বলে কতদুঃখু করে।

বর। না। ও ঘরে যাই।

দুর্গা। একবার তাকে ডাক না বাবা। তা থাক, এখানে ডেকে কাজ নেই।

বর। (যাইতে যাইতে) সুশীলাকে সাম্‌নে দেখ্‌লে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠে।

দুর্গা। চল বাবা চল। তুমি ও ঘরে খাবে দাবে চল (বরদার মুখের কাছে গিয়া) অ বাবা একবার তাকে ডেকে দুটো কথা কোয়ো না।—

[উভয়ের প্রস্থান।]

প্রথম অঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

দুর্গাবতী, সুশীলা ও বিপিন।

দুর্গা। আচ্ছা, বলবি নি? বল্? বল্?

সুশী। আমি জানি না।

দুর্গা। তুই কেন অমন কোরে দিন রাত্ মুখখানি বুজে থাকিস বল দিকিন্! সত্যি সত্যি কি তোর বে হবে না! আমি পথে কত বর দেখে আসি।— আমি তোর বর এনে দোবো।—তবু চুপ কোরে থাকে!—

বিপিন। সেই খেলা ঘরের বর? ঠাকুমা আমায় কিনে দেবে? এ্যাঁ?

দুর্গা। আরে দূর ক্ষেপা ছেলে—সত্যিকারের বর।

সুশী। তুমি ও কথা বাবাকে বল্লে কেন?—বাবা ডাকেন না বলে কি আমি দুঃখু করি?

দুর্গা। ও কথা তুই কি কোরে শুনলি?

সুশী। আমি এ ঘর থেকে শুন্তে পেয়েছিলুম।

দুর্গা। তুই বুঝি দরজার আড়াল থেকে শুন্‌ছিলি? আহা বাছার আমার কত্খানি বুদ্ধি। নিজের দুঃখের কথা কাউকে জানতে দেবে না। সুধু কি তাই গা! পাছে আবার বাপ ঐ নিয়ে তোলাপাড়া কোরে মন খারাপ করে বলে—আহা এতটা গুণ আর কেউ জান্‌তে পারলে না!

সুশী। ঠাকুমা! তুমি শোওনা! আমি তোমার গা হাত পা টিপে দি। রোজ ত এমনি সময়ে একটু কোরে শোও?

বিপি। ঠাকুমা! আমি আজ তোমার পা টিপে দোবো।

দুর্গা। (সুশীলার প্রতি) হাঁ দ্যাখ দিকিন্! অমনি কোরে কথা কইলে আমি কেমন ভাল থাকি! তুমি একটু শোও না যাদু!

বিপি। ঠাকুমা! তুমি আমায় শুতে বল্‌লে না?—তুমি দিদিকেই সব বল!

সুশী। আমার ভাল ঘুম্ হয় না।

দুর্গা। ঐ তোর কি রোগ হয়েচে। একলাটি বসে কি ভাব্‌বি এখন।—আমি ঠাউরে ঠাউরে দেখি কি না।—কারুর কাছে বসিস্ দাড়া। না—কেন বল দিকিন্?

সুশী। কেন আমি কাকিমাদের বাড়ী দিন্ রাত্ যাচ্চি।

বিপি। আমি বুঝি রোজ রোজ একলাটি থাক্‌বো!

দুর্গা। (সুশীলার প্রতি) বাপ মাকে বুঝি একেবারে ছেড়ে দিতে হয়—আর ছেলেটা ও তোকে একদণ্ড ছেড়ে যে থাকৃতে পারে না।—

সুশী। (মস্তক অবনত করিয়া) ওঁরা যে একটু একটু রাগ করেন।

দুর্গা। রাগ্ কর্‌বে কেন যাদু! টাকার যোগাড় হয়ে উঠ্‌ছে না বোলে ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে বেড়াচ্চে।

(নেপথ্যে) সুশীলে!

সুনী। (দুর্গাবতীর মুখের কাছে হাত্ লইয়া গিয়া) ঠাকুমা! তোমার পায়ে পড়ি চুপ কর! মা আসচেন বুঝি— (কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধতার পরে) আমি তোমার কাছ থেকে এই বেলা চলৈ যাই!

দুর্গা। তুই অত ভয় খাস্ কেন!

সৌদামিনীর প্রবেশ।

সৌ। হ্যাঁলা ধেড়ে মেযে! বলি তোর কি আক্কেল? এই ত কতটুকু বেলা আছে—আমি রাঁদতে বাড়তে চল্লুম, ঘরের পাট করগে যা না—কেবল গিল্‌তে পার!

দুর্গা। আহা অমন কোরে বোলো না।—এই একটুখানি আমার কাছে বসেছে।

সৌ। আবার জগোর কাছে বলে আসা হয়েছে আমি মার ঘরে ঢুকি না—কোন মুখে নিয়ে ঢুক্‌বে। ওদেরও যেমন আদর কাড়া হয়েছে—

দুর্গা। আদর কাড়া আবার কি গা? ওদের কাঁকে কোলে কিছু নেই, না হয় ওকে একটু ভাল বাসে। আর আমারও ত ছেলেবেলা থেকেই ও হ্যাওটা। তবু দুটো একটা মনের কথা আমায় বলে।—এই তুমি এয়েচ আর বাছার মুখখানি চুণ হয়ে গেছে।

সৌ। ওর মুখ চুণ হলো ত বড় ক্ষতি! ওর জন্যেই ত যত জ্বালা!

দুর্গা। তোমরা কি ওকে বাড়ীছাড়া করবে গা? ভয়ে বাপের ত্রিসীমানায় ত যায় না।

সৌ। তবু যদি উঠলো! মা তুমি একবার বল না গা!

দুর্গা। অ সুশীল! যা দিদি যা!—ঝাট-পাট-দাওগে। বিছানা সেজ করগে। যা দিদি যা!

[সুশীলার, ও পিছনে সৌদামিনী ও বিপিনের প্রস্থান।]

দুর্গা। (স্বগতঃ) আহা! মেয়ের যা রূপ হয়েছেল--কেবল বাক্কীর জ্বালায় ঐ রকম এখন দড়িপানা হয়ে গেছে। দেখি গে, সে হয় ত গগণের বাড়ী আবার পাল্‌সে গেল।

[প্রস্থান।]

প্রথম অঙ্ক।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

গগণের অন্দরবাটী।

কৃষ্ণমণি ও জগৎলক্ষ্মী।

(সুশীলার প্রবেশ।)

জগ। এমন সময় বড় যে এলি? নিশ্চয় মা বকেছে ঝকেছে, পাল'য়ে এসেছিস্।—তা বেশ করিছিস।

সুশী। (কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া) না না। —হ্যাঁ কাকিমা তোমরা আজ এখনও অমন কোরে বসে রয়েছ?

জগ।—--সত্যি মাসিমা! বেলা যে ঢের হ'ল। এখনও তোমার মালা সারা হ'ল না! কত বেলায় খাবে দাবে?

সুশী। আমি তোমার উনুনে আগুণ দিই গে।

কৃষ্ণ। না দিদি ! আর একটু বেলা হোক।

জগ। তুমি ভাবছ কেন ? আজ আর তিনি আসছেন না। আজকের টাইন্ উতুরে গেছে।

কৃষ্ণ। চার চার দিন হয়ে গেল,—একদিন থেকেই আসবে ব'লে গেছে।—কেমন আছে বাছা আমার, তা ত বুঝ্‌তে পাচ্চি না।

জগ। এ মস্ত কাজ মা—(সুশীলাকে নির্দ্দেশ করিয়া) তুই অবাক্ হয়ে দাঁড়'য়ে রইলি কেন মা ! যা তুই আমার ঘরে কেমন ভাল উপন্যাস এনেছি পড়্‌গে যা !

[সুশীলার প্রস্থান।

কৃষ্ণ। গগণ যেমন ক্ষেপেছে—টাকা নইলে বে হবার যো নেই, কি না কল্‌কেতার নোকেদের শেখাতে পড়াতে গেছে।

জগ। এই এমন কোরে কত ঘর মারা যাচ্চে।

কৃষ্ণ। না—পরের উপকার করার চেয়ে আর ধর্ম্ম নেই সত্যি, কিন্তু এ যে শক্ত ব্যাপার ! বিয়ে দিতে আবার কড়ি নাগবে না। হবার যো নেই—হবার যো নেই।

জগ। একরকম কোরে সাহায্য ত কত্তে হবে মা।

কৃষ্ণ। কেন ! যতদূর সাধ্যি ছেলো বরদার ওদুই মেয়ের বেতে পয়সা দিয়েচে। এখন আর কিছু নেই।—বার বার কোথা থেকে দেবে বল ?

জগ। না মা তুমি বুঝতে পাচ্চ না। তিনি সব কল্‌কেতার কালেজের ছেলেদের বোঝাতে গেছেন—যেন সব পণ কোরে বস্‌বে আর কেউ টাকা নেবে না।

কৃষ্ণ। দূর বোকা মেয়ে! তাও কি কখন হয়। এ কি ছেলের হাতে মোয়া, যে ছেলে ভুলোতে গিয়েছে। এই যে রোজ রোজ কল্‌কেতা আর ঘর কত্তে নেগেছে—এখন শরীর ভাল থাকলে হয়। ওর মা অল্প বয়েসে ওকে রেখে গিয়েছে, আমি এখন তেমনি ভাগ্যবতী হয়ে রেখে যেতে পাল্লে বুঝি।

জগ। ঐ রকম ত শুনেছি।—তা ছেলেমানুষ ত নন, যে পথে হারিয়ে যাবেন। অত ভাবছ কেন।

কৃষ্ণ। কৈ বরদার মা বরদাকে ফেলে একদিন থাক্‌তে পারে?

জগ। ওরা বড় মনের কষ্টে আছে মা। ওদের মুখে আর কারও ভাত ওঠে না।

কৃষ্ণ। ওদের জন্যে আমারও মনে কষ্ট হচ্চে না কি? ওরা যেমন সুশীলাকে নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছে আমারত ইচ্ছে করে সুশীলাকে আমরা একেবারে নিয়ে নি—নিলে কি বিয়ে দিয়ে দিতে পারবো?—তা নয়। তবে যেন আমাদের হয়ে থাকবে।

জগ। সেত একরকম আমাদেরই হয়ে গেছে। ওর বাপ ওর জন্যে কাতর হয়ে অবধি ও আমাদের বাড়ীতেই থাকে। নিজেদের বাড়ীতে কতটুকু থাকে? যা ঠাকুমা ছাড়ে না বোলে রাত্তিরে ঠাকুমার কাছে শুতে যায়।

কৃষ্ণ।—তা আর কি করতে পারি আমরা বল?

জগ। তবু কি জান মা, আমরা মেয়েছেলে। আমাদের হাত পা বাঁধা। ওঁরা বেটাছেলে, পাঁচ জায়গায় গিয়ে একটা উপায় কত্তে পারেন। ও মা তুমি বুঝতে পার্‌বে না।

কৃষ্ণ। আমার বুঝে কাজ নেই মা। আমার বাছা ঘরে ফিরে এলে বুঝি। পাঁচজনের হ্যাপায় পড়ে বাছা আমার সারা হলো!

জগ।. তোমার ভাতের চাল ধোবো? বেলা যে ঢের হয়ে গেল।

কৃষ্ণ। আমার কিছু ভাল লাগছে না। আমি আজ জল টল্ খেয়ে থাকব এখন।

জগ।—ঐ বুঝি এয়েচেন!

কৃষ্ণ। এঁ্যা! ঐ যে বরদার কথা ও শুনতে পাচ্চি—না বাপু মন্ত্রণা দিয়ে দিয়ে ছেলেটাকে সারলে!

[উভয়ের প্রস্থান।]

প্রথম অঙ্ক।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

গগণের বৈঠকখানা ঘর।

গগণ ও বরদা।

বর। তা তোমার আসতে এত দেরী হ'ল কেন?

গগ। ও ভাই! কল্‌কেতায় যে মাছের ঝোল ভাত খায়, তার ও বার পাওয়া যায় না। কেন বল!

বর। তুমি ও আমাকে নিয়ে খুব হুজুগ্ লাগ্‌য়ে দিচ্চ! এঁ্যা!

গগ। এবারে সরগরম কোরে দিয়ে এয়েচি। কি বড় মানুষ, কি গৃহস্থ, কি গরিব সকলের ঘরে মতলব দিয়ে এয়েচি।

বর। স্কুল কলেজের ছেলেদের নাচয়ে দিতে হয়।

গগ। দেখ ভাল কথা মনে পড়ে গেল যোগেশের মেষো যোগেশকে নিয়ে কলকেতায় এক ভাল ঘরে বে দিয়ে ফেলেছে।

বর। এঁ্যা! বল কি! সত্যি সত্যি লোকটা তবে বে দিয়ে ফেল্‌লে! কত পেলে?—

গগ। দেড়টি হাজার নগদ—তা এণ্ট্রেন্স পড়্‌ছে বই ত নয়।

বর। নেমোখারামিটা একবার দেখ্‌লে! ছেলেটা পথে পথে ভিক্ষে করছেলো—কেউ কোথায় নেই—আমি ডেকে এনে এই দুঃখের দিনে পড়ালুম্ শোনালুম্ কেন না যদি এর পর অমনি অমনি সুশীলার সঙ্গে বিয়েটা দিতে পারি।--

গগ। ওত আমি বলেইছিলুম্—ও আশা ছেড়ে দিও।

বর। বল কি, কোথা থেকে শেষ এক মোষো বেরুলো—কেন না একটা দাঁও মারবে!—কলকেতার বাজারকে ও ধন্য! —যাক ও কথা। তার পর তোমার খবর বল।

গগ। হ্যাঁ কলেজের ছেলেদের নাচয়ে দোবার কথা বলছেলে —তা কি আর বাকী রেখে এয়েচি। অনেক ছেলের রক্ত গরম কোরে দিয়ে এয়েচি। ঐ যে বল্লুম একরকম তাদের আমি পাণ্ডা হয়েচি।

বর। আমি যে দমে মজে গেলুম্!

গগ। কি জান ভাই এ ত দু দশ দিনের কাজ্ নয়। জাতে যে বাঙ্গালি। দু পাঁচ বছরে পেকে এলে হয়।

বর। আমার ত জাত গেল দেখচি—গেল কি, ও গিয়েছে! মেয়েটা চোদ্দ উত্‌রে পনেরোয় পড়লো!—

গগ। ও কথা রেখে দাও। এখনকার কত বাবুদের ঘরে অমন কত পনেরো পার হয়ে যাচ্চে। যে সমাজে বের এত কটকেনা, বে না দিলেই বা সেই সমাজ কি করেন একবার দেখবো!

বর। আমিও ত বলি আইবুড়ো মেয়েগুলো ধেড়ে ধেড়ে হয়ে বিষ খেয়ে মরুক্‌গে, না হয় ছাই, বেশ্যাবৃত্তি করুকগে যাক, দেখি তাতেই বা তখন সমাজ কি করেন। উঃ! (দীর্ঘনিশ্বাস) আমা হতেই বা বের দরুণ নতুন আইন বাহাল হয় দেখছি!

গগ। তা যা হয় একটা হয়ে যাক্। তুমি খুব্ ধৈর্য্যমূর্ত্তি ধোরে থাকবে।

বর। এই দেখ জাল কেমিকেল গয়না দিয়ে চপলার বে দিয়েচি —জুয়াচুরির দাবি দিয়ে ত বেই নালিশ করবে বলেচে।

গগ। হ্যাঁ দাদা! তাদের খবর কি?

বর। তারা ঠিক গড়া পেটা কচ্চে—আমিও জজের সামনে গলায় কাপড় দিয়ে বলব "দোহাই ধর্ম্মাবতার! খেতে পাইনা, আর সমাজের এই জুলুম! এর আগে একটা বিহিত কোরে দিয়ে, আমায় জেলে দিতে হয় দিন"!

গগ। তা বড় মিছে বল নি। না হয় একজনের জেল হ'য়ে দেশশুদ্ধ লোকের ভাল হয়, হয়ে যাক্।

বর। আমি এই ভাবি অনেকেরই ত মেয়ে আছে, সকলে উঠে পড়ে ত লাগলে হয়!

গগ। আছে সবারই। বেগ পাচ্চেন সবাই।—কেমন-জাতটি! পিতা পুত্রে মিল নাই, ভায়ে ভায়ে মিল নাই, কাহার ও সঙ্গে কাহার মতের ঐক্যতা হয় না—এ জাতের উন্নতি আর কি কোরে হবে বল। পরের উপর দ্বেষ, হিংসা, পরের গ্লানি করা, এই সব এখনকার লোকের অঙ্গের ভূষণ হয়েছে।

বর। আমি মরে আছি ত, তবু কিন্তু প্রতীজ্ঞা কো'রে বলতে পারি, আমার ছেলের বের সময় এক পয়সা ও নোবো না। এখন লোকের সাক্ষেতে বল্‌লে হাঁসবে।—বলবে "উঃ! কাঙ্গাল খেতে পায়না ওর আবার বড়াই দেখ"!

গগ। তবু তোমার আমার বরং ইণ্ডিপেণ্ডেন্স্‌ আছে।

বর। দেখ এত কষ্টে যে দিন কাটাই, তাতে তবু ভয় হয় না। —এই যে মেয়েটার বে দিতে পারবো না, লোকের কাছে দাঁড়াব কি কোরে, তাই ভেবেই আকুল।

গগ। মান সম্ভ্রম রক্ষা করাই ত সমাজের প্রধান অঙ্গ।

বর। তা দেখ, একবার একবার ইচ্ছে করে তোমার সঙ্গে এই পণপ্রথা উঠ্‌য়ে দেবার আন্দোলনে যোগ দি—তা মুখ দেখাই কি কোরে!

গগ। মানুষের মত হও! নরমে যাও কেন!

বর। এ যাত্রায় এখন উদ্ধার হতে পারলে লোককে দেখাব। এ দায় থেকে যে উদ্ধার হবো, তা ত আর মনে হয় না (দীর্ঘনিশ্বাস) আঃ! জগদীশ্বর!

গগ। আবার মনমরা হয়ে যাচ্চ! এতক্ষণ ত বেশ কথা কচ্ছেলে!

বর। দেখ ভাই গগণ! ভবিষ্যতে ত আমায় সমূহ বিপদ দেখছি! বিপদের ভার বইতে আমায় সকল সময় প্রস্তুত হয়ে থাকতে হবে!

গগ। হ্যাঁ দেখ দেখি কেমন জোরের কথা!

বর। এখন, কখন কি বিপদে পড়তে হয় জানি না। মাকে ত কিছুতে পেরে উঠছি না। কথায় কথায় ত "কি হবে গো দশা" বোলে কেঁদে ফেলেন। বলবো কি, যেন মায়ার ঝুড়িবিশেষ।—

গগ। হ্যাঁ ভাল কথা মনে পড়েচে! ও সব যাক।—তুমি না কি এবার বাড়ীতে সবার উপর বড় অত্যাচার করেচ? আমি থাকলে তুমি ত কিছু করো না?

বর। তাইত বলচি শোন না। বল দিকিন, মা ঐ রকম হলে কি চলে? এ দুঃখের সংসারে একটু কড়া জান হওয়া চাই। তার পর দেখ, পোড়া মেয়েটাকে আদর দিয়ে দিয়ে এমনি বাড়য়েচেন, যে যদি এর পর একটা ভারি গোলমাল উপস্থিত হয়, তা আত্মান্তার যে।

গগ। মা, মার মত স্নেহ মায়া নিয়েই জগতে এসেছেন।

বর। ভাই মনে মনে যে আমি সবই বুঝি!—থাক্ আর কথা বাড়াব না।

(পত্র হস্তে ভৃত্যের প্রবেশ।)

বর। এই যে বিপদ আর কোথায়! বেইবাড়ীর লোক দেখ্ছি যে!—

গগ। (ভৃত্যের প্রতি) দাও আমার হাতে দাও।

ভৃত্য। না, বউমার বাপের হাতে বাবু দিতে বলেছেন। এ বাড়ীতে এসেছেন শুনে এইখানে এলুম্।

বর। (পত্র লইয়া গগনের হস্তে দিয়া) ভাই তুমি পড়। আমি আর ও চিঠি খুলবো না!

গগ। (পত্রপাঠ) "বেই মহাশয়! আমি অতি ভদ্র, তাই এত দিন চুপ করিয়াছিলাম। কতবার কতলোক পাঠাই লাম, আপনি কিছুই প্রতিকার করিলেন না। আর স্বতন্ত্র উকিলের চিঠি দিব না, কারণ আমি বেশ জানি-তেছি সে খরচা আর আপনার নিকট হইতে আদায় হইবে না। এক সপ্তাহের মধ্যে সমস্ত জাল গহনার বদলে খাটী সোণার গহনা না দিতে পারিলে পুলিশ আদালতের জুয়াচুরির দাবির সমন পাইবেন। আপ-নার মেয়ে এখন ও বেঁচে আছে"।

বর। উঃ! মন অন্তর্যামী! আমি সবই ত পূর্ব্বে থেকে জানতে পাচ্চি!--

গগ। অত কাতর হচ্চ কেন! (ভৃত্যকে নির্দ্দেশ করিয়া) ওহে তুমি বাইরে যাওত!

[ভৃত্যের প্রস্থান।]

বর। ভাই গগণ! তোমায় আর চেপে রাখবো না! দেখ যখন ভবিষ্যতের ছবিখানি চোখের সামনে এসে উপ স্থিত হয় তখন আত্মহারা হয়ে যাই,—বুকের ভেতর কেমন গুড় গুড় কত্তে থাকে—আহা! চপলাকে কত যন্ত্রণাই দিচ্চে!

গগ। উঃ! পত্রলেখবার ধরণটা দেখ! না আছে পাঠলেখা, না

আছে শিষ্টতা। আবার লেখা হয়েছে "মেয়ে এখন ও বেঁচে আছে"।—সব চালাকি! কেবল ভয় দেখাবার জন্যে করেছে।—

বর। না ভাই! হাজার হোক তুমি বয়েসে আমার চেয়ে ছোট। তুমি বুঝতে পাচ্চ না। সব সত্যি!

গগ। তুমি অত দমে যাচ্চ কেন!

বর। ভাই! কোন দিক দেখবো! আহা! সুশীলার মুখপানে চাইলে কার না মায়া হয়! অবস্থাবৈগুন্যে আমি বুকের উপর পাথর চাপয়ে রেখে দিয়েছি—মানা কোরে দিয়েছি যেন সে আমার কাছে আর আসে না—উঃ! আমি কি পাষণ্ড! হায়! সুশীলার গুণে গ্রাম শুদ্ধলোক যে বশীভূত! (দীর্ঘ নিশ্বাস) হায় জগদীশ্বর!

গগ। ও কি দাদা! অতদূর নৈরাশ হবার কিছু ত কারণ দেখি না।—আর জানবে, যতক্ষণ আমি আছি ততক্ষণ উপায় ও আছে।

বর।—ঐ সঙ্গে গৃহলক্ষ্মী সৌদামিনী আমার চোখের বিষ হয়েছে!

গগ। সব কেটে যাবে দাদা।

বর। ভাই! তুমি এখন যেন আমায় ছেলে ভুলয়ে রাখচ!—তুমি আর কি করবে? যথাসর্ব্বস্ব তুমি আমার দিয়ে আজ পথে দাঁড়য়েছ। আর কি দিয়ে তুমি আমায় বাঁচাবে?

গগ। কেন যদি আবশ্যক হয় 'প্রাণ' দিয়ে।—

বর। (গগণের গলা জড়াইয়া) ওঃ! এই জন্য ঈশ্বর

বন্ধুর সৃজন করেছেন! ভাই গগণ! তোমার সঙ্গে কার তুলনা দিব! সন্তপ্ত হৃদয় শীতল করিবার তুমি অমোঘ ঔষধ! নৈরাশ মরুতে তুমি আশাবারি! তোমার কথাতে যেন আমি এখনি কোটী কোটী বিপদ হইতে উদ্ধার হয়ে গেলুম! ভাই! ঈশ্বর তোমাকে দীর্ঘজীবী কোরে জগতের মঙ্গল সাধন করুন!— (ক্রন্দন ভাব)

গগ। তা বলে তুমি কাঁদচ না কি?—চল একটু বেড়িয়ে আসিগে—

উভয়ের প্রস্থান।।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

আকড়া ঘর।

অখিল, সুরেন, মলিন, প্রভাস ও ইয়ারগণ—

মলি। আর শুনেছ তোমরা!—হরি উকিল পুলিশ কমিশনারকে দরখাস্ত করেচে—আমাদের এ আড্ডা তুলে দেবে।—আমরা যত পাড়ার ছেলে বখাচ্চি।—দেখছ না আজ কাল দরখাস্ত কোরে পাড়া থেকে যত বেশ্যা তুলে দিচ্চে—আমাদেরও বেশ্যার সামিল ধরেছে।

প্রভা। বাবুদের ক্ষমতার দৌড় কত! একটা দেশের ভাল কাজে লাগতে বল দেখি!

সুরেন। তা যা বল ভাই অখিল! প্রসন্ন ঘোষের ভিটেয় আমায় ঘুঘু চরাতে হবে। লোকটা কতলোকের সর্ব্বনাশ কোরে টাকার আণ্ডিল নিয়ে বসে আছে—আমরা ত এত বয়াটে, তবু আমাদের মনে দয়া আছে।—

অখি। তুমি মনে কচ্চ ওর ছোটছেলে কিরণকে কাপ্তেন পাকড়েছ বলে বড় অরুণকে ও ভেড়াবে।—তা কথনই পারবে না।—ও, বাপ মার ভারি বশ!

সুরে। আমাদের এ আড্ডার খরচ চলে কোথা থেকে বল? আমাদের কি আয় আছে বল?—এক কাপ্তেনের পর আবার কাপ্তেন ভাসান ত চাই।

প্রভা। আর কেন, এইবার কিরণকে দিয়ে একখানা বেশ বহর দেখে নোট কাটাও না?

মলি। টাকা দোবার লোক আমি ঠিক করেছি।

(কৃষ্ণধন ও কিরণের প্রবেশ।)

সকলে। (উচ্চৈঃস্বরে) আরে কেও! ম্যানেজার যে! তুমি এতক্ষণ কোথায় ছেলে—আমরা সব মিইয়ে যাচ্ছিলুম্!

কৃষ্ণ। না—আমাদের বড় বদনাম্ রটে গেছে—ডউল ফিরয়ে ফেলা যাক—আজ থেকে আকড়া আর কেউ বলো না. মঠ বলবে। আমি আর ম্যানেজার না হয়ে মঠধারী হলুম, নাম রইল কেবলানন্দ ব্রহ্মচারী—আর যদি ঐ রকমে সত্যি সত্যি ভাল পথে গিয়ে পড়ি, সেও ভাল।

প্রভা। (ঈষৎ হাসিয়া) শেষ হরি উকিলকে সত্যি সত্যি ভয় কত্তে হলো না কি!

অখি। ওহে একটু আস্তে! পাশেই তার বাড়ী, শুনতে পাবে।—

মলি। (চীৎকার করিয়া) অ হবু উকিল! ও হবু উকিল!— না হলো না!—দাওত একবার ডাইনেটা দাওত, ছুটো চাটি দিয়ে একবার বেশ কোরে সাড়া দি! (তৎকরণ)

প্রভা। আরে বুঝচনা—ওর ছুটো ধেড়ে মেয়ে হয়ে রয়েছে, বে দিতে ত আর পারবে না, তাই আমাদের জন্যে ভয় হয়েছে।

মলি। তবে একটা কথা বড় মনে পড়ে গেল—দেখ বড় মজা হয়েছে—আমার ত গুণের কথা সহরে ঢাক বেজে গেছে. কাল এক হোমরা চোমরা এক দিব্যি সুন্দর-মূর্ত্তি বাবু আমায় বর দেখতে এয়েছেলো—

প্রভা। (লাফাইয়া উঠিয়া মলিনের পিঠ চাপড়াইয়া) এ্যাঁ! বলিস্ কি রে!—এ্যাঁ! তুই যে আমার চেয়েও গাঁজায় দম্ মারতে শিখিছিস্—তবে ত আমাদের বে হবে? তার পর?—

মলি। তারপর বাবাকে বাবুটি বল্লে কি, আপনার ছেলের ও বয়স দোষের যে সব দোষ জুটেছে, তা আর একটু বয়স পেলে সব সেরে যাবে। তা ভয়ে কিছু লিখতে পড়তে দিলে না। বুঝতে পেরেচে—সবই ভুল যাবে।

প্রভা। বলিস কি রে! তবে বা লাগে! আমি তবে ঐ হবুর বড় মেয়েকে বে করবো। শুনচি—টাকা নেই বোলে লোকটা বর্দ্ধমানে ব্রাহ্ম-সমাজে দিয়ে আসবে।

মলি। তা ভাই বাবুটির রঙ বেশ—মেয়েটির ও রঙ বোধ হয় ভাল হবে।

প্রভা। তুই যে "বাবুটি" "মেয়েটি" বেশ শুদ্ধ ভাষায় আজ কথা কচ্চিস্! তুই যে অন্য সময় কারে গাল না দিয়ে কথা কস্ না?—এঁ্যা?

মলি। তা ভাই—বাবা বল্লে, দিন পনেরোর মত বই হাতে কোরে একটা স্কুলে যাও। তা'লে দাঁওটা ও কিছু বাবা বেশী মারবে। তা গতের বই নিয়ে রোজ ত এই-খানে আসি, তা না হয় ঠিক দশটার সময় বেশ সেজে-গুজে এই খানেই আসবো।

প্রভা। দেখ, একবার অমনি শ্বশুর "বাবুর" বাড়ীর সামনে দিয়ে দেখা দিয়ে ঘূরে আসিস্—আমিও রোজ হবুর বাড়ীর চারদিকে একবার কোরে চক্র দোবো।—লোকটা বুঝ্‌ছে না—আমায় দিলে তবু জাতটা থাকে।

মলি। আমি তাও পারি। তাদের বাড়ী চিনি—তবে একটু দূর হয়।

স্বরে।—না ভাই। ম্যানেজার ও এয়েচে। সকলে মিলে আজ যা হোক একটা মতলব ঠিক করো।

অখি। আরে রেখে দাও হরি উকিলের কথা! মানুষ ত ভারি! এই ত আজকাল পথে ঘাটে, যেখানে সেখানে এই মেয়েগুলোর বে হওয়া ভার হয়েচে—পণ লওয়া রহিত করবার খুব হুজুগ ও উঠেছে, কই কটালোক দল বাঁধতে পেরেছে? আমাদের দেশের উকিল, মোক্তার, ডাক্তার, কেরাণী, ধনী সবাইকে চিনেছি!

প্রভা। হ্যাঁ! কও ত কথা ভাই! আমার ও ঢের কথা কব্‌বার আছে। দেখ, বলবো কি আমাদের এই পাড়ার ছটা মেয়ে থুবড়ো হ'য়ে রইল!—তাদের জাত কুল কি আর আছে?—এদিকে এক এক জন বাবুর কথার ছটায় গগণ ফাটে—এক এক জন বড় বড় পলিটিসান—দেশ উদ্ধার কত্তে যান, ছুটে ছুটে আবার বিলেত যাওয়া পর্য্যন্ত হয়—এদিকে সমাজের ভেতর যে ফোঁফরা—ঘুণ ধরে গেল, তা নজর পড়ে না!

ললি। মিছে নয়—সবই যদি ঘুণ ধরে গেল, এর পর শূন্যে সব দাঁড়য়ে থাক্‌বো নাকি! (হাস্য)

প্রভা। দেখ সব সময়ে ভাব এসে জোটে না। দেখ দুটি মহাপ্রাণী এক পদার্থ থেকে সৃষ্টি হয়েছ। সোঁদর বনে বাদা জান? ঐ বাদার জলে ঘাস পচে এই গল্‌দা-চিংড়ি আর এই বাঙ্গালির সৃষ্টি হয়েছে!

কৃষ্ণ। মিথ্যে নয়! তোমাদের সব কথার তবু দাম আছে! এখন আমরা বরং তাদের শেখাতে পারি। এই যে সব সভ্য ভব্য বিদ্বান্ বাবুরা অনেক তাহদ্দ বিদ্যে শিখে কাউকে আর ভাল চিনতে পারেন না। দেখগে যাও কত বাবুর মা বাড়ীর রাঁধুনী—রেদে বেড়ে দাও চারটি কোরে খেতে পাবে।—আর যদি বিধবা মাসী পিসী সাবেকের দোহাই দিয়ে কেউ থাকে, তারা সব "বাবুণীর" সেবাদাসী!

প্রভা। একটু মৌতাত্ কোরে নি। তা নইলে আমি বক্তৃতা কত্তে পারি না, মুখে কেমন কথা আটকে যায়!

মলি। ঠিক্ বলেচ!—এক গ্লাস টানিয়া লইলে বিলক্ষণ স্ফূর্ত্তি করিয়া গাল দিয়া লওয়া যাইতে পারে।

প্রভা। দেখ ম্যানেজার, আমি ত বলি ও রকম মঠ চতুষ্পাটী না কোরে আগে তুমি যে মত্‌লব কোরেছিলে, এস তাই করা যাক!—এস আমরা ডউল ফিরয়ে "সমাজ-সংস্করণের" দল করি।

মলি। (আনন্দে দাড়াইয়া উঠিয়া) হ্যাঁ এই ঠিক বলেছ—ও যেমন কে তেমন!

কৃষ্ণ। তবে তাই করা যাক। সবাইকে চূড়োন্ত উল্টে শিক্ষা দেওয়া যাবে।—সবাই রকম রকম সাজতে পারবে ত?

প্রভা। কি বল ম্যানেজার! সে আবার কি একটা বড় কথা? —হ্যাঁ! কি কি রকমটা চাই একবার আবার বল ত?

কৃষ্ণ! এই ইংরেজ, ফ্রেঞ্চ, আরমানি, য়িহুদি, মুসলমান, কাব্‌লি, বার্ম্মিজ, সায়ামী, আসামী, হিন্দুস্থানী মাড়ো-য়ারী সকল জাতের সমাবেশ চাই, অর্থাৎ আমাদের দেশে যত রকম জাত এসে কাজ দেখয়ে দেখয়ে উন্নতি কোরে চলে যাচ্চে অথচ আমাদের দেখে শুনে হদ্দ তাহদ্দ হ'য়ে গেল—এই সব জাতের সমাবেশ চাই। এরা সব দল বেঁধে বাউলের সুরে "বাঙ্গালি চরিত" গাইবে।—

প্রভা। এস্তেক সাঁওতালী, কুকী, বুনো, অবধি রাখতে হবে। —ও ঠিক্ ধরেছ! ঐ যুক্তিই ঠিক!—বাবুগণের যেসা কি তেসা! ম্যানেজার! তোমায় ধ্বজা ধরতে হবে!

কৃষ্ণ। আরে কর কি সব!—এর মধ্যেই যে সব সুর ধরলে! বা! আমার দলের কেতা কি দোরস্ত! যেন যুদ্ধের

ফৌজ রে! ঈশারা করেচি কি না করেচি, একেবারে মেতে চল্‌লো। তোমাদের যে কি গুণ, তা বাইরের লোক কেউ টের পেলে না!

প্রভা। তা আমরা বল্‌চি কিন্তু আজ সে গানটা গেয়ে যাব!

অখি। আচ্ছা! কিরণ যে আজ একটী ও কথা কইলে না, এর মানে কি?

কিরণ। তুড়িতানন্দ আমার মজকে চড়ে বসেছে। মাই ডিয়ার অখিল! সব ঘুরচে—সব ঘুরচে! পৃথিবী যে ঘোরে, তা স্কুল ছেড়ে তবে এখন বেশ বুঝ্‌তে পাচ্চি!

অখি। থাক—তবে চুপ করে শুয়ে থাক—মাথায় না হয় জল চাপড়ে দিচ্চি!

সুরে। না আজ ঢের রাত্তির হয়ে পড়লো সেই গানটা ধরে বাড়ী যাওয়া যাক্!

কির। ওহে রঙদার বাবু! ডালিম বিবির খবরটা বলে যাও।

প্রভা। তুমি ও ভেবে সারা হলে, সেও সারা হলো!

কির। টাকাটার জোগাড় হয়ে উঠ্‌ছে না যে—! সুধু হাতে আমি যেতে ইচ্ছে করি না।

সুরে। লেই কাগজখানা ভাঙ্গালেই হবে! তা তুমি এখন ডালিম-বিবির নজরবন্দিতেও পড়েচ—ক্রেডিটেও সেখানে যেতে পার। কাগজ ভাঙ্গানোর ঢের গোল দেখছি—তোমার সাম্‌নে টাকার গাছ বস্‌য়ে দিচ্চি—দরকার হলেই গাছ থেকে পাড়বে আর নেবে।—কালই আমি

ধনী এনে দিচ্চি তুমি একখানা বেশ বহর দেখে পুরু দেখে নোট কেটে ফেল।

কির। ওহে বাবা নাকি ছাপয়ে দিয়েছে "আমার পলাতক পুত্রকে কেউ নোটে টাকা দেবে না—সে টাকা আর পাবে না"।

সুরে। কথাটা বলতে নেই, তা তিনি চিরজীবী হয়ে থাকুন—তাঁর অবর্ত্তমানেসে ধনী কি টাকা আদায় কত্তে পারবে না? তবে ধনী দেবে না কেন?

কির। তা যা হোক করে ফেল।

সুরে। চল আজই লোকটার সঙ্গে একবার দেখা করে আসি।

কির। আচ্ছা চল—এখনি চল তবে রাত্তির হয়ে পড়লো।

[কিরণ ও সুরেনের প্রস্থান।]

কৃষ্ণ। চল আমরাও আজ উঠি।

[সকলের প্রস্থান।]

—০০—

দ্বিতীয় অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

প্রসন্নকুমারের ভিতরবাটী।

নৃত্যকালী, চপলা ও জটিলা।

নৃত্য। দেখ্ জটিলে! রাগ কোরে আবার কাল কিছু খাওয়া হয় নি। ওঁর বাপকে গাল দিলে ওঁর গায়ে লাগে!

জটি। আশ্চর্য্যি হয়েচি মা! কুজড়োঘরের মেয়ে এনে খুব নিন্দেটা কুড়লে যা হোক—

চপ। কেন মা আমাকে আর লজ্জা দেন!

নৃত্য। ওরে জটিলে দেখ, তোরা পাঁচজনে দেখ! পাকাপানা কথা শোন্। ওঁর আবার নজ্জা! যোচ্চোরের বেটীর আবার নজ্জা! (চপলার প্রতি) তোদের যদি নজ্জা থাকতো তালে তোর বাপ সব ভাল গয়না দিয়ে উল্টেএসে পায়ে পড়তো!

চপ। মা! আমার বাবা অতি গরীব! যোচ্চর নন!

জটি। তা তোমাদের বড়নোকের ঘরে এমন ফাঁকি দেয়, তা জানি না বাপু!

নৃত্য। (মস্তক হেলাইয়া) পাঁচশ বার যোচ্চর! সুধু যোচ্চোর! —এই তোর বাপ বরদা বোস,—পাজি, নচ্ছার, বাটপাড়! এবার কেমন জব্দ হয়েচে! তোর ছোট বোনকে এবার থুবড়ো কোরে ঘরে রাখতে হল! বর ত আর জুটছে না—আমাদের ফাকি দিয়েছে—দেশ শুদ্ধ টিটিকার হয়ে গেছে—!

চপ। মা আপনার পায়ে পড়ি, অমন কোরে আমার সুমুখে যখন তখন বাবাকে গাল দেবেন না—আমার মনে বড় কষ্ট হয়!

নৃত্য। মনে কষ্ট পাওয়া আবার তোদের কুষ্টিতে নেখে! তা'লে তোর বাপ মিনসে একদিন ও দেখতে আসতো! আশ্চর্য্যি হই—একদিন ও নাম গন্ধ কল্লে না!

চপ। ভয়ে আসেন না বই ত নয়।

নৃত্য। চালাকী কথা রেখে দে! আমরা বড় ভদ্রলোক তাই ঠকেছি। আর কেউ কি এমন কোরে ঠকবে। দেখবো কেমন কোরে এইবার এ মেয়েটার বে দেয়!

নৃত্য। (জটিলার প্রতি) অ জটিলে! বলি দেখ্!—আবার মিনসের অভিমানটুকু ষোলআনা আছে—দেখচিস্ ত! আমি সব বুঝতে পারি। কর্ত্তা কি অতশত বুঝতে পারে!—পেটে যার ভাত নেই, তার আবার এত অভিমান কিসের লা!

চপ। না হয় এবার খুব গরীব দুঃখীদের ঘরে আমার ছোট বোনের বে হবে।—বড় মানুষেদের ঘরে সুখ নেই!

নৃত্য। দেখ তোর মুখ বেড়ে যাচ্চে—তুই কি অসুখে আছিস লা! পায়ের ওপর পা দিয়ে খাচ্চিস না?

চপ। (দীর্ঘনিশ্বাস) আঃ! বাবা গো!

নৃত্য। দেখ্ যখন তখন অমন কোরে নিশ্বেস ফেলিস নি বলচি—আমি দুটো গুঁড়ো নিয়ে ঘর করি!—কোথা থেকে অলুক্ষণে মেয়ে এনে আমার সোণার সংসারটা যায় বুঝি—কর্ত্তার যেমন কাজ, আরমেয়ে খুজে পেলে না গা!

চপ। আমি ঠাকুরদের ডাক্‌চি বই ত নয়!

নৃত্য। আবার ট্যাস ট্যাসে কথা দেখ!—মনের ভেতর কি কচ্চিস্ তা কে জানে?

চপ। তা আমি কি সুখে আছি মা! আমি ত বাড়ীর দাসীর সঙ্গে খাই, দাসীর সঙ্গে শুয়ে থাকি—আমায় আর কেন!

নৃত্য। তোর হয়েছে কি, তোর ঢের বাকী আছে! আবার সহচরীকে বলা হয়েছে "আমার কি ব্যামো হয়েচে,

আমি খেতে দেতে পারিনা", কেন না তা'লে আবার ওঁকে ডাক্তার দেখাও!

জটি। তা যা বল মা, সহচরী কিন্তু খুব দাগাবেজে মেয়েমানুষ। আমাদের এতটা বয়স হ'ল, আমরা অমন মনিবকে ছাপয়ে কাজ করি না।

চপ। ডাক্তার দেখাবার কথা অ'মি ত কিছু বলিনি?

নৃত্য। আবার সহচরীর কাছ থেকে বাতাসা চেয়ে খাওয়া হয়েছে! এত পেটের জালা কেন!

চপ। কি নজ্জার কথা মা! খাবার কথা তুল্চেন কেন। কাজেই বলতে হল।—আমি তামাম্ দিন উপস কোরে রয়িচি দেখে সহচরী জোর কোরে এক পয়সার বাতাসা এনে খাওয়ালে।

ঠমা। কত বড় হারামজাদকি! কেন না পাড়ার নোকে জান্‌বে বউকে আমরা না খেতে দিয়ে রাখি। আর সহচরীরই বা এত ভরসা হয় কেন!—অ সহচরী!—সহচরী!

(সহচরীর প্রবেশ)

সহ। (ভয়ে জড় সড় হইয়া) কেন মাঠাকরুণ!

উমা। বলি তোর কিসের এতটা বুকের পাটা লা?

সহ। কি করিচি মা!

উমা। তুই যে পয়সা দিয়ে কিনে এনে ওকে খাবার দাবার খাওয়াস, কেন ও কি খেতে পায় না? কেন বাড়া ভাত বাম্‌নি ওর মুখের সামনে ধোরে দিয়ে গেছে—এখনও বাসী ভাত পোড়ে আছে, গিয়ে খাক্ না?

সহ। আমি দেখলুম তামাম্ দিন রাতটা অমনি যায়।—দেখ-লুম বাছার মুখখানি শুকিয়ে উঠ্ছে—তাই বাতাসা ভিজিয়ে খেতে দিলুম—তা তোমাদেরই বউ ত মা, আর কাউকে ত খেতে দিই নি?—মা ঠাকরুণ একটা কথা বলতে হলো, যে রকম কোরে ওকে কাল ভাত বেড়ে দিয়েছিলো—আমরা ত দাসী, আমরা সে রকম খাই না—তরকারীর ভেতর খাড়া চচ্চড়ি—আবার এক পাশে কে তুক্ কোরে দুটো ছাইও দিয়ে দিয়েচে। তা মা আপনারা যে রকম বড়লোক বেশীকথা বল্‌তে আমার সাহস হচ্চে না! তা কি করবেন ও সব আপনার লোকজনে করেছে—

ভ্রুটি। এও কি আবার একটা কথা গা! বাদ্ পেড়ে ওকে আবার ছাই বেড়ে দিতে গেছে! কেমনতরা দুটো ছাই উড়ে পড়ে থাক্‌বে।

নৃত্য। দেখ্ সহচরী! তুই দাসী বইত নয়! তুই পথের কুকুর! তোকে মানা কোরে দিচ্চি, ওরকম আর করিস্ নি! বড় কথায় তোর কাজ নেই!

সহ। (হাত যোড় করিয়া) আচ্ছা মা! আমি আমার কাজ দেখিগে।

[প্রস্থান।]

চপ। যার তার সাম্‌নে কেন অমন কোরে আমাকে অপমান করেন!

নৃত্য। ও আবাগীর বেটী! তোদের কি অপমানের ভয় আছে, তালে তোর বাপ্ এতদিন গয়নার দাম ধরে দিয়ে কথা কইত।

চপ। কেন মা আমাকে খুঁচ্‌কে খুঁচ্‌কে মারেন? ছা আমাকে ছেড়ে দিন্ না, আমি আপদ্ চলে যাই?

নৃত্য। হ্যাঁ! তালেই বড় মজা হয়। ওঁর বাপ ওঁকে নিয়ে নুকুয়ে পড়ুগ।—বদমাইসের মেয়ের বদ্‌মাইসী বুদ্ধি! (উঠিয়া গিয়া চপলার গাল রগ্‌ড়াইয়া দিয়া) হ্যাঁ ছেড়ে দিচ্ছি এই যে!—

চপ (কাঁদিয়া) বাবা গো একবার দেখে যাও!

নৃত্য। কাঁদ বসে বসে। জটিলে তুই আমার সঙ্গে আয়।

[নৃত্যকালীর, ও পিছনে জটিলার প্রস্থান।]

চপ। আবার হয় ত এখুনি ঘুরে আসবেন। যাই আপনার ঘরে গিয়ে দোরে খিল দিইগে।

[প্রস্থান।]

দ্বিতীয় অঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

অরুণের বৈঠকখানা।

অখিল।

অরুণের প্রবেশ।

অরু। অ ভাই এয়েচ! তা বস। বাবা বাড়ীতে রয়েছেন। কিরণ কাল রাত্রে দু শ টাকা ভেঙ্গে পাল্‌য়েছে। তোমাদের উপরও বাবার রাগ হয়েছে।

অখি। হ্যাঁ! কিরণকে আবার আমরা শেখাতে যাব! সে সাতবার আমাদের হাটে বেচে আসতে পারে।

অরু। যাক্ সে সব কথা।—তোমার সঙ্গে ঢের কথা আছে।

অখি। আচ্ছা আমি জিজ্ঞেস্ করি, বোর জন্যে সত্যি সত্যি কি তোমার মন কেমন করে না ?

অরু। ফুলশয্যার রাত্রিছাড়া আর কি দেখা হয়েছে !

অখি। আচ্ছা পাড়ায় ত ঐ রকম গুজব !—সত্যি কি ?

অরু। তোমার সঙ্গে এত ভাব, তোমায় কি নুকোই !

অখি। তুমি মানুষ না পশু ?

অরু।—তা আমি কি করবো ?

অখি। রাত্তিরে নুকয়ে চুরয়ে দেখা কত্তে পার না ?

অরু। এক দিন ঐ রকম সন্দেহ হয়েছেলো, মা সেই অবধি আমার কাছে কোরে নিয়ে শোন। আর তাকে সহচরীর কাছে শুতে দিয়ে চাবি দিয়ে রাখেন।

অখি। এক কাজ কর। সহচরীর সঙ্গে শড কোরে ফেল।

অরু। সহচরীর উপর সন্দেহ হয়েচে বলে সহচরীকে ও ছাড়য়ে দেবে বলেচে। তোমরা সবাই আমায় বল "হাবা"। আমার মার পাল্লায় পড়তে, তা টের পেয়ে যেতে !

অখি। বোকা নয় ত কি ? তুমি বাপের আদুরে ছেলে এটা আর মেটাতে পাল্লে না বাবা !

অরু। বাবা, আমার তবু একটু একটু কথা শোনেন, মাকে ত পারি না ভাই ! তা তোমরা হাঁস আর যাই করো—মা এখনও চড়টা চাপড়টা মারে।

অখি। (উচ্চৈঃস্বরে হাস্য) হাঃ হাঃ হাঃ !

অরু। তুমি অমন কোরে চেঁচয়ে হেসে ওঠ কেন ভাই ! তুমি আর কাউকে বলো টলো না ভাই !

অখি। আজ এখন ও মামা, সুরেন, এরা কেউ এলো না ?

অরু। তুমি বুঝি এই সব বলবে বলে মনে করে রাখচ ? দেখ প্রাণের কথা তোমায় সব খুলে বলছি ! খবরদার !

অখি। না। বলবো না।—তোমায় ত শেয়ানা কত্তে হবে, তাই খুটয়ে সব জিজ্ঞেস কচ্চি। আচ্ছা, বউকেও মারে ?

অরু। হ্যাঁ একটু আধটু মারে বই কি, গাল টিপে দেয়, ঠোনাটা আসটা ও মারে।

অখি। আর তুমি ও হাঁ কোরে দেখ ?

অরু। আমার লজ্জা ও হয়, দুঃখু ও হয়।—সামনে পড়লে সরে যাই। আর দেখ ভাই, জটিলে বড় মার সঙ্গে যোগ দেয়—অনেক দিনের লোক, আমায় মানুষ করেচে বলে কেউ ওকে কিছু বলে না।

অখি। তা যা বল ভাই, জটেবুড়ি যখন ঘুমুবে, একদিন আমি ওর সব চুল কেটে দোবো।

অরু। না ভাই তোমার পায়ে পড়ি তালে আমায় শুদ্ধ বাড়ী থেকে তাড়য়ে দেবে।

অখি। দিলে দিলেই। আমাদের বাড়ী থাক্‌বে। বিয়য় থেকে কেউ বঞ্চিত কত্তে পারবে না।

সুরেনের প্রবেশ।

অরু। অখিল ! খবরদার ! চেপে যাও !

সুরে। কি ভাই বলবে না ?

অখি। না অরুণ আজ লুকয়ে হুকোয় আচ্ছা এক দম মেরেচে— তাই বলতে মানা কচ্চে পাছে তুমি ওর বাপকে বলে দাও !

সুরে। দূর! আমি আবার বোলে দোবো বিশ্বাস হলো!

অরু। আচ্ছা বস। কে কেমন ভাল কথা কইতে পারে এস।

অখি। (শুরেনকে ঈশারা করিয়া) না বস। একটু গল্প সল্প করা যাক—

গোপালের প্রবেশ।

অখি। আরে কেও! মামাবাবু যে! বসে যাও!

সুরে। আরে কেও! প্রিন্স যে!

অখি। ও কি রকম?

সুরে। আমি ওঁর নাম প্রিন্স রেখেছি।

অখি। অপরাধ?

সুরে। একবার ড্রেসের ডউলখানাটা দেখ দিকিন!

অখি। ঠিক সায়েবই বটে!

সুরে। গলায় কলার, আবার নেকটাই, (গলায় হাত দিয়া) ওহে কলারটা শক্ত দেখ, লোহার না কি? মাঝখানে আবার এটা বগলস না কি?

(সকলের হাস্য)

গো। ও একরকম ফল্‌স কলার উঠেছে!—ভাঙ্গে না, তোবড়ায় না।

সুরে। তালেই ঠিক হয়েছে!

গো। থাকলেই পরে বাবা!

সুরে। হুঁ্যা ঘটি বাটি বাঁধা দিয়ে ও।

গো। তোমরা ভদ্রলোকের ম্যানার্স জান না।

অরু। না না। মামার টাকা আছে!

অখি। এই যে অরুণ শেয়ানা হয়েচে—গায়ে লেগেছে—ঢেকে নিচ্চে!

গো। তোমরা মনে কর নাকি আমি প্রসন্ন ঘোষের অন্নদাস হয়ে আছি!

সুরে। তা ত বটেই! (জিব কাটিয়া) না থুড়ি থুড়ি!

গো। দেখ শুরেন! ভাল হচ্চে না বলচি!

সুরে। আমি কি বলচি?—আমি বলচি, 'না'।

গো। তাই বল।

অখি। আচ্ছা মামা! তুমি ঐ পোষাক পরে ভাড়া সাধতে যাও?

গো। সে কি রকম?

অখি। না বলি, এই অরুণদের যত বাড়ীর ভাড়া আদায় কত্তে যাও?

গো। সে ত ওদের দরওয়ান রয়েছে—তবে যে সব কেশ্‌গুলো মেটে না, কাজেই আমায় যেতে হয়। তা সময়ে সময়ে এই পোসাক পরতে হয় বই কি, তা না হলে ভয় করে না।

সুরে। মামা তুমি চটে যাও কেন! তোমার সঙ্গে কেমন সম্পর্ক বল, তোমায় নিয়ে একটু আমোদ আহ্লাদ করি। —তুমি কেমন জিনিস বল!

গো। (ঈষৎ হাসিয়া) বেশ বলেচ বাবা! মামার সঙ্গে ঐ রকম কত্তে হয় বটে!

সুরে। আচ্ছা মামা! তুমি পথে বেরুলে পাড়ার ছোড়াগুলো যেন পাকা রস্তা পায়? না? আমরা পথে ঘটে কিছু বলি? এঁ্যা? তা না কোরে আমরা সামনা সামনি একটু আমোদ আহ্লাদ করি।

গো। যা বলবে সামনে বল, পেছনে কিছু বলো না বাবু!

সুরে। মামা! এর মধ্যে তোমার শত্রুপক্ষকে, তার মানে এই পাড়ার ছোড়াদের একটু গাল দিয়ে নিলুম্ বুঝতে পেরেচ?

গো। কি বল দিকিন?

সুরে। পাকা রস্তা কারা খায়?

গো। হ্যাঁ! (হাস্য) হাঃ! হাঃ!

অখি। না সত্যি! একটা নিয়েত আমোদ কত্তে হবে। লোকে মামা খুড়ো পাতয়ে নিয়ে অমন করে। তা তুমি আমাদের (ক্লস) ঝুটো মামা নও। তুমি আমাদের সম্পর্কে আসল মামা। আর বয়েসেও সমান।

সুরে। উঃ! অখিলের আমাদের কবিত্বের ছটা দেখেছ!

গো। আচ্ছা বাবা! এ রকম ঢ্শো মজা কর।

সুরে। ব্র্যাভো! ব্র্যাভো!

গো। না।—ঘা ঘো মার কেন!—অমনি কথা কয়ে যাও!

সুরে। আচ্ছা বাবা মামা!—

গো। আবার?

সুরে। (জিব কাটিয়া) হ্যাঁ খুড়ি! হ্যাঁ মামা! এখন এ নটবর বেশে কোথায় গেছলে যাদু?

গো। রেস্ খেলতে।

অখি। মামার রেসে যাওয়াটুকু খুব আছে।

গো। সুধু বুঝি আমি রেসে যাই? ক্রিকেট আছে, ফুটবল আছে, রিঙ্ক্ আছে, বল্ আছে,—আর কি বলব, সব জায়গায় যাই।

সুরে। আচ্ছা ঠিক্ কোরে বল দেখি রেসে ক বাজি খেল্‌লে?
গো। (মৃদু হাসিয়া) আজ খেলা হয় নি!
সুরে। ছি যাদু! সব ফল্‌স? তোমার গলার কলার ফল্‌স! তোমার ডিপজিসান ফল্‌স! আজ থেকে এই কোর্ট তোমার নাম রাখলে ফল্‌স প্রিন্স্‌! অখিল ভুলো না!
অখি। কি মামা ফল্‌স প্রিন্স্‌!
সুরে। খবরদার! তালে গালাগাল হয়! আমি তা ইচ্ছে করি না। সুধু ফল্‌স প্রিন্স্‌ বল। আর শ্যামবাজারে যে "সমাজ সংস্করণের" দল হয়েচে, তাতে একজন ফল্‌স সায়েব সাজবার দরকার। তা মামাকে আমি ইন্ট্রোডিউস্ কোরে দিয়ে আসব।
গো। আমি বুঝি ফল্‌স সায়েব? (একটু বক্রভাবে দাঁড়াইয়া) আমি খাঁটি সায়েব!
সুরে। (হাসিয়া) দুর আবাগের বেটা!—তা'লে যে গালাগাল হয়!
অখি। ভূত আর কি!
গো। আমিই যেন না বুঝে একটা কথা বলে ফেলেচি— তোমরা কিন্তু খুব বোলে মজা নিচ্চ যা হোক! তুমি বল্‌লে "আবাগের বেটা", আর ও বল্‌লে, ভূত।— দুজনকার কথা যোগ কল্লেই হলো "আবাগের বেটা ভূত"!

(সকলের হাস্য)

অখি। এই যে মামা ও শেয়ানা হয়ে উঠলো। এরা মামা ভাগনে আমাদের অন্ন নিলে দেখচি!

গো। দেখ হ্যাট কোট পরা আমার যেন কেমন একটা নেশা হয়ে গেছে।

(ভিতর হইতে।) অ় গোপাল!

গো। আচ্ছা যাই!

[প্রস্থান]

সুরে। আমিও ও নেসা ছাড়াব।

অরু। ভাই! বোধ হয় কিরণের কথা বাবা কি জিজ্ঞেস করবেন। ভাই, আমিও শুনে আসি।

[প্রস্থান]

অখি। এরা ঝাড়ে বংশে হাবা!

সুরে। মামা গবা, তস্য ভাগনে গাধা। চল আমরা ও এখন যাই।

[উভয়ের প্রস্থান ।]

—০০—

দ্বিতীয় অঙ্ক।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

(চপলা তেতলার ছাদে গালে হাতদিয়া চিন্তিত ।)

সহচরীর প্রবেশ।

চপ! তুই কি সাহসে এখানে এলি!

সহ। ডাকিনী কি বাড়ীতে আছে!

চপ। কোথায় গেছেন?

সহ। পাশের বাড়ীতে গেছেন।—ডাকিনীর বাক্যি ত নয় যেন বিষ! বিষ! ডাকিনী দিনে রেতে নজরবন্দী কোরে

যেন বাছাকে জেলগারদে রেখেছে গা !—এমন ফাকা তেতলার ছাতে বসে কেন দিদি ?

চপ। এই রকম নির্জন আমার বেশ নাগে !

সহ। যদি দাদাবাবু এই সময়ে ঘরে থাক্‌তো ! আমি না হয় হাতে পায়ে পড়ে এই সময়ে একবার ডেকে আনতুম !

চপ। তালে তোর ও মাথা যেত, আমার ও মাথা যেত। আর তিনিই বা আসবেন কেন।

সহ। যা বল বোন্ তুমি বড় অশেয়ানা মেয়ে।—ঠারে ঠোরে ঈশারা কত্তে পার না ? তোমার ওপর বড় রাগ হয়। আমরা এখনও কত লোককে ঘোল খাইয়ে দিতে পারি !

চপ। তা তুই ও যদি বশ কত্তে পারিস তাতে ও আমি ভাল থাকবো !—তা বোন দুঃখের কথা বলবো কি, আজ তিন বছর বে হলো—স্বামী যে কি জিনিস তা জান্‌তে পাল্লুম্ না ! (দীর্ঘনিশ্বাস) আঃ !

সহ। হায় ভগবান !—আচ্ছা তিনি যখন তোমার ঐ ঘরের সামনে দিয়ে বারবাড়ী টাড়ী যান, অমনি তুমি উঠে দোরের সাম্‌নে দাঁড়্‌য়ে থাকতে পার না ?

চপ। ও বোন আমি ঢের দেখেছি। ঐ রকম যাবার সময় পাছে চোকোচোকি হয়ে পড়ে বোলে তিনি উল্টদিকে ফিরে চলে যান।

সহ। তবে বোন আমি বলি—সেদিন দাদাবাবু ঐ রকম যাচ্ছেলো আমি ঠাওরে ঠাওরে দেখছুলুম্ যেন্ চোখ বুজ্‌য়ে গেল। আশ্চর্য্যি হলুম মা !

চপ। (অঞ্চল দিয়া চক্ষু মুছিয়া) আমার কপালে এত দুঃখু ও ছেলো!—

সহ। তা কাঁদিস্ নি বোন্।

চপ। তা দেখ বোন্ আমি চোখের জল বড় ফেলি না। বলে না কি আপনার নোকের অমঙ্গল হয়। তা পাছে— ওঁর অমঙ্গল হয়!—

সহ। কি হবে মা! মাগী এমন শেখান শিগ্য়েছে যেন পাখী পড়িয়েছে গা!

চপ। তাঁর দোষ কি।— তাঁকে যেমন শিখয়েছেন।

সহ। তোমরা ত এ কালের মেয়ে একটু আধ্টু নিখ্তে পড়্তে জান—তা দুঃখু জান্য়ে একটুখানি চিঠি দাও আমি তাঁর হাতে পায়ে জড়্য়ে ধরেও চিঠিখানা পড়াব এখন।

চপ। আমি একদিন একখানা লিখে বাইরের ঘরে রেখে এসেছিলুম। তা সে খানা এনে আবার মাকে দিয়েচেন।—তা ওঁর দোষ কি, ওঁকে যেমন শিখয়েছেন।

সহ। তাতে কল্লে কি?

চপ। (দীর্ঘনিশ্বাস) উঃ! তা আর শুনে কাজ নেই!

সহ। আহা বাছা রে! বেঁচে আর সুখ কি!

চপ। বাঁচ্তে ত আর ইচ্ছে নেই।—শেষ তোমাকেই এর উপায় কত্তে হবে। যা বলিছিলুম তাই এনে দিতে হবে—

সহ। বালাই! সে কি কথা! চারদিকে জাজ্জ্বলিমান— তুমি মরবে কেন! আমি সে জিনিস এনে দিতে পারবো না।

চপ। মর্‌তে পারি—কেবল মনে হয়—একদিন ওঁর সঙ্গে একটা কথা কইতে পেলুম না—একদিন একটু সেবা কত্তে পেলুম্ না!—

সহ। আহা দাদাবাবুর যদি অমনি একটু টান থাকতো—

চপ। আমার ত বোন বোধ হয় আমি মর্‌লে চাই কি বাবাকে এঁরা রেহাই দিতে পারেন। তখন অবিশ্যি এ দের একটু দুঃখু হতে পারে।

সহ। দুঃখু করা এদের রীত্ নয়।

চপ। বাবার যে এরা কি দশা কর্‌বেন্ তাই ভেবে মরি।

সহ তাঁরা রইল এক দেশে—এরা রইল এক দেশে, তাদের কি কর্‌বে?

চপ। বাবাকে জেলে দেবে।

সহ। কাল এই ছোটছেলে টাকা ভেঙ্গে পালয়েছে—তবু ডেমাক ত কমেনি! ভগবান আছে!

চপ। কাজ কি বোন আমাদের ওসব কথায়।

সহ। হ্যাঁ বোন! জেল কি? গারদেরে বলে?

চপ। হ্যাঁ।

সহ। ওমা বল কি! তবে আমারও ওপর এদের যে রকম ঝাল, তবে আমায় ও কোন দিন এরা গারদে দেবে ত!

চপ। তোকে তা কর্‌বে কেন!

সহ। না বোন, এদের বিশ্বাস নেই!—আমি ও এতদিন ধোরে তোমায় বলে আসচি—তোমার বাপের বাড়ীর দেশটা বুঝয়ে দাও আমি একবার তাঁদের সঙ্গে দেখা

কোরে একটা গড়াপেটা কোরে আসি, তাওত বোলে দেবে না ?

চপ। একি কলকেতার পথ, যে অমুক পাড়া বলে দিলুম চলে গেলি। সে পাড়াগাঁ কোথায় যাবি! আর তা'লে আমায় কি আর রাখবে!—তোর কি! ছাড়া হাত পা এখুনি চাক্‌রি ছেড়ে চলে যাবি এখন—

সহ। আমি অমনি যাব! একটা যা হোক্ কোরে যাব। আগেত ঐ জটে বুড়ীর নুড়ী ধরে বার করব।

চপ। ঐ বুঝি দোরের শব্দ হচ্চে! উনি বুঝি এলেন!

সহ। কৈ! (কান পাতিয়া) ওগো হ্যাঁগো! (উচ্চৈঃস্বরে) —কি মা! এই যাচ্চি!

[প্রস্থান।]

চপ। আগে থাক্‌তে সাড়া দিচ্চিস কেন! সন্দ করবে যে!

নৃত্যকালীর ও জটিলার প্রবেশ।

নৃত্য। হ্যাঁ এইযে! আমি জানি কি না—তেতলার ছাতে এসে বসা হয়েছে! পাড়ার লোক ডেকে দুঃখু জানাবে না কি?

জটি। আমি ত বলিছি পাড়ার লোকেদের কাছে একটা ঢলাঢলি করবে।

চপ। না মা! মাথার চুল গুলো ভিজে আছে—তাই এসে রোদে শুক্‌য়ে নিচ্চি!

নৃত্য। কেন উনুনের তাতে শুক্‌য়ে নিতে পারিস না? —পাড়ার নোকেদের কাছে আবার আমাদের নিন্দে করা হয়!—

চপ। আমি ত কারো মুখ দেখ্‌তে পাই না?

নৃত্য। এই ত ছাতে উঠে যত পাড়ার নোকেদের ডেকে, আমাদের নিন্দে গাওয়া হচ্চে! আবার বলচে কারো মুখ দেখতে পাই না! কত ঢঙই জানে!—

চপ। কেন মা আমায় আর যন্ত্রণা দিচ্চেন—আমি আপনার দুঃখে আপনি আছি—কাকে ডেকে আমি বলতে যাব!—আমার সে ভরসা বা হবে কেন!

নৃত্য। তোর হারামজাদ্‌কি আমি বুঝি—আর কেউ কি বুঝে উঠতে পারে!

চপ। এই যে মা আমি নেমে যাচ্চি!—

নৃত্য। আমি কি বুঝতে পারি নি? ছাত্‌থেকে লাপ্‌য়ে পড়ে পালাবি আর কি!—

চপ। তালে কি আমি বাঁচব?

নৃত্য। তুমি বাঁচ আর মর, তোমার বাপের নিস্তার নেই! গলায় দড়ি দিয়ে মিন্‌সেকে টেনে আনবো।

চপ। (ক্রন্দন করিয়া) আমায় এই হাঠের মাঝখানে কেন অপমান করেন মা! ঐ দেখুন সব ছাতে উঠে লোক তামাসা দেখ্‌চে।

নৃত্য। (চারিদিকে চোখ ঘুরাইয়া) তোদের হয়েচে কি তোদের যুচ্চুরির কথা খবরের কাগজে উঠবে!

চপ। আর কেন মা! এই চলুন নেবে যাচ্চি!

[প্রস্থান।]

নৃত্য। চল্‌ আমিও যাচ্চি—তোর আস্পর্দ্দা ভাঙ্‌চি!

[নৃত্যকালী ও জটিলার প্রস্থান।]

দ্বিতীয় অঙ্ক।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

কলিকাতা হিন্দু ষ্টুডেন্টস্ ব্যারাক।

গগণ, অনিল, প্রকাশ ও অন্যান্য কলেজের ছাত্রগণ।

অনি। দেখুন গগণবাবু! আমি তা বলে লেখাপড়া শেখার দোষ দিতে পারি না। লেখা পড়া শিখে এক এক জন কতদূর ক্ষমতা দেখাচ্চে!—

গগ। আমিও ত তা স্বীকার কচ্চি। তবে আমাদের এ দেশের লোক লেখাপড়া শিখে যে আত্মহারা হয়ে যাচ্চে। ঐ দেখুন, প্রথমেই সংসারে বাপকে চায় না, মাকে চায় না, ভাই বন্ধু আত্মীয় স্বজন কাউকে নিয়ে ঘর কত্তে আর ভাল লাগে না—কেবল সহধর্ম্মিনী আর আপনি!

অনি। আবার এমেরিকায় একটা বন্দোবস্ত হচ্চে ছেলেপুলে হবামাত্র বাইবের লোকের হাতে দেবে। ঝঞ্ঝাট আর পোয়াবে না। শেষ সব সভ্য দেশে হবে।

গগ। এ সব উন্নতির চরম বটে!

প্রকা। আমার ও ঐ রকমগুলো ভাল লাগে না।

অনি। তা যা বলুন গগণ বাবু, আপনার বড় এ্যারিষ্ট্রক্রাটিক ভিউ।

গগ। আমি বলি কি, আগে দেশের ভেতরকার দিকে চেয়ে দেখলে ভাল হত না?

অনি। কি রকম বলুন?

গগ। এই ধরুন, দেশের লোক এত লেখাপড়া শিখে ও

খেতে পাচ্চে না। যারা কিছু শেখে নি, তাদের কথা ত ছেড়েই দিচ্চি।

অনি। সে আমাদের নিজেদের গাফিলি! বেশী কথায় কাজ কি—আমাদের দেশে এত জমি এখনও পড়ে আছে চাষ কল্লেই খেতে পায়।—কার ও এনার্জ্জি নাই।

প্রকা। তাই ত বলি, পেটে সব ভাত নেই বড় বড় রিফর-মেসন করি কার জোরে!

গগ। আমি ও ত তাই বলি—ঐ এক এক জন মস্ত মস্ত লোক উদ্যোগী হ'যে এই দিকের পথ্ দেখয়ে যান না? একটা হুজুগ্ তুলুন, সব পেছু পেছু যাবে এখন।

অনি। পাঁচটার পর লালদিঘির ধারে চারিদিকের পথে আপনি যদি কেরাণীকুলের ঢেউ দেখেন, তা আপনার মনে pity হবে।

গগ। ও সব লোক তবু ত কোরে খাচ্চে—আবার আমাদের দেশের বেকার লোক সব যদি জড় করা যায়, তা দেখলে মনে আতঙ্ক হয়।

অনি। আসুন আমরা সকলে Commerce, trade, agriculture, এই সব training এর জন্য একটা স্কুল খোলবার চেষ্টা দেখি।

গগ। না।—দেখবেন এর পর লোক না খেতে পেয়ে মারা যাবে। বেশী কথায় কাজকি—এই কলকেতাবাসী গৃহস্থ কেরানীবাবুরা যে রকম চালে চলে, দেখলে দুঃখু হয়।—চাল চলন ঠিক রেখেছে ভেতরে দেনায় ডুবে আছেন।

প্রকা। আমিত ভাই এখন থেকেই আমাদের ভবিষ্যতের আশা ভরসা বুঝতে পারচি!—চল সব সোঁদর বনে গিয়ে Colony খোলা যাক!

গগ। সে বড় মিছে নয়। সেখানে গিয়ে বাঙ্গালি নাম ঘুচয়ে একটা নতুন জাতের সৃষ্টি করা যাক।

প্রকা। আমি ভাই তা বলচি না—সেখানে গিয়ে সব বাঘের পেটে সেদুই গে চল।

অনি। বাস্তবিক এই সব দেখে শুনে এক এক সময় মনটা খারাপ হয় বটে।

প্রকা। এস, এখন পথে এস দাদা! এখন চোখ থেকে আই গ্লাস নাবাও!—সভ্যতার চূড়োয় আর উঠে কাজ নেই। চল লাঙ্গল ধরিগে।

অনি। গ্লাস লওয়া একটা decency তা তোমাদের ভাল লাগে না, এই নামালুম।

প্রকা। দেখ দিকিন কেমন দেখাচ্চে! একচোখে এক ঠুলি লাগ্‌য়ে কিম্ভুতকিমাকার দেখাচ্ছেলো!—বলদেরও দু চোখে দুটো ঠুলি থাকে।

অনি। আচ্ছা! প্রকাশ তুমি ও ত ফোর্থইয়ার ক্লাসে পড়? তোমার এখনও কিন্তু এটিকেট্‌ দোরস্ত হয় নি। তোমার মুখ বড় আলগা।

প্রকা। দেখে শুনে যে হদ্দ হয়েচি!

(প্রতাপবাবুর প্রবেশ।)

গগ। আরে এই যে সম্পাদক মহাশয় উপস্থিত! এত দেরী কেন? কৈ! কন্যাদায়ের উৎপীড়নে গত বৎসরের

ভিতর কতগুলো দুর্ঘটনা ঘটে গেছে, মোটামুটি তার একটা তালিকা আনবেন বলে গেছেলেন, তা এনেছেন ?

প্রতা। এখন ও ত দেখছি ঐ রকমের ঢের চিটিপত্র আসছে।

গগ। কি উপায় আমরা নোব আজ ঠিক্ কোরে ফেলা যাক।

প্রতা। আপনি যে রকম বলছিলেন—যে খাতা বার কর, ছেলের বে দিতে আর কেউ টাকা নেবে না—স্বাক্ষর কর'য়ে নাও,—ও থাকবে না।

প্রতা। আমি বলি কি এই সব কলেজের ছোকরাবাবুদের রক্ত গরম আছে এদের ক্ষেপয়ে দেওয়া যাক যে টাকা নিয়ে কেউ বে করবে না।

প্রকা। ক্ষেপয়ে দিতেই বা হবে কেন ? সমাজ সংস্করণের ভার ওরা আপনারা ঘাড় পেতে নেবে !

প্রতা। কেবল ভুলে যাও ছাই—জাতে যে বাঙ্গালি !

প্রকা। ঠিক্ বোলেছেন—! কেবল ভুলে যাই ছাই। ও কথাটা মুখস্ত কত্তে হবে।

গগ। ও রকম কোরে ছেলেদের আপনাদের মতে কাজ কত্তে শেখালে বাপ মার অবমাননা কত্তে এক রকম আবার শেখান হয়।—

অনি। অমন বাপ মার অবাধ্য হলেই বা কি আর না হলেই বা কি ?

প্রকা। অনিল ! ও কাচের পরকলাখানা পকেটে রাখ না ছাই ?—হাতে কোরে রয়েছ কেন ? তাই এখন ও যেন একটু গরম রয়েছে—পকেটে রাখ না ?—

অনি। আচ্ছা প্রকাশ ! তুমি পাগলাম কচ্চ কেন ! এ বড়

শক্ত question জান? ঐ এক কারণে লোকে আরও ফতুর হয়ে পড়চে—

প্রকা। (গাম্ভীর্য্যের সহিত) অখিল! আজ তোমার কথা শুনে বড়ই আনন্দিত হলুম্! আজ স্কুল কলেজের যত নব্য অনিলের যদি এই রকম মত্ ফিরে দাঁড়ায়, তালে গগণ বাবুকেই বা দরকার কি—আমিই আবার সোণার সমাজ গড়তে পারি।

অনি। দেখ প্রকাশ! তোমার যদি প্রশংসা করবার ইচ্ছে থাকে তা ঐ গগণবাবুকে কর। উনি কোথাকার মানুষ কোথায় এসে, রাজা নাই, ধনী নাই, গৃহস্থ নাই, নির্ধনী নাই আজ অসাধারণ ক্ষমতাবলে সকলকে এক মতে নিয়ে আসচেন! ধন্য ওঁর সহিষ্ণুতা! ধন্য ওঁর অধ্যবসায়!

প্রতা। অপনারা সুশিক্ষিত নব্য সম্প্রদায়—আপনাদেরই ওপর সমাজের ভাল মন্দ নির্ভর কচ্চে।

অনি। তা দেখবেন সম্পাদক মহাশয়—আমাদের ছেলেদের বে আমরা দোবো ত?—সে সময় এ কুপ্রথা আর থাকবে না।

প্রকা। ভাই রাগ্ করো না। কথাটা আবার বলতে হলো রোকটা তখন থাকবে 'ত?—'জাতে যে বাঙ্গালি'! ভাই, এইবার কথাটা তুমি ও মুখস্থ কোরে রেখে দাও।—ও কিছু নয় ভাই একটা আইন পাশ্ হয়ে যায় তা সব ঢিট্ হয়ে যায়।

অনি। তা এক রকম বড় মিছে বল নি।

প্রকা।—গর্ভধারিণীদের শুদ্ধু টেনে নিয়ে যাক্! (হাস্য)

গগ। যদি শেষ আইন পাশ করবার জন্য আমাদের দরখাস্ত কত্তে হয়, তা হলে বাঙ্গালিরা সব আগে মরুক না কেন।

প্রকা। সুধু মরলে হবে না,—গঙ্গায় সব ডুবে মরে ভেসে উঠুক, গঙ্গা ভরে যাক—আর মা গঙ্গা সেই ভূতের বোঝা টেনে নিয়ে সাগরে ফেলুন!

প্রতা। আসুন আমরা আগে থাকৃতে একটা বিহিত কোরে ফেলি, জমিদার উমানাথবাবু কি বল্লেন?

গগ। তাঁর ভরসাতেই ত আমি নেমেছি। তিনি নিজে ও খুব উৎসাহী। আর দেশের ধনী গরিব সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা ভক্তি কোরে থাকে। তাঁর বাড়ীতেই বিরাট সভার আয়োজন হচ্চে। তাঁর দেখাদেখি আর ও অনেক রাজা জমিদার এসে যোগ দিচ্চেন।

প্রকা। তবু ভাল। শুনে ও সুখী হলুম্। আমাদের দেশে রাজা জমিদারেরা ত গা ঘামাতে চান না, অথচ তাঁদের আগে চাই। তাঁরা হলেন আমাদের সমাজপতি।

গগ।—উমানাথবাবু নিজে যত রাজা জমিদারের কাছে যাচ্চেন।

অনি। আর যা হোক্ গগণ বাবু! আমাকে এ বিষয়ে খুব উদ্যোগী জানবেন। আপনি যদি আমাকে Second man করে নন, বড় খুসী হই।

গগ। সে কি অনিলবাবু! আপনি যে আমার চেয়ে সুশিক্ষিত, উন্নত!

অনি। আমাদের এই ব্যারাকের ষ্টুডেন্টসদের নিয়ে শিগ্‌গির একটা এসোসিয়েসন ফরম কচ্চি।—আপনি যে রকম

Important Question বেছে ধরেছেন আর সফল হবার জন্ত আপনার যে রকম Desperate attempt দেখচি তাতে আপনি আজ অদ্বিতীয় বাঙ্গালি।

প্রকা। অনিল! একবার হাতে হাতটা দাওত ভাই!

গগ। আজ এই অ‹দি থাক। আজই আমায় কৃষ্ণনগর যেতে হবে।

অনি। গগণ বাবু! আপনার আর একটি মস্তগুণ বলে রেখে দি, আপনি আপনার প্রশংসা শুনতে চান না—।

গগ। আজ এখুনি চল্লুম।

অনি। চলুন গাড়ীতে তুলে দিয়ে আসি।

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

বরদার শয়ন-গৃহ।

বরদা ও সৌদামিনী।

বরদা। আমি কি মিথ্যা কথা বলছি—চারু আবার টাকার জন্তে আফিসে এক চিঠি লিখেছে।

সৌ। বড় জামাই ত আমার তেমন নয়।

বর। (ক্রুদ্ধভাবে) তবু আবার ঐ রকম কথা!—

সৌ। তাকে একদিন নেমন্তন্নো কোরে আনই না?

বর। সে কখনই আস্‌বে না। তোমার ঐ ন্যাকাম কথা শুনে সর্ব্বশরীর জ্বলে যায়। আর খাওয়াবার আমার পয়সাও নেই।

সৌ। তাই বল। ওসব কথা কচ্চ কেন।

বর। দেখ, মিথ্যে তর্ক কর না।

সৌ। আমি কি মন্দ কথা বলচি—একবার তাদের খবর ও নোয়া হচ্চে না, একটা তত্ব তাবাস ও হচ্চে না। তারাই বা কি মনে কচ্চে ?—

বর। তারা মনে কচ্চে যোচ্চোর শ্বশুর ! ঠিক্ মনে কচ্চে।

সৌ। তা আজকাল সুশৃঙ্খলায় কে বে দিতে পারে বল !

বর। আমি এ যে মূলেহাবাত করেচি।

সৌ। চারু কি সত্যি সত্যি টাকা চেয়ে বসেছে ?

বর। বলচি সে চিঠি খানা আফিসে ফেলে এয়েচি। কাল আনব, দেখো ! দেখো !

সৌ। সে টাকা ত দিতে পারবে না, কি লিখে দিয়েছিলে না ?

বর। তোমায় আর কি বলবো, ঐ রকম বলে বুঝয়ে ছিলুম। —বের রাত্তিরেই সব টাকার জোগাড় হয়ে উঠল না বোলে বাকী টাকার বদলে হ্যাণ্ডনোট লিখে দিয়ে ছিলুম।

সৌ। তা তুমি না বোলেছিলে ক বছর হয়ে গেলে আর দিতে হয় না ?

বর। আমি ত সেই ওত্ কোরে বসেছিলুম। এই ঠিক্ সেই তামাদির সময় হয়ে আস্‌ছেলো—তারা ও ঠিক্ ওত বুঝে ধরেছে।

সৌ। তাই.ত বলচি এক দিন তাকে আন আমি বেশ কোরে বুঝয়ে বলি।

বর। ওগো, সে গগণ ঢের চেষ্টা করেছে।

সৌ।. আমি ত এসব কিছু জানি না! যেমন অদেষ্ট করেছি আমার সঙ্গে দুটো সুখ দুঃখের কথা ও বলনা!

বর। আমার হিসেব আছে—ঢাক্ বাজয়ে আর কি করবো।

সৌ। তা ও ত অনেকদিন থেকে বলছি—দুই জামায়ের বাড়ী গিয়ে পড়ি—হাতে পায়ে ধরিগে, চাই কি ক্ষেমা দিতে পারে।

বর। সে সব আমা হোতে হবে না—তার পর দুটো শক্ত অপমানের কথা বলুক—

সৌ। এই দুঃখের সংসারে একটু আধটু অপমান সহ্য কত্তেও পারবে না?

বর। যে দিন জান্‌বে কোন জামাই, কি বেই, মুখের সাম্‌নে দুটো অপমানের কথা বলবে, সেই দিনই জান্‌বে আত্মহত্যা করবো।

সৌ। বেটাছেলেদের লেখা পড়া শিখে এ রকম জ্ঞান হয় তাত জানি না। আপনার প্রাণের চেয়ে একটা কথা বড় হলো!

বর। বাইরে এই যে আমার নাম যোচ্চোর রটে গেছে তাতে আমি তত দোষ ধরি না।

সৌ। আচ্ছা আমি একটি কথা জিজ্ঞেস্ করবো?—জগ বলে ঠাকুরপো কলকেতায়, তবে গিয়ে কত জায়গায়, বের এই দেনা পাওনা বন্দ করবার জন্যে ঘুরে বেড়ান উনি

সুবিধে করে একটি বর টর দেখে দিতে পারেন না?

বর। ও যা কচ্চে, মানুষে তা পারে না। আমার জন্যে ও গেল দেখছি,—ও কেন—ওর সংসারটা ও গেল দেখছি। সংসার করা ত একেবারে ছেড়ে ছুড়ে দিয়েছে! —তা বোলে মিনি পয়সায় বর কোথায় পাবে?—অমনি কে বে করবে?

সৌ। জগোর মত মেয়ে ও দেখিনি। মার পেটের বোনের চেয়ে আমায় কত্তে নেগেচে।—যে দিন না রাঁদতে পাল্লুম আপনি এসে রেঁদে সবাইকে খাইয়ে দাইয়ে যাচ্চে।—

বর। ওদের ঋণ আমি এ জন্মে আর শুধতে পারবো না।

সৌ।—তার পর সুশীলেকে আমরা দূর ছাই করি বোলে ওর গায়ে লাগে। ধেড়ে অপয়া মেয়েটাকে চুল বেঁধে দেয়, টিপ্ পরয়ে দেয়, লুকয়ে লুকয়ে আবার খাওয়ায়। মেয়েটা তাই ত একেবারে কলাগাছের মত বেড়ে গেল।

বর। আমাকে আবার মনে করয়ে দিচ্চ কেন!

সৌ। না না। ভুলে কি বলচি! মেয়েটা ত ভেবে ভেবে আর বিশেষ আমাদের রকম সকম দেখে একেবারে পাত হয়ে গেছে, আধ খানা হয়ে গেছে।

বর। তা ও আমায় মনে করয়ে দিতে হবেনা। আমার মনে যে কত রকম কষ্ট হয়, তা কি জান বল।

সৌ। যাক্ ওসব কথা আর কব না। একটা কথা বলবো রাগ করবে না?

বর। কি বল ?

সৌ। বলচি কি ঠাকুরপো আমাদের দুই জমাইকেই এনে এক দিন খাওয়াতে চান।

বর। ও কি রকম কথা হলো ! তাতে আমাতে কি আলাদা ! তার মনের কথা আমি কি জানি না, না সে আমার মনের কথা জানে না !

সৌ। না জগোর ইচ্ছে।

বর। তাও নয়। ইচ্ছে তোমার। দেখ তুমি ঘুরয়ে ফিরয়ে তাদের আন্‌বার কথা তুলছ আমি কি বুঝতে পাচ্চি না !

সৌ। বে হয়ে অবধি জামাই আদর হলো না !

বর। তাদের ও ত একটা চক্ষুলজ্জা আছে। কি কোরে এসে দাঁড়াবে। আর বে হয়ে পর্য্যন্ত ত তাদের সঙ্গে কুটুম্বিতে উঠে গেছে।

সৌ। ওমা ! তাও কি কখন হয় ! এতে মনে কষ্ট হয় কি না হয় বল !

বর। দেখ, তুমি স্ত্রীলোক বটে, কিন্তু তোমার চেয়ে আমার সংসারধর্ম্ম করবার বেশী ইচ্ছে ছেলো—

সৌ। তাত পালায় নি। সময় কি ভাল হবে না ?

বর। হবে মোলে !

সৌ। দেখ আমার সামনে যখন তখন ও রকম কোরে বলো না। কেন আফিসে কি সত্যি সত্যি আর মাইনে বাড়বে না ?

বর। মাইনে ত্রিশ টাকার এক পয়সা বাড়বে না—যদি মরবার সময় পাঁচ টাকা বাড়ে। বাঙ্গালিকে আর বেশী দেবে না। সুধু কি তাই—এর ওপর আবার (২ই পিছু

ফুল,) গাল খাওয়া আছে।--আমি যে কি সুখে বেঁচে আছি তা তুমি কি জান।

সৌ। আমায় ত একদিন ও এসব বলনি!

বর। কেন! ত'লে জামাইদের মত সায়েবদের কাছে ও গিয়ে সব খণ্ডে আস্‌বে নাকি?

সৌ। তা বলি নি।

বর।—তোমরা মনে কর কেমন বাবুর মত চাক্‌রী কোরে এল!

সৌ। আমরা ত তাই জানি।

বর। দেখ আমার মন বড় খারাপ হয়ে আসচে। তুমি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কেবল যাতে আমার মন খারাপ হয়, সেই সব কথা কচ্চ।

সৌ। আমার কি তাই ইচ্ছেগা! তুমি এদানি সুখ দুঃখের কথা বড় কও না তাই দু দণ্ড কথা কচ্ছিলুম্‌। তা আমি এই যাচ্চি। তোমার যে কেমন রোগ হয়েচে দু দণ্ড কথা কইতে কইতে একেবারে কেমন মাথা খারাপ হয়ে যায়—গরম হয়ে ওঠ।

বর। আমার কিছু ভাল লাগচে না। এখন তোমারা অন্য ঘরে যাও।

সৌ। তালেই শুয়ে শুয়ে ভাব্‌তে থাক্‌বে।

বর। না আর কথা বাড়াইও না। আমি একটু শুই।

সৌ। শোবে কি এর মধ্যে, খাবে দাবে না?

বর। না। আজ খিদে নেই।

সৌ। না—আজকের মত হলো দেখতে পাচ্চি। আমি দু দণ্ড বসে কথা কয়ে ঝকমারি কল্লুম্‌ দেখচি!

বর। কেন এল মেল বকৃচ বল দেখি ?

সৌ। তুমি রোজই ত ঐ রকম কচ্চ।

বর। তবু ?

সৌ। আ। আমি বেরুয়ে যাচ্চি, তুমি কিন্তু খাবে এস।

[প্রস্থান।]

বর। আঃ! বাঁচলুম! —কেবল ইচ্ছে হয় নির্জ্জনে বসে ভাবি—
(চিন্তা।)

(গগণের প্রবেশ)

গগ। দাদা! আবার গালে হাত দিয়ে ভাবছ ?

বর। এমন সময়ে ?—

গগ। আ চা! তুমি আবার গালে হাত দিয়ে ভাবছ ?

বর। মনটা খামকা বড়ই খারাপ হয়েচে—তা তুমি এয়েচ বেশ হয়েচে! তুমি কাছে থাকলে বেশ থাকি।

গগ। তা বই হয়েছে।

বর। কেন বল দিকিন ? তুমি এমন সময়ে যে বড় এলে ?

গগ। বাড়ীর সব খবর ভাল ত ?

বর। ভাল মন্দ কিছু বুঝি না।—হতভাগী মেয়েটা তোমাদের বাড়ীতেই পড়ে থাকে। পরিবার সেই রকম ভ্যান ভ্যান করেন।—মা সেই রকম।

গগ। নতুন খবর কি ? বউঠাকরুণের কাল ফিট হয়েছিলো নাকি ?

বর। নতুন খবরের ভেতর তোমার পরিবারের সহানুভূতি ত ক্রমেই বাড়তে লেগেছে।

গগ। মাসের মধ্যে ত অর্দ্ধেক দিন বউঠাকরুণের খাওয়া

নেই—ক্রমেই দুর্ব্বল হয়ে পড়ছেন তার ওপর এই ভাবনা [illegible] রোগ হবার খুবই ত সম্ভাবনা।

বর। তা [illegible] রোগটুকু হয়েছে—আর দুটো কথা বরদাস্ত [illegible] না।—তা বিশেষ আশঙ্কা করবার কিছু [illegible]।

গগ। আচ্ছা তুমি [illegible] সেই মেয়েদের একখানা কাপড়—সেই [illegible] জুতোটা পরে বসে রয়েচ? লোকে দেখে [illegible] করবে!

বর। আর [illegible] পড়েচে। তুমিই ত দিয়ে থুয়ে মান রেখে [illegible] আমাদের সমাজকে কি আমি চিনি না? [illegible] চাল ঠিক্ রাখতে হবে। আমার আর [illegible] কি হবে—খুচরো দেনা কি কম শুধে [illegible]।

গগ। ও সব কথায় কাজ নেই। নাও, এই জুতো জোড়াটা তুমি পরো। ওটা বাড়ীর বাইরে ফেলে দাও।

বর। তাওত [illegible] ভাল কাপড় চোপড় পরা আমার একটা আগে সখ্ ছেলো—

গগ। কোন বেটী বাড়ীর কোন খবর পেয়েছ?

বর। কেন বল দিকিন?

গগ। বড় জামাই হাজার হোক্ লেখা পড়া শিখেছে আর সে নিজেই বাড়ীর কর্ত্তা হয়ে পড়েছে। সে নালিশ আর কচ্চে না। তবে তার আয় বড় কম, বড় টানাটানি যাচ্চে দেখে এলুম।—আমি এক রকম তাকে থামিয়ে এয়েছি।

বর। তা তো হলো। মেজ জামাইদের খবর কি বল দিকিন?

গগ। তাই বলছিলুম।—দেখ, তোমার বাড়ার সদর দরজা দিনরাত বন্ধ কোরে রেখো। খিড়কী দিয়ে যাতায়াত করো।

বর। ওয়ারেণ্ট বার করেচে নাকি?

গগ। চেষ্টা বেষ্টা হচ্চে। আমি আশপাশ থেকে খবর নিয়ে এলুম; সে দুর্ম্মুখের বাড়ী কে সেঁদুবে, আমার ও হাতে দড়ি দিতে পারে। ভয়ানক ফন্দিবাজ লোক!

বর। চল না তোমার বাড়ীতে গিয়ে পরামর্শ করিগে।

গগ। এখুনি সাবধান হতে হবে তার মানে কি! আট ঘাট বেঁধে থাকা ভাল তাই আগে থাকতে সতর্ক করে দিচ্চি।

বর। তা কাজ্ কি চলই না সদরের দরজা বন্ধ কোরে এসে বসি?

গগ। আমি বাড়ী থেকে একবার আসিগে।—তুমি একলাটি বোসেই বা কি কর্‌বে, চল আমারই বাড়ীতে চল।

[উভয়ের প্রস্থান।]

—:০:—

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

ডালিমের গৃহ।

ডালিম ও কিরণ।

ডালি। আমি তোমায় বরাবর বলে আস্‌ছি, সুরেন, প্রভাস ওদের সঙ্গ ছেড়ে দাও—ওরা সব কত্তে পারে—

কির। সত্যি। কে যে কি কল্লে—আমার মাথা দিনরাত ভোঁ ভোঁ কচ্চে।

ডালি। ওরা মানুষের ভিটেয় ঘুঘু চরিয়ে দিতে পারে! এই ত এক মাস হলো—তুমি বাড়ী যাও নি আমার কাছেই রয়েছ—আমায় ত তুমি দেখছ—

কির। তা একটা কথা বলি ভাই রাগ করো না—ওরাই ত তোমার সঙ্গে আমার আলাপ করয়ে দিয়েছে—কি কোরে ছাড়ি বল—নেমোখারামি যে হয়।—তা বোলে মনে করো না তোমায় আমি এ জন্মে ছাড়ব।

ডালি। আলাপ কে কার সঙ্গে কোরে দেয়! ও বিধির নির্ব্বন্ধ।

কির। বাজে কথা এখন রাখ। তুমি ভাই সেই গানটা গাও। সেই গানটা শুন্‌লে তোমায় বলব কি আমি যেন স্বর্গে উঠতে থাকি। দেখ আমি যে এত দিন অখিল, সুরেন, প্রভাস ওদের সঙ্গে এত আমোদ করেছি এত নেশা করিছি—এত আমোদ কিন্তু পাই নি।

ডালি। দেখ—তুমি কিন্তু ও ব্যাঙ্কের কাগজখানা প্রভাসের কাছ থেকে চেয়ে নাও। ওদের ইয়ারকি কোথা থেকে চলচে বুঝতে পাচ্চ না?—

কির। সব হবে এখন! তাড়াতাড়ি কচ্চ কেন। তুমি এখন গাও।

[অখিল, সুরেন, ও প্রভাসের প্রবেশ।]

সুরে। কি গো কিরণচাঁদ বাবু! এক মাস ধোরে বাড়ী ঘর দোর, আমাদের সব যে ভুলে গেলে! দুদিনে যে আমাদের ছাপয়ে উঠলে! তবে না কি তোমার দিন রাত মাথা ঘোরে?

প্রভা। অ লালমোহন! একবার অধীনের পানে চেয়ে দেখ!

কির। তোমার ও কথাটা মিলেছে বটে। এখানে প্রায় সকলেই দেখছি ডালিমবিবিকে লালমোহন বলে ডাকে।

প্রভা। আমার আমলে অনেক মাথা ঘামিয়ে ঐ নাম্ রেখে গেছি!—তা এ সুবর্ণগ্রামে অমন রূপের জলুস্ আর কারো খুজে পাবে না—তা তুমি লালমোহন বলে ডাক অমনি মুখখানি একটু বক্র কোরে ঝোটন তুলে বসবে এখন—মুখে আর ও লালচে আভাস মারতে থাক্‌বে—

ডালি। প্রভাস! আর কি তোমার রঙ তামাসা নেই!

সুরে। তা কি বল? নতুন লোক এসে মুখের পানে চাইলে নজর ঠিক্‌রে পড়ে!—বিদ্যুতের পানে চাওয়া যায় তব্ এ লালমোহনের পানে চাওয়া যায় না।

কির। তোমরা বড় আর আস না কেন ভাই? তোমরা এলে সোনায় সোহাগা হয়।

সুরে। ও কি ভাই তোমার মনের কথা?

কির।—তোমরাই আমার হাতে খড়ি দিয়েছ—পৃথিবীর সুখের পথ দেখয়ে দিয়েচ, তোমাদের ছাড়ব?

প্রভা। দেখ লালমোহন! তোমায় ও কিন্তু ডবকা আইবুড়ো ছেলে ধরে দিয়ে গেছি—মানটা রেখ।—আর কিছু নয় একবার কোরে এসে শুক শারি দেখে যাব—বাবা তাতে বঞ্চিত করো না—

কির। আচ্ছা! আমি যদি লালমণিকে বে করি, তা কি রকম হয়?

অখি। প্রভাস! শুনচ, এদিকে পেকে উঠেছে!

প্রভা। অখিল!—আর চললো না, আমি শুয়ে পড়ি!

অখি। নেসা কি কেউ করে না—তোমার যে বড় বে হিসেবি!

ডালি।—তালে তোমাদের ঘরে সব আইবুড়ো মেয়েদের দশা কি হবে?

অখি। [illegible] তবে যে মেয়ের বাপের টাকা [illegible]—ইহজন্মেও আর তার বে হবে না [illegible] কত পাড়ায় হয়ে রয়েছে।

ডালি। আচ্ছা সত্যি, সে সব মেয়েদের দশা কি হবে?

অখি। তোমাদের দশা কি হয়েছে!

প্রভা। লালমোহন! (চুম্‌কুড়ি দিয়া) একবার পড়ত বাবা!

ডালি। না! এটা আজ ভারি মাতাল হয়ে এয়েচে দেখচি! [illegible] প্রভান! আমি তোমাকে কতদিন মানা কোরে দিয়েচি—ও রকম মাতাল হয়ে আমার এখানে এস না, তবু তোমার আক্কেল হলো না!

প্রভা। না আজ মাত্রাটা বেশী হয়েচে. তা কোথা যাই বল তোমার এই থানেই ওগরাব—ওয়াক!

ডালি। আমার এ হাড় [illegible] নাকি! না বাবু! এ করে কি!

প্রভা। ওয়াক্! ওয়াক্! (বমন করিতে উদ্যত)

ডালি। অ অখিল! অ সুরেন! এ করে কি!

প্রভা। না হয় মেথর ডেকো। আচ্ছা ডালিম বিবি! এখন এতই আমায় পর ভাবলে! এঁ্যা! আচ্ছা আমি একটা গান গাই—

চটকে মেরেছে লাল, মন পাখী,
সোণার খাঁচায় আমি ধরে রাখি—
—তা দূর থেকে দেখতে বেশ—তা বেশ।—অই অবধি

অখি। প্রভাস! চোখে মুখে জলের ঝাপ্টা দোবো না কি!

ডালি। ওভাই! তোমাদের পায়ে পড়ি—যা হোক একটা কিছু করোনা—ও পান্ত চাটা নেসা টুকু কেটে যাক।

প্রভা। হ্যাঁ মাই ডিয়ার লালমোহন! ঐ রকম রসিকতা একটু আধটু করো, তাতে আমি বড় ভাল থাকি। আর দেখ একটা কথা বলি তোমার বাবুর চোখে মাঝে মাঝে জলের ঝাপ্টা দিলে ভাল হয় না? তোমার নয়া বাবু যে ছ দিনে সরষে ফুল দেখে গেল! এঁ্যা!—

কির। প্রভাস! তোমার সাধের লালমোহনের ওপর এতটা অভক্তি জন্মাল কেন বল দেখি?

প্রভা। ঠেকে শেখে!

ডালি। দেখ্ পেরভাস্! তোর ভাঙ্গানিকে আমি ভয় করি না! তুই আমার কড়ে আঙ্গুলের যুগ্যি নস, তা জানিস্!

প্রভা। (সুরে গাহিয়া)—

যখন সময় মোর ছিল ভাল,
পাখীও কেমন মোর পোষা ছিল—

অখি। না ওঠ! এ সুবর্ণগ্রামে লালমোহন এখন যায় সে থাক! চল আমরা ডোমবাগানে হাঁড়িচাচা কাদাখোঁচার কাছে যাই চল—মানে মানে চল—সেখানে মান বজায় করবো এখন।

অখি। তা ডালিমবিবি! আজ আমরা আসি—

প্রভা। অ অখিল! তোমরা সত্যি উঠছ নাকি! আমার যে ভাই ওঠবার ক্ষমতা নেই—আমায় মাটির ওপর দিয়ে পীপের মত গড়য়ে গড়য়ে নিয়ে চল।

সুরে। কাঁদে কোরে নিয়ে ওকে গাড়িতে তোল।

(সকলে প্রভাসকে স্কন্ধে করিয়া লইয়া প্রস্থান।)

কির। আমিও এগয়ে দিয়ে আসি।

[প্রস্থান।]

ডালি। (স্বগতঃ) আমিও যাই কতদূর গড়ায় দেখি গে— শুনেছি কিরণের বাপ প্রসন্ন ঘোষের ঢের টাকা! কিরণচাঁদকে তা বলে ছাড়া হতে পারে না।—

[প্রস্থান।]

—:০:—

তৃতীয় অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বরদার ভিতর বাটী।

সৌদামিনী আপনার গৃহস্থালী কর্ম্মে ব্যস্ত।

ঘটকীর প্রবেশ।

ঘট। হ্যাঁগা! তোমাদের মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে।

সৌ। কেন গা?

ঘট। না বলছি একটি সস্তার ছেলে আছে!

সৌ। কোথা গা!

ঘট। পূবদেশে।

সৌ। সে কোন দিকে বাছা?

ঘট। এই রেলে তারপর গিয়ে জাহাজ নৌকোয় যেতে হয়।

সৌ। (জনান্তিকে) তা আমার অদেষ্টে আর কি জুটবে!—(প্রকাশ্যে) হ্যাঁগা ছেলেটি কেমন গা?

ঘট। (কিয়ৎক্ষণ চিন্তার পর) তা বাপু মিথ্যে কথা বলবো না। মিথ্যে ত আর ঢাকা থাকবে না।—ছেলেটির বাছা একটি চোখ নেই।

সৌ। (বিনীত ভাবে) ওগো একটু আস্তে কথা কও! বাবুরা ও ঘরে আছেন।—

ঘট। ও কি রকম কথা গা!

সৌ। (ঈষৎ মুখ বক্র করিয়া)—না বাপু! তা বোলে যেন কাণা খোঁড়ার হাতে না পড়ে।

ঘট। তা আর একটা ছেলে আছে—

সৌ। বল দিকিন। শুনি।—গরিব তা হোক—তা আমাদের আর কি জুটবে—একটু লেখা পড়া জানে এমন ভরা একটী ছেলে এন।

ঘট। আমি ও সেই রকম ছেলের কথাই বলচি।—এই গবিন্দপুরে এ ছেলের বাড়ী। সেই খানেই পাঠশালার গুরুমশাইগিরি করে।

সৌ। আচ্ছা বস। মাকে ডেকে আনি।

[প্রস্থান।]

ঘট। (স্বগতঃ) এরা কি রকম মানুষ তা ত বুঝতে পাচ্চি না বলে বেটা ছেলেদের জানতে দেবে না—তা'লে নাকি মারতে আসবে—তা এখনকার দর দেখে মারতে আসতেই হয় বটে—মেয়েটাকে দেখতে পেলে হয়

শুনেছি এদের বে দোবার ক্ষমতাও নেই—খেতে দিতে ও পারে না—তা আমায় দিক না—

(দুর্গাবতীকে লইয়া সৌদামিনীর পুনঃপ্রবেশ।)

দুর্গা। বলি অ ঘটকমেয়ে! তোরা কি আমাদের ত্যাগ কর্‌চিস্ গা!

ঘট। সে কি মা! তোমাদের ত্যাগ করবো তা খাব কোথা থেকে।

দুর্গা। কৈ আজ এক বছর তোরা কেউ আমাদের বাড়ী মাড়াস নে ত। আমার ছেলে যেমন ক্ষেপা, ঘটক আসতে মানা কোরে দিয়েচে—ঘটক নইলে কি বে হয়!

সৌ। মা, একটু চুপ কর! এখুনি শুনতে পাবেন, এসেই তাড়িয়ে দেবেন!

ঘট। ওমা বল কি গো! মেয়েব বাপ কোথায় ঘটকদের আদর অপিক্ষে করবে—তাড়িয়ে দেবে কি গো! এ্যা!—

সৌ। —না তাঁর অসুখ করেছে তাই বলচি।

ঘট। তাই সব ঘটক ঘটকীর মুখে শুনেছি বটে—বলে কি "ওরে ওদের বাড়ী যাস্‌নে, ওরা মেয়ের বে দেবে না"

দুর্গা। অ ঘটকমেয়ে! আমি বলি শোন।

সৌ। তা রাগ করোনা মা, মেয়ে ঘটকদের ঐ কেমন এক দশা—যাদের দোরে পাঁচবার হাঁটাহাটি কত্তে হয় তাদের নামে অমনি নানান কথা কয়ে বেড়ায়।

দুর্গা। না মা! এরা বড় বাড়াবাড়ি কত্তে লাগলো!—অ বউমা! চুপ কর। বলি অ ঘটকমেয়ে!—

ঘট। আমরা ঘটকমেয়ে নই বাছা—আমার এ জাতব্যবসা নয়!
—আমি বামুনের মেয়ে, পেটের দায়ে এই কাজ কচ্চি।

দুর্গা। অ মা! বল কি মা! তবে পেরনাম হইগো! কিছু মনে কলো না মা! অ মা! আমি বলচি কি আমরা এই দু দুটো মেয়ের বে দিলুম আর শেষ এই মেয়েটার বে দিতে পারবো না!---তল'য়ে একটু বোঝনা বাছা! না হয় এব র খুব দুঃখীদের ঘরে দোবো। তুমি সেই পাটের মশাইয়ের কথা বলছিলে, তাই শুনে আমি ছুটে এলুম! কি বলত মা?

ঘট। ওগো পাটের মশাল নয় পাটের মশাল নয়। পাটশালে পড়ায়--পণ্ডিত! পণ্ডিত!

দুর্গা। ওগো পণ্ডিতে বে পাঁজি নেখে!—তা কি আমাদের বরাতে হবে!

ঘট। তা আমি এখন ও কোরে দিতে পারি।

দুর্গা। ও মা দাওনা মা! তোমার বেটাপুত্র সুখে থাক্--গতর সুখে থাক্।

সৌ। কত বয়স গা?

ঘট। বয়েস একটু হয়েছে।--চল্লিস হবে।

সৌ। তালে চুল পেকেছে? এখনকার চল্লিস হলেই ত বুড়।

ঘট। চুল পাকা কৈ ত দেখিনি—তবে ভেতরে সেঁদয়ে ত দেখিনি বাছা!

দুর্গা। না মা তুমি ওর কথা শুন না। সে ও যেমন ক্ষেপা ও তেমনি ক্ষেপী!

সৌ। না বাপু! তুমি একটি ভাল দেখে বর এন। আজ্ এস গে যাও।

ঘট। (ঈষৎ ক্রুদ্ধভাবে) কেন গা! তার কি আর বে হবে না! তোমাদের মেয়ের বে আর হলো না শুনে আমি এয়েচি!

দুর্গা। না বাপু! এরা আর মেয়েটার বে দিতে দিলে না দেখচি। অমনি থুব্‌ড়ো হয়ে থাক্!

সৌ। ঐ বুঝি তাঁর জুতোর শব্দ হচ্চে! না বাপু! এরা আজ্ একটা কারখানা কর্‌বে দেখচি!

ঘট। এরা কেমন তরা মানুষ গা! আবার কি বলে গা! এঁ্যা!

সৌ। তুমি আজ এস গে বাছা!

ঘট। তা না হয় যাচ্চি—এই ত উঠলুম!

সৌ। কোঁপটা ত তাঁর আমারই ওপর এসে পড়বে!

ঘট। এই যে উঠেছি গা! মা! মা! কথা শুনে পিলে চমকে গেছে মা! আবার জুতো মারবে, পালাই বাপু! এমন ঘর ত কখন দেখিনি গা!

দুর্গা। অ ঘটকমেয়ে!

ঘট। ওগো আমরা ঘটকের মেয়ে নয় গো!

দুর্গা। মনে ও থাকে না ছাই! পেরনাম্! পেরনাম্! কিছু মনে কোরো না বাছা! আমি বলছি শোন ওদের সব মাথা খারাপ হয়ে গেছে।—এই তুমি গগণছেলের কাছে যাও—কথা বাত্রা কওগে।

[সুশীলার প্রবেশ]

দুর্গা। (সুশীলার প্রতি নির্দ্দেশ করিয়া) ওগো এইটি গো

ঘট। (স্তম্ভিত ভাবে) অ বাবা! এই তোমাদের মেয়ে! তা বেশ! আচ্ছা আজ তবে আমি আসি! ওগো আমি ও তোমাদের একটা কথা বলে যাই, তোমাদের বাজারে একটা বদনাম হয়েছে—

[প্রস্থান।]

দুর্গা। আচ্ছা বাছা! তা ভুলে থেকো না। আবার এস।

সৌ। উনি বুঝি ওদিকে এয়েচেন সুশীলেও তাই পালয়ে এল!

দুর্গা। আহা! ঘটক এয়েচে,—বের কথা হচ্চে, বাছা অমনি ছুটে এয়েচে। আহা বাছার কি আর জ্ঞান হয়নি! বে হলে ত এতদিনে ছেলে হত্তো।

সৌ। মা তুমি কি পাগল হয়েচ অমন বুড় মিনসেকে দিলে ক দিন ঘর করবে!

দুর্গা। চল্লিসে বুঝি বুড় হয়, বুড়ো হয়েছি আমরা বটে।

সৌ। তুমি মনে করেচ বুঝি ও যা বলে গেল সব সত্যি! আবার হাতে রেখে কত বলে গেল। হয়ত আবার কি একটা রোগ আছে বলে এত কাল বে হয় নি।

দুর্গা। (ক্রুদ্ধভাবে) তোমরা আর মেয়েটার বে দিতে দিলে না দেখচি! আহা বাছার মুখ খানি চুন হয়েই আছে! কেন আর বাকড়া দাও! ঐ দুধের ছেলের মনে কি এমনি কষ্ট দিতে হয় গা! এর পর সে ও বিষ খেয়ে মরবে!

সৌ। বেলা হল সুশীলে! খেগে যা—

দুর্গা। (সুশীলার চিবুকে হাত দিয়া) আহা বাছার মুখখানি আর ও চুন হয়ে গেল—ঐ বরকে ও বে করবে।

সুনী। ঠাকুমা! তোমার কাছে আসি বলে তুমি ও আর আসতে দেবে না?

দুর্গা। —কি বলবি বুঝি! আমাকেই ও মনের কথা সব বলে—চল মা আমরা ও ঘরে যাই।

সৌ। চল সুনীলে কাল আবার খাসনি।

[সকলের প্রস্থান।]

—:০:—

তৃতীয় অঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

বরদার শয়ন-গৃহ।

(বরদা পালঙ্কে শায়িত)

সৌদামিনীর প্রবেশ।

সৌ। হাঁগা! অমনি কোরে শুয়ে শুয়ে কাটাবে? রান্না বান্না সবত তয়রি। এরপর আফিসের বেলা হলো বেলা হলো বোলে, তাড়াতাড়ি কোরে নাকে মুখে গুজে আফিসে যাবে—আমিও তামাম দিন ধড় ফড় কত্তে থাকবো—

বর। এঁ্যা! কি বলচ?

সৌ। বলচি—বেলা ঢের হলো যে! এর পর সাত তাড়াতাড়ি কোরে যাবে, হয় ত গাড়ীও পাবে না। যদি বা পাও, তাড়াতাড়ি কোরে গিয়ে উঠতে যাবে—পড়েই যাবে, কি, কি হবে—বরাত্ খারাপ, ভয় হয়, তাই বলচি!

বর। এঁ্যা কি বলচ!—

সৌ। তুমি বড় অন্যমনস্ক হয়ে পড়েচ! আজ ক'দিন ধোরেই তোমার ঐ রকম হয়েচ, আমি ঠাওরে ঠাওর দেখচি।

বর। একবার গগণকে ডাক দিকিন?

সৌ। ও কি কথা! এতটা বেলা হয়েচে—সব সদরে সদরে লোক রয়েচে আমি বউমানুষ কিঁ কোরে এখন যাব!

বর। কেন, সে মেয়েটা কোথা!

সৌ। সে এমন সময় বেরোতে চায় না। পাড়ার সব এমন দেয়েরা মেয়েও দেখি কি ওকে দেখে সব বলে "হ্যাঁলা তোর বেশ ঠিক হয়েছে"? তা ও লজ্জায় আর বেরোতে চায় না।—দূর হোক ছাই!—তোমায় আবার বলে ফেল্লুম!

বর। হুঁ! (দীর্ঘনিশ্বাস)

সৌ। তুমি এখন এই বেশ চুপ কোরে আছ,—আবার হয় ত এখুনি রেগে উঠবে এখন!

বর। বকচ কেন!—আমি কি ভাবছি তা তুমি কি জান্‌বে! এমনি কথা কও সর্ব্বশরীর জ্বলে যায়!

সৌ। আমি তোমার চোখের বিষ হয়েছি!—তা এই সরে যাচ্চি—

বর। আমি কি রোজ রোজ তামাক সেজে খাব! একটু তামাক সেজে দিয়ে যাও—

সৌ। তা মুখের কথা খসালেই হলো—ভয়ে আমি এখন কাছে এগুই না বইত নয়! তোমার হুকুম শুনতে ত আমি ভাল বাসি।—আচ্ছা তামাক সেজে নিয়ে আসি।

[প্রস্থান।]

বর। (স্বগতঃ) আর মাথা মুণ্ডু ভেবেই বা করবো কি! ভেবে কিছুত কিনারা কত্তে পারব না। (চিন্তিত)

[সৌদামিনীর পুনঃপ্রবেশ]

বর। তোমার কি কার্য্য কর্ম্ম নেই? কি কত্তে আসচ?—

সৌ। এই তামাক সেজে আনতে বল্লে!

বর। তা দাও।

বর। (আগুণে ফু দিতে দিতে) এ কি আগুণ হয়েচে মাথা মুণ্ডু!

[সমস্ত ভূমে নিক্ষেপ।

সৌ। (কাঁদিতে কাঁদিতে) তোমার কাছে ।পেটে আমার আসা আর তুমি ভাল বাস না! তা রেঁদে বেড়ে খাওয়াতে ও ত হবে!—যেমন অদেষ্ট করেচি!

[প্রস্থান।]

বর। আপদ শান্তি! আর কাজ নেই ছাই সংসারে—কার জন্যেই বা এত করি—ভাবনায় ভাবনায় মন জ্বরে গেল!—দেহ ছার হলো! আমার মত লোকের আবার সংসার করা—এখনই যদি মরি, তাতেই বা ক্ষতি কি! (নিস্তব্ধতার পর) কেমন কলটি—মরবার ও যো নেই সংসার করবে কে! এদের খাওয়াবে দাওয়াবে কে! (আগুণে ফু দিতে দিতে সুশীলার প্রবেশ।)

বর। তোকে কে এখানে আসতে বল্লে!

সুশী। (ভয়ে জড়সড় হইয়া) মা তামাক সেজে আপনাকে দিয়ে যেতে বল্লেন।

বর। ও হুকো কোথা থেকে এল?

সুশী। এ ওবাড়ীর কাকাবাবুর হুকো।

বর। আস্পর্দ্ধা ত কম নয়! তাদের বাড়ী গিয়ে আবার হুকো ভাঙ্গবার কথা বলে এল নাকি!

সুশী। মা কি কোরে যাবেন, আমি গিয়ে নিয়ে এলুম। কেউ টের পায় নি—

বর। তুই অত বকচিস কেন! কে বা তোদের ডাকে, কিছু বুঝে উঠতে পাচ্চি না যে!—

সুশী। আমি আসতে চাই নি! মা কাকিমা সবাই আমা জোর করে পাঠিয়ে দিলেন।

বর। আরে বা রে! এও যে বেশ ট্যাঁস ট্যাঁসে কথা কয়! সামনে থেকে সরে যা বলচি! এখুনি এক লাথি মারবো—

(তাড়াতাড়ি হুকা রাখিয়া সুশীলার প্রস্থান।)

—মায়া দেখাতে আবার মেয়েটাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে—
(চিন্তিত)

দুর্গাবতীর প্রবেশ।

দুর্গা। অ বাবা! একটু রাগ বরদাস্ত কর। বউমাকে নাকি তপ্ত কলকে ছুড়ে মেরেচ—সুশীলেকে নাতি মেরেচ—

বর। কে তোমায় এর মধ্যে এ রকম কোরে বল্লে?—ডাক ত হতভাগা মেয়েটাকে—লাথি মারি নি, এইবার মারবো।

দুর্গা। ছি বাবা! অত রাগ কোল্লে সংসার ধর্ম্ম করবে কি কোরে।

বর। তুমি আদর দিয়ে দিয়ে মেয়েটার মাথাটা খেয়েছ— এঁ্যা!

কি আশ্চর্য্য !—আমি ওকে লাথি মাল্লুম কখন ! —
কেমন বানয়ে বলেছে—

দুর্গা। সে গিয়ে আমার ঘরের কোণে দাঁড়য়ে দাঁড়য়ে ফুপয়ে কাঁদ্‌চে, তাই আর আমি থাক্‌তে পাল্লুম না।—তা আমার শোনবার ভুল হয়ে থাকবে বাবা !

বর। দেখ দিকিন! তাই বা কি রকম !—এমনি তোমার বাড়াবাড়ি মায়া, যে তুমি কত বাড়য়ে নিয়ে বলচ—

দুর্গা। তা যাক্ বাবা ! একটু রাগ বরদাস্ত করো। (জনান্তিকে) আমারও মা উগ্রচণ্ডীকে পূজো দিয়ে আসা হয় না—

বর। আমার শরীর জ্বলে পুড়ে থাক্ হয়ে গেল !—

দুর্গা। তা ওরা কোথা যাবে বল !

বর। ওরা আমার সামনে এসে জ্বালাতে আসে কেন !

দুর্গা। এই টানাটানির সময় আপনি হুকোটা ভাঙ্গলে ; বউমা বলছেলো আবার কেনবার সময় পয়সা খরচ হলো বোলে বউমাকে একচোট বকবে এখন—তার যে রোগ হয়েছে—এই বোকেছ ঝোকেছ—এখুনি পড়ে পড়ে গেঙ্গাবে এখন।

বর। আমার আর কাউকে ভাল লাগে না !—এই সংসার করা সব ঘুরে যাবে এখন—

দুর্গা। ভয় কি বাবা ! মধুস্থদন সব কাটয়ে দেবেন এখন !—কে জানে বাপু !—তোমরা এক একজন এক একটা কি কথা বল !—না বাপু ! আগে আমি মরি তার পর যা হয় হোক্—তা এখন বেলা হয়েছে আপিষে যাবে না ?

বর। আর,আপিষ! চাকরী আর থাকে না—

দুর্গা। তা আপিষে বেরয়ে যাওনা? মন ভাল থাক্‌বে এখন?

বর। স্বর্গে গেলেও ঢেকী ধান ভাঙ্গবে! এ জন্মে কি আর সুখ পাব!—কিছু কুল কিনারা পাই না!—কিছু ভাল লাগছে না! আমি এখন বাইরে যাই!

[বরদার, ও পিছনে পিছনে দুর্গাবতীর প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

বরদার ভিতরবাটী।

সৌদামিনী, জগৎলক্ষ্মী ও সুশীলা।

সৌ। —এত লোকের মরণ হয়, আমার মরণ হয় না আমি কেবল তাই ভাবি—

জগ। সত্যি সত্যি মরতেই বা যাবে কেন বোন্!

সৌ। বল কি দিদি!—যে রকম ওঁর রাগ হয়েছে কোন দিন এক কারখানা করবেন। সুশীলেকে যে রকম লাথি উঠিয়েছেলেন—মারলে আর মেয়েটা বাঁচতো না!

জগ। এই যে মেয়েটার ওপর তোমার টান আছে তবে?

সৌ। (সুশীলাকে নির্দ্দেশ করিয়া) আচ্ছা! তুই কি শুনতে বসে রয়েছিস!—

জগ। ওকে তোমরা দূর ছাই কর বোলে ওত তোমাদের কাছে ঘ্যাসেও না—আমি এই এয়েছি বলে আমার সঙ্গে এয়েছে—

[সুশীলার প্রস্থান।]

জগ। আহা! মেয়েটার কি কষ্ট! ওর জ্ঞান হয়েছে—ওকি সত্যি সত্যি এসব বুঝ্‌তে পাচ্চে না!—আর একটা আমি দেখেছি—ঐ যে জেঠাইমার ঘরে কালীর পটখানি আছে,—ও রোজ কেউ কোথায় যখন না থাকে ঐ পটের সামনে দাঁড়য়ে জোড়হাত কোরে বিজ্‌ বিজ্‌ কোরে কি বকৃতে থাকে।

সৌ। আমি তা অনেক দিন দেখেছি।—দেখ, কষ্টের কথা যদি বল্লে, তা বোধ হয় আমার সকলের চেয়ে বেশী—ওদিকে উনি হয় ত কখন মুখ ভার করেই আছেন,—কখন বা রোগের যাতনায় হাত পা আছড়াচ্চেন,—এদিকে মেয়েটা দিন রাত্‌ মুখ চুণ কোরে বেড়ায়—আবার এক একবার লুক'যে লুক'য়ে কাঁদে তাও দেখচি,—মা, "কতকাল আর এ কষ্ট দেখবো" বলে থেকে থেকে হাঁফ্‌ ছাড়ছেন আর নিজের মরণ টাকচেন,—বড়মেয়ে-টাকে ত তারা একখানা চিঠি পর্য্যন্ত লিখতে দেয় না,—চপলাকে সে বউকাট্‌কী শাশুড়ী টাকার জ্বালয় ধরে মারচে, কি কি কচ্চে, ভেবেই ঠিক পাই না—এই এর ওপর আবার আমাদের জ্বালা তোমরা ভোগ কত্তে নেগেছ। আমায় এই সব দেখতে হচ্চে—আমার বুকের ভেতর যেন দিন রাত্‌ বেড়া আগুণ জ্বলচে—

জগ। আমরা দিদি আর কি কত্তে পাল্লুম বল। আমরা মানুষ বই ত নয়।—দেবতা নয় যে হাত দিয়ে দুঃখু কাটয়ে দোবো।

সৌ। (জগৎলক্ষ্মীর চিবুকে হাত দিয়া) দিদি! তোমরা যা কচ্চ,মানুষে তা পারে না—তা এতক্ষণ আমি কি

বল্‌বো ঠিক্ কোরে উঠতে পাচ্ছিলুম না—তা তোমরা 'দেবতা'।

জগ। দেখ দিদি! অমন কর্ ত এখুনি উঠে চলে যাব—তবে বুঝি তুমি আমাদের পর ভাব?

সৌ। তা না হয় মুখে আর বলবো না মনে মনে বলবো।

জগ। ওর আবার অর্থ কি?—তবে তুমি আর আমায় বসতে দিলে না?—

সৌ। না দিদি তোমায় আর একদণ্ড ছাড়তে ইচ্ছে করে না-ইচ্ছে করে দুটী বোনে দিন রাত্ একসঙ্গে থাকি।

জগ। তা তাঁকে শুদ্ধ্ আমি ডেকে আনি না?—

সৌ। তা ঠাকুরপোকে ডাকৃতেও হয় না।

জগ। (মৃদু হাসিয়া) হ্যাঁ দিদি তুমি কি আমার মন বুঝচ!

সৌ। —না সত্যি বলচি তোমরা আছ বোলে আমরা বেঁচে আছি।—

জগ। আবার দিদি?

সৌ। না বোন, মিথ্যে কি, তুমি আমায় কাছে পিটে কোরে নিয়ে থাক বোলে আমার মন তবু কেমন যেন একটু স্বচ্ছন্দ থাকে। এই ধর না তোমায় এত দুঃখের কথা বোলেও মনটা যেন হালকা হলো।—ঐ গুম্‌রে গুম্‌রে থেকে থেকে—ভেবে ভেবেই ত আমার ব্যামোটা জন্মে গেল।

জগ। ও ব্যামোর কথা মনে আর এনে কাজ নেই—এখুনি আবার হবে—

সৌ। রোগের ওষুধ ত কাছে বসে রয়েছ—এখন হলে ভয় কি

জগ। ও সাধে আর কাজ নেই। ও কথা চাপা দাও। কোথায় তোমার মন ভাল থাক্‌বে বোলে আমি গল্প সল্প কত্তে এলুম, না ঘুরয়ে ফিরয়ে ঐ সব কথা—দেখ একটা নতুন বড় হুজুগ্ শুনে এয়েচি—এই ওপাড়ায়—

সৌ। দেখ বোন্, আমার মন কি সত্যি সত্যি তাতে প্রবোধ মানবে—গল্প শুনয়ে আমায় কি ছেলে ভোলাবে বোন! (কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া) হায়! (দীর্ঘনিশ্বাস) মধুসূদন!—

জগ। না বাপু, এ শুনলে না দেখচি! মুর্চ্ছোরোগ ডেকে আনলে দেখচি! লোকের যেমন পেটগরম হবার আগে ছু চারটে চোঁয়া ঢেকুর ওঠে, এরও ঐ পোড়া রোগ হবার আগে ঐ রকম ছু চারটে হাঁফ্ ছাড়ে।

সৌ। (জগৎলক্ষ্মীর স্কন্ধে ভর দিয়া) হ্যাঁ বোন, এমনি কোরেই কি চিরদিনটা যাবে!—বাঁচবো কি কোরে? (ক্রন্দন) তা বোলে মনে করো না আমার বাঁচবার সাধ আছে—দণ্ডে দণ্ডে ত আমি মরণ কামনা কচ্চি—মরলেই সকল যন্ত্রণা এড়াই!—হে মধুসূদন! হে ঠাকুর! তুমি কোথায় লুক'য়ে আছ?—

জগ। দেখ দিদি, মরবার কথা আর একদিনও তুমি মুখে আনতে পাবে না। সত্যি সত্যি মরতে যাবে কেন!—মরণ আবার কে কোথায় ডেকে আনে।

সৌ। না দিদি!—আমি একটা কেবল ভাবি আমার সুশী-লার দশা তা'লে কি হবে।

জগ। ও কথা ছেড়ে দাও না দিদি।

সৌ। না।—আমি বেঁচে থেকেই বা তার কি কচ্চি?—তা নয়।—তবে আমি মরলে সে ভাববে, মা দিদিদের বে দিয়ে গেল আমার বে দিয়ে গেল না।—জগ! আমার মাথাটা ঘুচ্চে—আমি এইখানে একটু শুই—

দুর্গাবতী ও সুশীলার প্রবেশ।

দুর্গা। ছোটবউমা এয়েচ মা! বস বস!—তুমি বাড়ীতে এলে যেন মা আমাদের সকল দুঃখু যায়। তা দেখ মা ওর আবার কি মুচ্ছো রোগ হয়েছে—তা বলতে কি মা আমার ইচ্ছে—তুমি ওকে শুদ্ধু তোমাদের বাড়ীতে নিয়ে রাখ—রকম সকম দেখে আমার ত ভয়ে হাত্ পা আসে না।

সৌ। (জনান্তিকে) রোজ রোজ কি নজ্জার কথা মা!—

জগ। চল উঠে একটু অন্যমন কোরে পায়চালি করবে চল—চোখে মুখে জল দেবে চল—তালে আর হবে না।

জগৎলক্ষ্মী ও সৌদামিনীর প্রস্থান]

সুশী। ঠাকুমা! আমার জন্যেই ভেবে ভেবে ত মার ঐ রকম হয়?

দুর্গা। তোর দোষ কি! তুই কি করবি! তোর বাপ ত আগে ঐ রকম ভেবে নেবে—ওকথা তোর ভেবে কাজ কি।

সুশী। তোমায় তাই বল্লুম। ওকথা আর কাউকে কি বলি।

দুর্গা। (সুশীলার চিবুকে হাত দিয়া) তোমার যা বুদ্ধি, আহা! আমার কি তা আর জান্তে বাকী আছে।

সুশী। হাঁ ঠাকুমা! বাবা ওকথা টের পেলে আমায় কি তাড়িয়ে দেবেন?

দুর্গা। তুই ছেলে মানুষ, অত ভাবিস্ কেন।

সুশী। মার ঐ রকম হলে আমার গা বড্ড কাঁপে।

দুর্গা। না। তুই আবার ভেবে ভেবে ঐ রোগ ডেকে আন। ভাবিস্ কেন দিদি! ভয় বা কিসের! আমি যত দিন বেঁচে আছি তোর কিছু ভয় নেই।

সুশী। তুমি মরবে কেন ঠাকুমা?

দুর্গা। আমি যে বুড়ো হয়েচি দিদি। কতকাল আর বাঁচব!

সুশী। তুমি খুব বুড়ো হওনি ত?

দুর্গা। আহা আমার জন্যে বাছার কতদূর ভাবনা—তা আমি তোর বে দিয়ে যাব।

সুশী। আমি তা বুঝি বলচি—ঐজন্যে তোমার ওপর রাগ হয়।

দুর্গা। কাজ নেই যাদু ওসব কথায়। তোমার বাবা আবার তোমার আদর দেখতে পারে না—এখুনি এসে পড়বে চল আমরা এখান থেকে যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।]

—:০:—

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রাজা উদিতেন্দুশেখরের বাটীর ফটকের সম্মুখ।

(গগণের প্রবেশ ও একেবারে ভিতরে যাইতে উদ্যত।)

সিপা।—এই কাঁহা যায়েগা!—কেয়া মাঙতা হায়?

গগ। হাম্ রাজাকো সাৎ মুলাকাৎ করেগা।

সিপা। কেয়া কুছ দরখাস লেয়া ?—

গগ। তা কুছ নেই।

সিপা। আরে বাবু আজ কাল কেত্তা আদমি রাজাকো সাৎ মুলাকাৎ করণে আতা অউর ঝুটমুট দিক করতা—

আসাবরদার সহিত জনৈক বাবুর প্রবেশ।

বাবু। রাম সিং! গাড়ী হাজির রহনে বলো—

আ-ব। যো হুকুম মহারাজ! (সেলাম করণ)

[প্রস্থান।]

সিপা। (গগণকে ধাক্কা দিয়া) হঠ হঠ রাস্তা ছোড়ো।

(বাবুর ভিতরে গমন)

গগ। এ বাবু কোন্ হায় ?

সিপা। কৈ বড়া আদমি হোগা।

গগ। তোম্ জান্তা নেই!—তব্ কাহে বন্দুক নামায়া ?

সিপা। হাম কেয়া কমিনা অউর বড়া আদমি পচন্তা নেই ?

জনৈক কর্ম্মচারীর প্রবেশ।

গগ। মহাশয়! আমি রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবো।

কর্ম্ম চা। কোন রকম সাহায্যের জন্যে কি ?—না কোন মিটিঙে যাবার জন্যে ?

গগ। হ্যাঁ এক রকম মিটিঙে যাবার জন্যেই বটে!

কর্ম্ম-চা। এখন আর উনি বড় একটা মিটিঙে যান না।

গগ। তা না যান, আমি একবার অন্ততঃ তাঁর সঙ্গে দেখা কত্তে ইচ্ছে করি।

কর্ম্ম-চা।—তা অভিপ্রায়টা একটা কাগজে লিখুন।

গগ। (তৎকরণান্তে) আচ্ছা এই লেন।

(কাগজ লইয়া কর্ম্মচারীর প্রস্থান।)

সিপা। এ বাবুসাহেব! কাহে খাড়ে খাড়ে পায়েরমে দরদ করতা হায়—হিঁয়া বইট যা'ইয়ে!

গগ। (জনান্তিকে) আর থাক—আর জ্বালাও কেন বাবা! (প্রকাশ্যে) হাম খাড়াই বেশ হায়।

কর্ম্মচারীর পুনঃ প্রবেশ।

কর্ম্মচা। আসুন মহাশয়!

(গগণ ও কর্ম্মচারীর ভিতরে গমন।)

সিপা। শালা লোক আকে হরঘড়ি চাঁদা লে যাতা হায় লেকেন হাম লোককো একো পয়সা কভি নেহি মিলতা---বাঃ রে বঙ্গালি!

(প্রস্থান)

—:০:—

চতুর্থ অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজা উদিতেন্দুশেখরের বৈটকখানা।

রাজা উদিতেন্দুশেখর, তাঁহার বন্ধু, কর্ম্মচারী ও গগণ।

রাজা-উ। আমি ত বাপু তোমার চির্কুটের সব লেখা বুঝতে পাল্লুম না। কি ব্যাপার খানা বল দেখি—

গগ। আমাদের এই কন্যাদায়—

রাজা-উ। (চমকিয়া উঠিয়া) অ বাপু! কন্যাদায়—আচ্ছা বাইরে বসগে।--ম্যানেজার ও হয়েছে যেমন, যাকে তাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দেয়!

গগ। অনুগ্রহ কোরে একটু শুনুন না!

রাজা-উ। অ বাপু! ঢের অনুগ্রহ কোরে আসচি।

গগ। আমি অনেক দূর থেকে আসচি—দু মিনিট কাল যদি আমার কথা শোনেন!

রাজা-উ। আচ্ছা এয়েচ ফিরবে না—কিছু পাবে—যাও বসগে যাও, আমি হুকুম কোরে দিচ্চি।

গগ। আমি অর্থের সাহায্যের জন্য আসি নাই—আমাদের একটা মিটিঙ্ হবে—

রাজা-উ। এঁ্যা! তাই বল!—প্রেসিডেণ্ট হতে হবে না কি!--আচ্ছা নিউসপেপার রিডারকে ডাকত!—ওহে রামবাবু!

(রামবাবুর প্রবেশ।

রাজা-উ। আচ্ছা তুমি কি ঘুম্‌য়ে ঘুম্‌য়ে কাগজ পড়য়ে শুনয়ে যাও না কি?

রাম। আজ্ঞে না। আমি ত নিউস্ কিছু ছেড়ে যাই না।

রাজা-উ। এই যে লোক হাজির—এঁদের এই যে কন্যাদায় Question নিয়ে মিটিঙ্ হবে Announce করেছে—

গগ। আজ্ঞে আমরা কাগজ পত্রে কিছু আগে দোবো না।

রাজা-উ। সে কি হে! তবে কেউ প্রেসিডেণ্ট হবেন কেন। —আমিই যেন না হই—

গগ। আমরা কতকগুলো চেয়ার টেবিল সাজয়ে, তবে গিয়ে

নিউসপেপারে হাঁক দিয়ে কতকগুলো ভড়ং দেখাতে চাই না।

রাজা উ। তা আমার বাপু সময় বড় নেই, আর ও মরা Question নিয়ে নাড়া চাড়া—আর একবার উমানাথবাবুকে নিয়ে কতকগুলো লোক চেষ্টা বেষ্টা করেছেলো—

গগ। আজ্ঞে সে আমরাই—উমানাথবাবু এখন ও চেষ্টা ছাড়েন নি।

রাজা-উ। সে সমস্তই আমি জানি। কাজে যে কিছু কোরে উঠতে পারবে তা বোধ হয় না—বাঙ্গালি জাত!—তোমায় এখন চেনা চেনা কচ্চি—

কর্ম্ম-চা। উনি সেই গগণবাবু। আমাদের এই হতভাগা সমাজের জন্যে উনি প্রাণ সঁপে দিয়েছেন।

রাজা-উ। আর বলতে হবে কেন—আমি চিনেছি।—কত লোক আসচে যাচ্চে অত ঠাওর থাকে না—তা বেশ, ওরকম কত্তে পাল্লেই ভাল।

গগ। আগামী ৬ ই তারিখে আমাদের একটা প্রাইভেট মিটিঙ হচ্চে তাতে উমানাথবাবু প্রভৃতি সবাই থাকবেন—কি রকম কোরে আমরা কাজ আরম্ভ করবো তাই ঠিক করা হবে—তা আপনাকে যেতে হবে।

রাজা উ। তাতে আর আমায় কেন।

রাজার-বন্ধু। বিলক্ষণ! সে দিন আমাদের মস্ত পার্টি রয়েছে—

গগ। মহাশয়! আপনার নাম পথে ঘাটে—আর আপনি না থাকলে লোকে যোগ দেবে কেন। আপনি না গেলে যজ্ঞ ভঙ্গ হবে জানবেন।

রাজার-বন্ধু।—তা না হয় আপনারা দিন পেছয়ে দিন না ?—

রাজা-উ। আচ্ছা, কবে কোন সময়ে বলে যান।—ডায়েরী বই খোল ত হে—লিখে নাও—

কর্ম্ম-চা। যে আজ্ঞে ! (তৎকরণ)

গগ। এখন আর আপনাকে বিরক্ত কত্তে সাহস করি না। আমি তবে আসি।

[প্রস্থান।]

রাজার-বন্ধু। তবে সে দিন মিটিঙে যাচ্চ না কি ?

রাজা-উ। তুমি ক্ষেপেছ !---যা ঘরগড়া কথা আছে "শরীর অসুস্থ" বোলে এক চিঠি ঝেড়ে দোবো---আর ও শুকনো মিটিঙে আমি বড় যাই টাই না---এই যে বল্লুম্—সে দিন রাজা উদিতেন্দুকে তোমার গার্ডেন পার্টিতে দেখতে পাচ্চ।

রাজার-বন্ধু। তবে আমি আজ উঠি (সেখ্যাণ্ড করণ)

[প্রস্থান।]

রাজা-উ। চল হে চল। দাওয়ানখানায় চল। তোমার কি মামলা আছে মিট্যে দিয়ে আসি।

(রাজা উদিতেন্দু ও কর্ম্মচারীর প্রস্থান।)

চতুর্থ অঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

প্রসন্নের বাটীর সম্মুখের রাস্তা।

অখিল, সুরেন ও অরুণ।

অখি। ছি অরুণ। তুমি দিন দিন বড় বোকা মেরে যাচ্চ। কিছুত হলো না—না হয় গান বাজনা শেখ না ?

অরু। গাইতে আমি পারবো না—ভাই বড় লজ্জা করে।

অখি। বাজাতেই শেখ।

অরু। তা বোলে বাঁয়া তবলা পিটতে পারবো না।—ও বিশ্রী হাত্ নাড়তে হয়—ও ভাই লজ্জা করে। বাঁশী ধরলে হয় না ?

সুরে। আচ্ছা তাই তাই। হারমোনিয়াম ও শিখতে পার।. বে ত মিথ্যে হলো, এক আধটা সখ কোরে নাও—আর এই বা সখ কি, এ ত নিরমিষ্যি সখ।

অরু। তা ভাই তাড়াতাড়ি করো না।

সুরে। হ্যাঁ এই দেখ দিকিন—লক্ষ্মী ছেলে। আগে বাঁশী ধর, তার পর আরও কত কি ধরাতে শেখাব। দুদিনে তোমায় মানুষ কোরে দোবো।—কে আর বোকা বলে দেখি !

(গোপালের প্রবেশ।)

অখি। এই যে ! হ্যালো প্রিন্স ! হাতে হাত দাও !

সুরে। তাইত বলি এত কাক ডাকছে কেন ! তুমি বেরয়েছ বটে !

গো। কোন কোন জীবজন্তু বেরুলেই ত কাক ডাকে।

সুরে। আবার কোন কোন কেন—স্পষ্ট ফুটে বল না?

অখি। আর কেন চেপে যাও না। জীব জন্তু ত সবাই। সে কথা যাক্। আচ্ছা মামা! এ পোষাক কি তুমি ছাড় না?

সুরে। তা যা বল, সায়েবী পোষাকে বাঙ্গলা কথা কওয়া ভাল দেখায় না।

গো। তোমরা আপনা আপনি আমার বিদ্যা বুদ্ধি জান শোন তাই—তা বাইরের লোকে কি হঠাৎ ধরতে পারে। বরং অনেকে ইংরেজী কথা কয়বার ভয়ে সামনে এগোয় না। রাস্তার ছোটলোক ত সামনে পড়্লেই সরে যায়।

অখি। ত যা হোক্! এখন কোথা থেকে আসা হচ্চে রাজপুত্রের?

গো।—আরে ভাই আমার ভগ্নিপতি দিন দিন বড়ই কড়া হয়ে উঠ্ছেন্।

সুরে। আচ্ছা প্রিন্স! তুমি যখন তখন ভগ্নিপতি ভগ্নিপতি বল কেন?

গো। তা নাম ধরে কি কোরে বলি! হাজার হোক মান্যের লোক ত!

অখি। তা ত বটেই! বটেই!

সুরে। তা দাদাবাবু বল না কেন, মান্য ও দেখান হবে একটু খানি ভালবাসা ও দেখান হবে এখন?

গো। সুরেন! তুমি আমাকে নিতান্ত আহাম্মক ঠাওরো না!

অখি। যাক্ যাক্! এখন ব্যাপারটা কি বল দেখি ?

গো। আরে সেই লোকটাকে ওয়ারেণ্ট ধরাতে গিয়েছিলুম্! সে লোকটা ও থানেখারাপ হলো, উনি ও ছাড়বেন না—

সুরে। আবার সেই পেয়াদাগিরি কত্তে গিয়েছিলে ?

গো। ওহে বড় চালাকি নয়! এই বয়েসে যা মামলা কত্তে শিখেছি তা অনেক উকিল মোক্তারকে হার মেনে যেতে হয়।

সুরে। তা বেশ মামা! এক কাজ কর। লোকে বিলেত থেকে এসে সায়েব সেজে ব্যারিষ্টারি কচ্চে,—তুমি এই থান থেকেই এই পোষাকে মোক্তারি কর।—সাজবে সায়েব, বলবে বাঙ্গলায়। এ বেশ চপ দেখান হবে; তুমি ও ঝুড়ি ঝুড়ি কেশ পাবে এখন।

অখি। না শুরেন একটা একটা ফন্দি ও মন্দ বার করে না। তা গাছ তলায় মাদুর পেতে বসবে কি কোরে ?

সুরে। না হয় গাছের ডালে উঠে বসবে (সকলের হাস্য)

গো। আমি বড় tired হয়ে এয়েচি, বাড়ী থেকে আসি।

সুরে। আরে না না—বড় কথা আছে।

গো। সুরেন! তুমি ভারি ছোট লোক। আমি মনের ভাব বলচি জেনো।

অখি। অ প্রিপ্স! না না—অ মামা! রাগ করো না। বলি কি বাঙ্গালাও গুছয়ে বলতে পার না বাবা!

গো। এঁ্যা! আবার দুরে থেকে কতকগুলো ছোঁড়া হাত্ তালি দিচ্চে যে! এঁ্যা! এসব শুরেন ষ্টুপিটের মন্ত্রচক্র!

অখি। অ. মামা! মন্ত্রচক্র না গোলচক্র—কি বলচ? ভাল বাঙ্গালা বল না?

গো। বল কি! এ রাগের মাথায় কি ভাল কথা বেরোয়।

অখি। দেখি দেখি টুপিটে দেখি—কি লেখা রয়েছে দেখি! (পাঠ) Do not annoy the poor animal (হাস্য)

গো। এঁ্যা! and again!—টুপির গায়ে লিখেছে কি কোরে টের পাবো? শেষরাত্রে উঠেই অমনি বেড়াতে বেরয়েচি।—কাল রাত্তিরে এসে কখন এই কর্ম্ম কোরে গেছে! উঃ! কি সাহস! এঁ্যা! ঐ টুপি মাথায় দিয়েত এতটা পথ চলে এয়েচি! (লেখা না পড়িয়া টুপি ভূমে নিক্ষেপ করণ) দি এ্যাস!—

অখি। তা রাস্তার কেউ পড়ে নি। তা হলে তোমায় বলতো।

গো। না! এখন যেন আমি টের পাচ্চি পেছনে পেছনে কটা ছোঁড়া অনেকটা পথ পর্য্যন্ত চলে এয়েছেলো।—আমি মনে করেছিলুম অমন হিংসে কোরে অনেক ছোঁড়া আমার পেছনে পেছনে আসে!—বল কি আমায় দেশছাড়া করবে না কি! (ভূমে পদনিক্ষেপ করণ) দি মঙ্কি! দি ফুল! দি পিগ্!

অখি। আজ কিন্তু মামার খুব ইংরিজি কথা বেরোচ্চে! সুরেন ত বড় সহজ কাজ করে নি—ওকে দি হর্স, দি রাইনসিরস, দি এলিফ্যাণ্ট—বলে গাল দাও।

গো।—রাগ হলে আমার জ্ঞান থাকে না! ও কথা বড় সহজ নয়, আলিপুরে চিড়িয়াখানার সব জানোয়ারদের দোরে

ঐ কথা লেখা থাকে।—আমার পাঁচ জায়গায় বেড়োন আছে।

স্থরে। ও সব পোষাক তুমি ফেলে দাও।

(নেপথ্যে) "Do not annoy the poor animal"

অখি। কাজ নেই চল আমরা বাড়ীর ভেতরে যাই।

(সকলের প্রস্থান ও পিছনে "কা কা" শব্দ।)

—ঃ০ঃ—

চতুর্থ অঙ্ক।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

নৃত্যকালীর গৃহ।

প্রসন্ন ও নৃত্যকালী।

নৃত্য। তোমায় লোকে যে আহাম্মক ঠাওরাচ্ছে—বেইমিনসের কবে কি করবে?

প্রস। পথ ঘাট সব বেঁধে কাজ কত্তে হবে!

নৃত্য। কিরণটা যে এতটা টাকা নষ্ট কচ্চে তবু এখন ঐ যোচ্চোর মিন্‌সের কাছ থেকে মোচড় দিয়ে কিছু আদায় কত্তে পাল্লে মনের ক্ষোভটা মেটে—

প্রস। আদায় ছাই হবে—তবে জেল অবদি দেখবো—সে কিছু শক্ত কাজ নয়।—কিরণের জন্যে সদাই শঙ্কিত থাকতে হয়েছে—আমি তাই কেবল ভাবি।

নৃত্য। তোমার ত আট সাট নেই!

প্রস। তা যা হোক আমি এখনও এক দাঁও মারতে পারি—এখনও যদি হতভাগা ছেলেটা ঘরে আসে—এখন ও ওর বে দিয়ে হাজার দুই মারতে পারি।

নৃত্য। একে ওহেলে মুখ্যু, তাতে বওয়টে হয়ে উঠেছে—তা ওর বিয়েতে আর তুমি কি পাবে?

প্রস। কলকেতায় একখানা বাড়ী আর যৎকিঞ্চিৎ যার আছে—সে ছেলের দর ও বেশ আছে। বরং সুধু পাশকরা ছেলের দর কমেছে—

নৃত্য। তা তারে এখন তুমি পাবে কোথা?

প্রস। পাড়ার ছেলেগুলো একটু মনোযোগ কল্লেই হয়। তা ছোঁড়ারা উল্টে আমার শত্রুতা কত্তে আরম্ভ করে দিয়েছে—কিরণটাকে যে কি কোরে নিয়ে বেড়াচ্চে তা আমি কিছু বুঝে উঠতে পাচ্চি না।—আর এক কথা দেখ—তুমি বউকে ধরে মেরেছ পাড়াময় এ রব উঠে গেছে—এই সব কথা যদি এখন কেউ হাকিমকে গিয়ে বলে তা'লে ত জেল হওয়া ফেসে যাবে।

নৃত্য। হ্যাঁ! হয়েছে! এ সহচরী সর্ব্বনাশী একথা বাইরে রটয়েছে। আবাগীর বেটীকে বাড়ী থেকে তাড়য়ে দিলুম তবু মাইনে নোবার ছুতো করে আসে। তা ওর বাকী মাইনেটা ফেলেই দাও না কেন?

প্রস। হিসেব পত্তর করি, তবে দোবো।

নৃত্য। সতের বচ্ছরে ও তোমার হিসেব হবে না কি?

প্রস। তা এক পয়সা অন্যায় বেরয়ে যেতে দেবো না। আর বাক্সো থেকে একপয়সা ও বার কচ্চি নি। ঐ আর

একটা লোকের নামে ডিক্রী হয়েছে এখন ঐটে আদায় কত্তে পাল্লেই হয়, তাই থেকে দোবো।

নৃত্য। তা ত আমি ও সব বুঝলুম। এখন ওবেটী বাড়ী এলে আচ্ছা কোরে খেঙ্‌রে দিতে ইচ্ছে করে যে গা! আবার বেটী শাসয়ে গেছে "দেখ তোমাদের বউ গলায় দড়ি দিয়ে মরবে"!—

প্রস। তা বড় মিছে বলে যায় নি! অনেক বউ ঝি ঐ রকম জ্বালা যন্ত্রণা পেয়ে গলায় দড়ি দিয়েছে—

নৃত্য। (প্রসন্নের মুখের কাছে হাত নাড়িয়া) তালে ত আমার বড়ই ক্ষতি!

প্রস। আরে তালে যে কোন কাজ হবে না। ওর বাপের কি করা হল—সে যে কেমিক্যাল সোণার জাল গয়না দিয়ে আমায় ফাকি দিলে—তার কি হল? আমায় ফাঁকি দেয়, এমনত মানুষ দেখি নি—

নৃত্য। তাও ত বল্লুম্ জমাদারকে দিয়ে মিন্‌সেকে গলায় কাপড় দিয়ে বাড়ীতে ধরে নিয়ে এস।

প্রস। আমি ভাবছি - আমার ত আসলে ফাকি দিলে।— আবার ফাকি দিয়ে ঠক্‌য়ে আহাম্মক বানয়ে দিলে— মনে কল্লে সর্ব্বশরীর শিউরে ওঠে!—আমি কালই সমন ধরাচ্চি!

নৃত্য। তোমার ও কথা রেখে দাও! তোমার অমন কত 'কাল' দেখলুম্!

প্রস! পাঁচ রকম কোরে এতদিন দেখলুম্। কাল তোমার বেয়ের মহাকাল উপস্থিত জানবে। এদিকে তুমি ওসব

কাঁচা কাজ করো না। আচ্ছা অরুণই বা ঘরে শুতে যায় না কেন?

নৃত্য। আমি তার কি জানি!—আমি সিষ্টি আল্‌গা ফেলে এয়েচি, আমি চল্লুম। তুমি যা হোক্ করগে।

[প্রস্থান।]

প্রস। অরুণ! অরুণ!

(নেপথ্যে) আজ্ঞে যাই!

অরুণের প্রবেশ।

প্রস। বিকেলে একটু আধটু ইংরিজি পড় টড় ত?

অরু। খবরের কাগজ পড়ি।

প্রস। তালেই হল। আচ্ছা! তুমি ঘরে শুতে যাও না কেন?

অরু। (কিয়ৎক্ষণ চিন্তার পর মস্তক অবনত করিয়া) মা মানা কোরে দিয়েচেন!

প্রস।—দূর বোকা ছেলে!—তা আমি জান্‌তে পেরেচি। আচ্ছা তোমার মামাকে একবার ডেকে দিয়ে যাও দিকিন।

[অরুণের প্রস্থান।

প্রস। অ গোপাল! গোপাল! (কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া) তাই ত, এঁকে ডাকলে আবার চট কোরে আসা হয় না। এঁর আবার অভিমানটুকু যোল আনা আছে! মুর্খ কি না!

গোপালের প্রবেশ।

প্রস। কোথায় গেছলে না কি ?

গো। আজ্ঞে না—ভাল শুনতে পাই নি !

প্রস। ওহে ! কাল সকালেই তা লে ওয়ারেণ্ট ধরয়ে এস !

গো। আজ্ঞে না ! কাল আমি পারব না !

প্রস। সে কি হে ! তুমি ত মুখের ওপর কখন ওরকম "না" বল না !

গো। আমার মনটা বড়ই খারাপ হয়েছে—

প্রস। তোমার আবার মন খারাপ ! না পরিবার—না ছেলে !

গো। আজ্ঞে না ! কিছু কারণ ঘটেছে—

প্রস। আমি যে আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্চি ! কার সঙ্গে কি হলো ! --তোমার ত ভাগ্‌নে ঝগড়া কত্তেই জানে না।

গো। আজ্ঞে না।—এই বন্ধুবান্ধবদের ভেতর।

প্রস। কার সঙ্গে ?

গো। তা আমি নাম করবো না !

প্রস। —টাকা কড়ি ধার নিয়ে পোষাক আষাক কোরে বাবুয়ানা করা হয়েছে বুঝি ?

গো। আপনার কাছ থেকে যা পাই তাতেই পোষাক আষাক হয়।

প্রস। যা পাও তাতে কুলোয় না ? তা চাইলেই ত হয়।

গো। আজ্ঞে সে জন্যে নয়।

প্রস। (একটু হাসিয়া) কি দুঃখে তবে মন খারাপ হলো !

গো। আমি কি কোরে যাব—সায়েবী পোষাক পরা দিন কতক বন্ধ কচ্চি।

প্রস। সায়েবী পোষাক পরলে একটু জোর হয়, তা একান্ত না হয় বাঙ্গলা পোরে যাবে।

গো। সে আবার কেমন লজ্জা লজ্জা করে।

প্রস। আরে এদিকে যে দিন যায়। আর সত্যি সত্যি অরুণকে ত সেখানে পাঠাতে পারি না!

গো। (কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া) আচ্ছা! আজ রাত্তিরে এখান থেকে রওনা হব। ইংলিশ ড্রেসটা ব্যাগের ভেতর কোরে নিয়ে যাব, ওপারে গিয়ে পরব।

প্রস। দেখ।—তবে ঠিক?

গো। আজ্ঞে হ্যাঁ! আপনার কথা ত আর অবহেলা কত্তে পারি না—

প্রস। দেখ আর একটা কাজ কত্তে পারবে?

গো। আজ্ঞে কি বলুন দেখি।

প্রস। কিরণকে ভুলয়ে একবার বাড়ীতে আনতে পার?—সে কোথায় আছে—জান?

গো। সে বড় খারাপ জায়গায় আছে—আপনি মানী মানুষ আপনার সামনে কি কোরে বলি।

প্রস। (চিন্তা করিয়া) আচ্ছা আজ সে কথা থাক—তোমায় যা বল্লুম চেষ্টা দেখগে যাও। আমিও কাগজ পত্তর ঠিক কোরে রাখি!

[উভয়ের প্রস্থান।]

—:০:—

চতুর্থ অঙ্ক।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

বরদার শয়ন গৃহ।

বরদা পীড়িত অবস্থায় পালঙ্কে শায়িত।

বর। আমার যা রোগ তা আমিই টের পেয়েছি! সেই রকম শরীরটে কেঁপে কেঁপে উঠছে! যাক্ আর কাউকে ডাকব না। ঠিক এই সময়ে যত দুর্ভাবনা ও এসে জোটে (একটু নিস্তব্ধতার পর) উঃ! চপলা বেঁচে আছে কি গলায় দড়ি দিলে তাই বা কে জানে—উঃ! মাথার যন্ত্রণা বড়ই হচ্চে! (হঠাৎ উচ্চৈঃস্বরে) সবাই কি মরেছে রে?—

দুর্গাবতীর প্রবেশ।

দুর্গা। আবার সেই রোগ বেড়েচে বুঝি! (একদৃষ্টে চাহিয়া) হ্যাঁ এই যে হাত পা কাঁপ্‌চে! অ বউমা! বউমা! অ সুশীল! তোরা আয় না রে!—

সৌদামিনী ও সুশীলার প্রবেশ।

সৌ। (ভয়ত্রস্ত মনে) আমি ভয়ে আসি না বইত নয়!

বর। মরে কাট হয়ে পড়ে থাকব, তার পর এসে সব দেখবে? আমি বেঁচে থাক্‌লে তবু সব এক মুটো কোরে খেতে পাবে যে!

দুর্গা। অ বাবা! অমন কথা সব মুখে আনতে নেই—তুমি ত আমার তেমন ছেলে নও!

সৌ। মাথায় তেলে জলে চাপড়ে দিলে ত একটু থামে—ক ক্ষেপ দেখচি কি না—

দুর্গা। তাই দেনা মা! আমি কি অত শত জানি। আমার হাত পা যেন পেটের ভেতরে সেঁদয়ে যাচ্চে।

বর। আমার হাত দুটো টিপে ধর দিকিন!

দুর্গা। ওরে তোরা কেমন মেয়ে রে! কাট্ হয়ে সব দাঁড়'য়ে রইলি যে রে! অ সুশীল! হাতে পায়ে হাত বুলয়ে দেনা রে!

সৌ। সুশীল! দৌড়ে একটু তেল জলে করে নিয়ে আয় দিকিন!

[সুশীলার প্রস্থান।]

সৌ। (বরদার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে) মা! তুমি বুকটায় ততক্ষণ হাত্ বুলয়ে দাও দিকি।

সুশীলা ও জগৎলক্ষ্মীর প্রবেশ।

সৌ। এই যে তেল জল কোরে এনেছিস? আমার হাতে দে।

দুর্গা। ও কেও! ও বাড়ীর বউমা! এস মা এস। কি কারখানা আবার দেখ। এস মা বস্!

বর। (জগৎলক্ষ্মীকে দেখিয়া) গগনভায়া থাক্‌লে এমন অবস্থা আমার কখনই হতো না। আজ একমাস হলো আমায় ফেলে পালাল!—

জগ। (অন্তরাল হইতে) তিনি বলেছেন একটা কিছু কোরে তবে আসবেন।—কিছু না কোরে তিনি ফিরবেন না।

বর। আহা! ভায়ার উপযুক্ত গুণবতী ভার্য্যা বটে! —গগণ আমার আর কিছু করে উঠতে পাচ্চে না বলে ওঁর মনে কষ্ট হচ্চে!—স্বামী কোথায় গেল, কি হল, সে জন্য এক দণ্ডও ভাবে না।

জগ। জেটাইমা! তোমরা সব এদিকে রইলে --আমি রান্না বান্না দেখি গে। বড়্ঠাকুর কাল দিদির সাক্ষেতে বলেছেন সকাল সকাল আফিস্ যাবেন।—এ অসুখে কি কোরে যাবেন, জেঠাইমা?

দুর্গা। তবে যাও মা।

বর। আপিষে আমায় যেতেই হবে।

[জগৎলক্ষ্মীর প্রস্থান]

দুর্গা। অ বরদা আজ আবার কি কোরে আফিস যাবে বাবা?

বর। (উঠিয়া বসিয়া) সাধ কোরে আর আমার এ রোগ হলো। এদিকে যে আবার চাকরী যায়।—আর একটা কথা বোলে রেখে দি, দেখ বাড়ী যার কাছে বাঁধা ছিল, এই মাস পরেই মেয়াদ উতরে যাবে--গগণের বাড়ী গিয়ে সব থাকতে হবে—সব হাত পা আছড়ো না।

দুর্গা। এ সব কি আবার! (দীর্ঘনিশ্বাস) মধুসূদন!

বর। সব কথা কি তোমাদের বলি! পাঁচ টাকা ত মাইনে কম্‌য়ে দিয়েছে। আবার এই ব্যায়রামে প্রায় কামাই হচ্চে বোলে কাল আফিস থেকে এক চিঠি এসে উপস্থিত।

সৌ। ওমা! আমারা ত এসব কিছু জানি না!

বর। হ্যাঁ! তোমরা জেনে ত আমার সব উপায় করে দেবে! যাও! যাও! তোমরা সব ওঘরে যাও! আমার অসুখ কমে গেছে।

দুর্গা। অ বাবা একটু ঠাণ্ডা হও বাবা! মধুসূদন রক্ষে করবেন!

বর। আমি খুব শক্ত মানুষ তাই এখন ও দাঁড়য়ে আছি। আবার চপলা অতিরিক্ত জ্বালা যন্ত্রণা পেয়ে গলায় দড়ি দিতে যায়। আমি কি কোন কথা তোমাদের এতদিন বলিচি। গগণ এখানে থাক্‌লে একটা কথা ও তোমাদের বলতুম্ না।

সৌ। (কাঁদিতে কাঁদিতে মুখে কাপড় দিয়া) কি হবে মা তবে—গো—

[প্রস্থান।]

দুর্গা। অ বউমা! ওঘরে গিয়ে যেন আবার কেঁদ কেট না!

বর। আমি ও বাইরে গিয়ে বসি গে—আমার কিছু ভাল লাগছে না।

দুর্গা। অ বাবা! আমি একটা কথা বলি শোন। আমি এই বুড় মা তোমার সঙ্গে আফিসে যাই, আমি ফাঁকে দাড়য়ে থাকবো—তুমি সায়েবকে বলো "আমার বুড়ো মা এয়েচে"—তা হলে তাঁর একটু দুঃখু হবে এখন।

বর। তুমি যেমন পাগলের মতন বক! এখুনি বেরোতে হবে যোগাড় টোগাড় দেখিগে।

দুর্গা। আজ কি কোরে বেরোন হবে!

বর। (মুখের কাছে হাত্ নাড়িয়া) না বেরোলে কি খাব —ছাই পাঁশ ?

দুর্গা। তা খোকাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাও।

বর। তা আমি পারব না।

দুর্গা। যদি পথে ঘাটে আবার ব্যামো হয়—তাই বল্‌চি।

বর। আমার ও রকম খানিক ক্ষণ মাথা দপ্‌দপ্ করে বুক ধড় ফড় করে। আবার একটুক্ষণ পরেই ছেড়ে যায়। এখন ত আমি সহজ মানুষ।

দুর্গা। ভাল হবে বই কি বাবা। মধুসূদনকে ডাক্‌লে অবিশ্যি তিনি দয়া করবেন।

বর। (সুশীলাকে নির্দ্দেশ করিয়া) আচ্ছা! সবাই চলে গেল ও মেয়েটা দাঁড়য়ে রইল কেন! ওটা ত আমার চোখের বিষ! জেল ত আমার হবেই—তা খালাস হলে যদি বা ঘরে ফিরতুম্—তা ওমেয়েটার জন্যে বিবাগী হয়ে অমনি চলে যাব।

দুর্গা। ও সব কি কথা বল বাবা!—সত্যিই ত! সুশীলে তুই কেন ও ঘরে যা না!

বর। দেখ! দেখ তবু দাঁড়য়ে রইল। আমি ওর কি শক্রতা করেছি—যে তবু নড়চে না!

দুর্গা। যা না রে আবাগী!—আপদ বালাই কোথাকার! তোর জন্যেই ত বাছার আমার যত জ্বালা।—তবু কাঠের পুতুলের মতন দাড়য়ে রইল!

বর। না। আমিই যাচ্ছি!

[প্রস্থান।]

দুর্গা। সুশীলে! তুই কেমন তরা পোড়া মেয়ে রে! বাছা আমার দু দণ্ড ঠাণ্ডা হয়ে কথা কইছেলো তা তোর প্রাণে সইল না। অমন বাপ তা একবার কাছে পিটে গিয়ে জিজ্ঞেস্ পড়া নেই, গায়ে হাত বুলয়ে ও দেওয়া নেই! এখন কি আর বাছার সে রাগ আছে—(মুখের কাছে হাত্ নাড়িয়া) তা অমন মেয়ে এখুনি মরুক! —তবু চুপ্ কোরে রইলি যে! তোর হয়েছে কি! তুই সাতগুষ্টিকে খাবি নাকি!

সুশী। (চক্ষু আরক্তবর্ণ করিয়া) বাবার বড্ড অসুখ বোলেই ত আমি ছুটে এসেছিলুম। আমি ভয়ে কেবল এগোইনি। —তা বাবা সবাইয়ের সঙ্গে এক রকম কথা কইলেন, আমাকে ত খুব দূর ছাই কল্লেন।—আমি আরও কাট হয়ে দাঁড়য়ে রইলুম। তা সব যাক্, তুমি একদিনও একটা শক্ত কথা আমায় বলনি—আজ তুমি আমায় মরতে বল্লে। তা আমি এই ত চলে যাচ্চি!

[প্রস্থান।]

দুর্গা। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) উঃ! মধুসূদন! লজ্জা নিবা-রণ কর—আর যে কিছু থাকে না ঠাকুর।

[প্রস্থান।]

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বরদার বহির্বাটী।

সৌদামিনী।

সৌ। (ঊর্দ্ধমুখে করযোড় করিয়া) হে হরি! হে মধুসূদন!
তা হলে যে আমি আর মুখ দেখাতে পারবো না।—
হে ঠাকুর! ঠাকুরপোকে বাড়ী ফিরিয়ে এনে দাও—
জগৎ যে বড় লক্ষ্মী মেয়ে, ওর মুখ পানে চাইলে বুকের
ভেতর কেমন তরা কত্তে থাকে—

জগৎলক্ষ্মীর প্রবেশ।

জগ। হাঁ দিদি তুমি কি দিন রাত্ বারবাড়ীতেই থাকবে!

সৌ।—তিনি কেন এ রকম কচ্চেন বল দিকিন? তিনি যে
খুব বোঝদার মানুষ!

জগ। আমি ত এবার কিছু বুঝে উঠ্‌তে পাচ্চি নি। অসুখ
বিসুখ হলো, না কি হলো, কিছু বুঝতে পাচ্চি নি।

সৌ। না বোন্, তিনি ত এঁদের মতন হাল্‌কা নন। আমার
মনে বড় ভয় হচ্চে!

জগ। না। আসতে দেরী হয় বটে,—কিন্তু এ রকমটা
একবারও করেন নি।

সৌ। আমাদের জন্যে তাঁর দেহটা পাত হলো দেখচি!

জগ। ও কথা বোন বলো না। ওত আজ নতুন নয়। কারো বিপদ পড়লে তিনি ঐ রকম প্রাণ দিয়ে করেন।

সৌ। আরে এ যে আমাদের সঙ্গে বরাবর সমান দুঃখু ভোগ কোরে আস্‌চেন! পাড়ার কোন লোক্‌কে যে হাতে পায়ে ধরে একবার খোঁজটা নিতে বল্‌বো—তা এমন লোক ত দেখতে পাই নি।

জগ। এ পাড়া বড় বিশ্রী। তোমার বাড়ীতে একটা খাওয়া দাওয়া হোক দিকিন, তা ঢের লোক আসবে এখন!

সৌ। তা কি আর আমি জানি না বোন! তা নাম করে কাজ নেই, এই আশ্‌পাশের লোক কেউ কেউ এঁকে বলেছেন—"যে ওটা ভারি ফন্দিবেজে লোক! এ মেয়েটার ত আর বে দেবেই না দেখ্‌ছি"।

জগ। আমাদের পাড়ার কথা আর বলো না।

সৌ। আবার বল্‌বো কি বোন সে দিন ঘোষেদের বউ ছাতের উপর উঠে টিট্‌কিরি দিয়ে বলছেলো "হ্যাঁগা! তোমাদের সুশীলার বে হয়ে গেছে?"—যেন কিছু জানেন না।

জগ। ওদের সব ঐ রকম ট্যাঁস ট্যাঁসে কথা।

সৌ। আমি তাই আশ্চর্য্যি হই, এ দিকে এক একদিন আমাদের বাড়ীতে কান্নাকাটি পড়ছে—তা সব দেখছে শুনছে।

জগ। কাজ নেই ভাই পরের চর্চ্চায়—আপনাদের জ্বালায় আপনারা মরচি—

সৌ। ঐ দেখ বোন তবে না কি তোমার মন খারাপ হয় না? অন্য কথা তোমার ভাল লাগচে না। তোমার মুখও দেখতে দেখ্‌তে কেমন হয়ে যাচ্চে—

জগ। আমি ভাবি—একখানা চিঠি দিলেন না কেন?

সৌ। (ব্যস্ত হইয়া) না বোন! তোমার জন্যে এখন আমার বড় ভাবনা হয়েচে। আপনার দুঃখে যা হোক্ মরি না কেন—এ আবার কি জ্বালা বল দেখি!

জগ। কোন ত উপায় দেখছি নি।

সৌ। হুঁ! তুমি ভারি চাপা মেয়ে! কখন দুঃখুকে দুঃখু বলেই মান না।—আজ তুমি খুব দমে গেছ দেখ্‌চি—হায় ভগবান! শেষটা আমাদের কি কল্লে! (দীর্ঘ-নিশ্বাস।)

জগ। তুমি তা বলে অমন কচ্চ কেন!

সৌ। বেশ বুঝ্‌তে পাচ্চি তিনি আমাদের জন্যেই ঘুরে বেড়াচ্চেন। হয় কারো কাছে টাকার চেষ্টায় গেছেন—নয়ত চপলার শাশুড়ি বেটীর কাছে গিয়ে হাতে পায়ে পড়চেন - কি যন্ত্রণা তাঁরই হয়েছে!

জগ। উপায় একটা কত্তে গেছেন সত্যি, তা বলে কারো হাতে পায়ে পড়বেন না। কি সভা টভা কত্তে গেছেন—

সৌ। ও সব কিছু ত বুঝ্‌তে পারি না বোন্! আমি বিপিনকে আজই পাঠিয়ে দি। অ বিপিন! বিপিন!

জগ। ও আবার কি কথা! ওই ছেলেমানুষ! ওকে কে সামলায় ঠিক নেই, ওকে আবার পাঠিয়ে দিয়ে ভাবনা বাড়াও।

সৌ। না কারো সঙ্গে পাঠয়ে দি।—না বোন, আমি নজ্জায় আর বাঁচি নি।

বিপিনের প্রবেশ।

সৌ। হ্যাঁ বিপিন! তুই কলকেতা থেকে কাকাবাবুকে খুঁজে আন্‌তে পারবি?

বিপি। হ্যাঁ মা আমি পারবো।—আমি কলকেতায় যাব।

জগ। (একটু বিরক্তভাবে) তোমার ও কি রকম কথা দিদি! বড্ডঠাকুর এই ওকে ছেলেমানুষ বোলে সঙ্গে করে নিয়ে আফিসে গেলেন না।—ও দুধের ছেলে ওকে আবার ছেড়ে দিয়ে একটা কাণ্ড বাড়াও।

বিপি। কেন ছোড়দিদিতে আমাতে দুজনে যাব।

জগ। হ্যাঁ ঠিক বলেচ বাবা! তুমি খেলা করগে যাও। আহা ভাই বোনে এমনি ভাব, একবারও ছাড়াছাড়ি হতে চায় না।

বিপি। মা! ছোড়দিদির দুঃখু হয়েছে, মরে যাবে বলেচে!

জগ। দেখ দিদি, ও মেয়েটার আমি ভাল বুঝ্‌ছি না।

সৌ। আমি ওর পাকাম কথা শুন্‌তে চাই না।

জগ। যে রকম আমাদের হয়ে দাঁড়াচ্চে, একটা কারখানা না হয়ে ছাড়্‌বে না দেখচি।

সৌ। আমি ত বোন, সব এলে দিয়েচি,—মধুসূদন যা করেন তাই হবে। কোন দিক্ আর ভাববো বল! আমি বুকে পাথর চাপ্‌য়ে রেখেছি!

জগ। এখন ত শক্ত হতেই হবে। দেখচ না বেটাছেলেরা ওঁরা সব হাল ছেড়ে দিয়েছেন।

সৌ। শক্ত হয়ে আমরা ত উপায় কিছু কত্তে পারবো না !

জগ।—মেয়েটার ভাব গতিক ভাল নয়। দেখছ না আমাকে পর্য্যন্ত ত্যাগ করেছে ; জেঠাইমার সঙ্গেও আর কথা কয় না।

সৌ। মা ত কাল অবদি জল আহার করেন নি। মুখ গুঁজড়ে বিছানায় পড়ে আছেন।

জগ। মিছে নয়। আপনারা বসেই গল্প কচ্চি ! চল তাঁকে একবার দেখে আসি।

বিপিন ব্যতিত সকলের প্রস্থান ও

অপর দিক দিয়া সুশীলার প্রবেশ।

সুশী। হঁ্যা বিপিন ! মা, কাকিমা সব তোকে কি বলছেলো রে ?

বিপি। (আপন খেলাতেই মত্ত থাকিয়া) আমি জানি না যা !

সুশী। বলবি নি ?

বিপি। তুই এই সুতোটার জোট্ খুলে দে, আমি বলব এখন।

সুশী। আচ্ছা ভাই ! বল্‌বি নি ?

বিপি। তুই আগে খুলে দে।

সুশী। আচ্ছা, দিচ্চি দে।—

সুশী। আমি এ পাল্লুম না (ভূমে নিক্ষেপ।)

বিপি। (রাগতভাবে) তুই ঘাটে বসে কাঁদ্‌ছিলি আমি বোলে দিয়েছি!

সুশী। (ঔৎসুক্যের সহিত) হঁ্যা বিপিন কি বল্লে রে?

বিপি। না না।—"তুই মরে যাবি" বলে দিছি।

সুশী। তা কি বল্লে রে?

বিপি। যা! আমি বলবো না। তুই মরে যাবি নি বল, তা'হলে বল্‌বো।

সুশী। দূর! মরবো কেন, মিছে কথা বলিচি।

বিপি। মা বল্লে মরুক্‌গে, ভাই!

সুশী। আঃ (দীর্ঘনিশ্বাস)—তুই এখন খেলা করগে যা— (চিন্তিত)

বিপি। চুপ্ কোরে থাক্‌লি কেন? তবে আমার সুতোটা খুলে দে; কথা কইবি নি? আমার সঙ্গেও কথা কইবি নি? কারু সঙ্গে কথা কইবি নি? এঁ্যা? (গা ঠেলিয়া) কেবল একলাটি চুপ্ কোরে থাক্‌বি?

সুশী। তুই আর আমার সঙ্গে থাকিস্ নি!

বিপি। কেন ভাই!

সুশী। আমি এক জায়গায় চলে যাব!

বিপি। কলকেতায়? এঁ্যা?

সুশী। না।

বিপি। কাকাবাবুকে খুঁজ্‌তে যাবি?

সুশী। না।

বিপি। কাকাবাবু তোর বর আন্‌তে গেছে—সেই বরের সঙ্গে চলে যাবি?—এঁ্যা?

সুশী। তোকে কে ও কথা বল্লে রে ?

বিপি। (একটু হাঁসিয়া) হ্যাঁ ! কেমন ঠিক্ কথা বলিচি !

সুশী। তুই আমায় কোন কথা বলিস নি, আমি আর তোকে নিয়ে কোন খেলা করব না।

বিপি। আচ্ছা ভাই, এইবার আমার সুতোটা খুলে দে।

সুশী। আচ্ছা দেখি, (খানিক খুলিয়া) এই নে ভাই, আর খুল্‌তে পারি না।

বিপি। না রে ! কেউ ও কথা বলে নি। বর আনতে যায় নি রে !

সুশী। তবে মিছে কথা বল্‌লি কেন, তোর সঙ্গে কখন খেলা করব না।

বিপি। না ভাই সত্যি সত্যি বল্‌চি, আমি মিছে কথা কই নি ! বর আন্‌তে যায় নি রে !

সুশী। (অনেকক্ষণ নিস্তব্ধতার পর) হ্যাঁ বিপিন ! আমি যদি মরে যাই, তুই কার সঙ্গে খেলা করবি ? (ক্রন্দন)

বিপি। তুই কাঁদবি কেন ভাই !

(সুশীলা উঠিয়া প্রস্থান করিতে উদ্যত)

বিপি। (সুশীলার অঞ্চল ধরিয়া) আমিও তোর সঙ্গে সঙ্গে যাব।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বরদাব ভিতরবাটী।

দুর্গাবতী, সৌদামিনী ও জগৎলক্ষ্মী।

বরদার প্রবেশ।

দুর্গা। অ বাবা। কিছু কুল কিনারা হলো না?——

বর। হবে ছাই আর পাঁশ!

দুর্গা। কোথা কোথা খুঁজ্‌লে বাবা?

বর। কোথাও অনুসন্ধান পেলুম না।—আমার মাথায় বজ্রাঘাত প'ড়ত আমার শান্তি হয়।—আমার জন্যেই ত সে আজ বিবাগী হলো!

দুর্গা। তোমার ত কিছু অসুখ বিসুখ করে নি—ভাল ছিলে ত?

বর। অসুখ আবার করে নি!—কলকেতার রাস্তায় সেই রকম মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিলুম।

দুর্গা। হরি রক্ষে করেছেন!—হরিই মান রেখেছেন!—ছোট বউমা ত খুব ভরসা দিয়ে আসছে—বলছে ফিরে নিশ্চয় আসবে।

বর। আচ্ছা তোমরা কেন সব ঘিরে এসে বসেচ?—(রাগত-ভাবে) তোমাদের কি কাজ কর্ম্ম নেই?—আমার কিছু ভাল লাগে না—তোমরা সব সরে যাও, আমি একটু জিরুই।

দুর্গা। অ বাবা! একটা কথা জিজ্ঞেস্ করি চাকরী থাকবে ত?

বর। সে না থাকবারই সামিল হয়েছে—তোমাদের আর শুনে কাজ নেই।—তোমরা কেবল তামাসা দেখতে আছ বই ত নয়!

সৌ। (ভয়ত্রস্তমনে) ওমা! ও কে গো উঁকি মারচে! মাথায় টুপি! সায়েব যে গো!—

জগ। (ত্রস্তভাবে) সত্যিইত বাড়ীর ভেতর সায়েব যে!

দুর্গা। ওমা তোরা বলিস কি গো——

ইন্‌স্পেক্টর সাহেবের প্রবেশ।

দুর্গা। সত্যি যে গো।

সকলে (চীৎকার করিয়া) ওমা কি সর্ব্বনাশ!

ইন। ভিটর চলা আও টোম লোক সব।

[ভয়ে স্ত্রীলোকগণের প্রস্থান।]

অপরদিক দিয়া গোপাল জমাদার ও কনষ্টেবলের প্রবেশ।

গোপা। এই—এরই নাম বরদা বোস—এই লোক আগা-গোড়া গিল্টির গয়না দিয়ে প্রসন্নবাবুকে ঠকযেছে আবার প্রসন্নবাবু ওর মেয়েকে যে দু একখানা খাটি গয়না দিয়েছেন তাও বেচে খেয়েছে।

জমা। বাস করো—ঘাস্তি বাত্ নেই মাঙতা বাবু।

বর।—(দীর্ঘনিশ্বাস) আমিও অনেক দিন থেকে প্রস্তুত আছি—আহা! গগণভায়া আমার এলো না ঐ দুঃখু রয়ে গেল।

ইন। টুমি জানটে পেরে ঠাকবে—এই লও পরওয়ানা—একবার দেখকে লেও।

বর। (গোপালের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া) এ কে! তুমি আমাদের গোপাল নও?—(মুখের কাছে গিয়া) হঁ্যা মামাই ত বটে--তা বেশ করেছ কিছু দুঃখু নেই!

সায়েব। দেখুন ইন্‌স্পেক্টর সায়েব! এখনও বজ্জাতি দেখুন—আমায় গাল দিচ্চে—আর কেন হ্যাণ্ডকাপ্ বার করুন।

জমা। আরে চুপ্ রও টুপিওয়ালা বাঙ্গালি বাবু!

(নেপথ্যে)। অ মা! তুমি যাও না—তুমি বুড় মানুষ দোষ কি! যাও না মা!

বর। হায়! এই সংসারের মায়া এতদিন ছেড়েও ছাড়তে পারি নি!

(নেপথ্যে)। অ বিপিন! তুই যা না! তুই ত বেটাছেলে, তোর ভয় কি?

বর। দেখ গোপাল! তোমার বাবুকে বোলো তিনি বড়ই ভাল কাজ করেছেন--আমার যে দশাই হোক না—এতে কোরে দেশে যত কন্যাদায়গ্রস্তের ভাল হয়ে যাবে।

গোপা। জমাদার সায়েব! আপনি আমারই উপর কেবল রাগ কোরে উঠছেন, ঐ আবার শুনুন—প্রসন্ন ঘোষ আমার বাবু অর্থাৎ মনিব নন—তিনি আমার ভগ্নী-পতি—brother-in-law,।

জমা। চুপ রও! ফিন্ ঝুটমুট্ বোলটা হ্যায়—

গো। আচ্ছা বাবা! আমার অদেষ্ট বড় খারাপ, বলে নাও!—তা নইলে পেয়াদার সঙ্গে আর পেয়াদাগিরি কত্তে আসি।

(নেপথ্যে)। অ মা! চল না তোমাতে আমাতে দুজনে সায়েবের পায়ে পড়ি গে—সায়েবের দুঃখু হবে এখন।

বর। আগে যা মতুব কোরেছিলুম তা করলে এতদিনে কোথায় গিয়ে পড়তুম্।—বাড়ী আর ফিরবো না—কোন মুখ নিয়ে ফিরবো!

(নেপথ্যে)। ওগো সায়েব বাবা! তোমাদের পায়ে পড়ি আমার বাছা বড অসুখে ভুগছে—ছেড়ে দাও!

ইন। (কনষ্টেবলের প্রতি) এ ই ক্রুট্! হাতমে হ্যাণ্ডকাপ লাগাও!

গোপ। সায়েব, ও পারবে না। ওঁর হাত কাঁপচে!

বর। ভাই গগণ! তুমি এখন কোথায়! তুমি যে আমায় অনেক সাবধান কোরে নিয়ে বেড়য়েছিলে।—যা হোক্ তুমি যেখানেই থাক—যেন ভাল থেক। (দীর্ঘনিশ্বাস) উঃ! ভাই! আমি কি বুঝতে পারি নি—নিরুপায় দেখে তুমিও সরে পড়েছ! তুমি আমায় একে একে যথাসর্ব্বস্ব দিয়ে পথের ভিখারী হয়েছ -ভাই গগণ! তুমি আজ এখানে থাক্‌লে অত ভাবনা হতো না—আমার মা, পরিবার, ছেলে, মেয়ে, এরা যে পথে পথে বেড়াবে!——

(নেপথ্যে)। চল আমরা সকলে গিয়ে সায়েবের পায়ে জড়িয়ে ধরি।

দুর্গাবতী, সৌদামিনী, জগৎলক্ষ্মী ও বিপিনের প্রবেশ।

সকলে। (অন্তর হইতে করযোড়ে ও বিনীতভাবে) দোহাই সায়েবের! দোহাই সায়েবের! আমাদের আর কেউ নেই।——

বর। (জগৎলক্ষ্মীর প্রতি) দেখ বউমা! তোমায় যা বলে রেখে দিয়েছি খুব সাবধানে সে কাজগুলি করবে।— বাড়ীর মেয়াদ উতরোতে চললো—কোম্পানির লোক এসে আবার শিল করবার পূর্ব্বে জিনিস পত্তর সব তোমার বাড়ীতে নিয়ে ফেল, এদেরও ওখানে রেখ। কার্য্যবুদ্ধিতে তুমি জ্ঞানবান পুরুষ!—এর চেয়েও বিপদের দিন আসবে। যেন সে সময় উপস্থিতবুদ্ধি হারইও না।

কন। আরে জেনানা আদমীলোক ভিড় ছোড়ো।—

বিপি। (সজলনেত্রে) সায়েবমশাই! আমরা খেতে পাব না।

বর। (দীর্ঘনিশ্বাস) উঃ! মায়াময় জগতের কি ভীষণ খেলা!

বিপি। (তাড়াতাড়ি সায়েবের পায়ের নিকট আসিয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া করজোড়ে) সায়েবমশাই! আপনার পায়ে পড়ি আমার বাবাকে নিয়ে যাবেন না।—

ইন। জলদি করো! (মুখ ফিরাইয়া) জলদি করো!

কন। (বিপিনের প্রতি) আরে বাবা, হিয়াসে ভাগো— নেই ত তোমকো বি পাকড় লে যাগা।

বিপি। (ইন্‌স্পেক্টরকে ছাড়িয়া কনষ্টেবলের পা জড়াইয়া ধরিয়া) চৌকিদারবাবু! তোমার পায়ে পড়ি আমার বাবাকে ছাড়য়ে দাও। আমার বাবাকে জেলঘরে নিয়ে যাবেন না। (উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া ফেলিয়া) বাবার যে বড় অসুখ ওসুধ খাওয়াবে কে ?—

বব। (অঞ্চল দিয়া চক্ষু মুছিয়া) Remove me from this pitiable scene—এ শোচনীয় ব্যাপারে আর অধিকক্ষণ থাকতে দেবেন না।

(কনষ্টেবলের হস্ত হইতে হাতকড়ি লইয়া বরদার হস্ত বন্ধন করিয়া ইনস্পেক্টরের প্রস্থান ও গোপাল, জমাদার ও কনষ্টেবল তৎপশ্চাতে গমন।)

বিপি। অ বাবা! আমি যাব——

[প্রস্থান।]

দুর্গাবতী, সৌদামিনী ও জগৎলক্ষ্মী। কি সর্ব্বনাশ হলো গো।

[উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে সকলের প্রস্থান।]

পঞ্চম অঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

গগণের বাড়ীর খিড়কীর ঘাট।

(সুশীলা বিষণ্নভাবে উপবিষ্ট।)

বিপিনের প্রবেশ।

বিপি। ছোড়দিদি! তুই একলাটি ঘাটে বসে রয়িছিস্ কেন?—সবাই মিলে বাবাকে দেখতে যাবে পরামর্শ কচ্চে তুই কেন তাদের কাছে যাস নি?—

সুশী। বিপিন! তুমি কেন ভাই আবার এখানে আমার কাছে এলে?—এখুনি সবাই আবার খুঁজ্‌তে আসবে—এসেই সবাই আগে আমার মাথা খাবে।

বিপি। তুই যে পাল্‌য়ে যাবি বলিছিলি তাই খুজতে এলুম্।

সুশী। কোন চুলোয় আর যাব, সে মিছে কথা বলিছিলুম—তুই ভাই এখান থেকে চলে যা।

বিপি। তুই ভাই আমার সঙ্গে বাড়ী আয়।

সুশী। বাড়ী আমি যাব না।

বপি। এই কাকিমাদের বাড়ীর ভেতর আয়?

সুশী। তাও যাব না।

বিপি। তবে কোথা যাবি?

সুশী। যে দিকে মন যায় সেই দিকে চলে যাব।

বিপি। হ্যাঁ! তুই ভাই ভারি মিছে কথা কস—এই বল্লি পাল্‌য়ে যাব না! এঁ্যা?——

সুশী। আমি এই ত সমস্ত দিন এইখানে বসে রয়িছি—কেউ, ত আমায় খোজে নি।—হ্যাঁ বিপিন! আমায় কেউ খুঁজেছে?

বিপি। ছোড়দিদি, দেখ ভাই! সবাই বসে কথা কচ্চে— “ছোড়দিদি কোথা গেছে গা” “ছোড়দিদি কোথা গেছে গা” সবাইকে জিজ্ঞেস কল্লুম, কেউ কিছু বল্লে না।

সুশী। ঠাকুমা, কাকিমা ও কিছু বল্লে না?

বিপি। কেউ কিছু বল্লে না।

সুশী। আচ্ছা তামাম—দিনের ভেতরও—আমার একটা কথাও কেউ কয়নি?

বিপি। হ্যাঁ ভাই পোড়া শনি কাকে বলে?

সুশী। কেন রে?

বিপি। আগে তুই বল।

সুশী। এই আপদ বালাইকে বলে।—কাকে বল্লে বল?

বিপি। আমায় বল্লে।—

সুশী। বুঝ্‌তে পেরেছি আমায় বলেছে। তুই যদি আইবুড়ো মেয়ে হতিস্ তোকেও তা হ'লে বলতো। তুই বেটা-ছেলে, তোর ভাবনা কি?

বিপি। তুই ভাই বাড়ী চল।—

সুশী। আচ্ছা বিপিন! কে ওকথা বল্লে?

বিপি। ঠাকুমা।

সুশী। এ্যাঁ! ঠাকুমা! (দীর্ঘনিশ্বাস) (কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধতার পর) আমায় সবাই পোড়ে খুব দূর ছাই কচ্চে?

বিপি। হাঁ্যা দেখ ভাই ; তোর সঙ্গে আমার খুব ভাব বোলে আমি তোকে খুজে লুকিয়ে বল্‌তে এলুম্—দেখ ভাই, মা বলছে কি, এইবার সুশীলে পোড়ারমুখী মরে ত মরুক্,,তা নইলে বাবাও বাড়ী আসবে না, কাকাবাবুও বাড়ী আসবে না।

সুশী। তাতে ঠাকুমা, কাকিমা কি বল্লে ?

বিপি। বল্লে—"সুশীলেই ত এখন যত আপদ"।

সুশী। (কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধতার পর) তা তুই ভাই এই বার বাড়ী যা।

বিপি। তুই একলা থাক্‌বি কেন—তুই যদি পুকুরে ডুবে মরিস্ !

সুশী। ও কথা আবার কে বল্লে রে !

বিপি। কাকিম' ভাই মাকে খুব্ বোকে উঠলো—বল্লে, তোমরা যে রকম দূর ছাই কচ্চ,—নিশ্চয় দেখ, সে পুকুরে ডুবে মর্‌বে —কাকিমা ভাই খুব ভাল মানুষ। বল্লে—বাবা জেলে গেছে বলে সুশীলের আরও ভয়ও লজ্জা হয়েচে।

সুশী। (নিস্তব্ধতার পর)—তা আজ এই পুকুরে ডুবে মর-বোই মরবো।

বিপি। আমি তোকে কখনই ছাড়্‌বো না—তোর কাপড় ধরে থাকবো !

সুশী। আমি বেঁচে থাক্‌লে বাবা ও ত বাড়ী আসবে না।

বিপি। কাকাবাবু এসে বাবাকে খালাস কোরে নিয়ে আসবে।

সুশী। তুই ছেলে মানুষ ! বুঝতে পারবি নি—মেজদিদির বেতে ঝুটো গয়না দিয়েছে বলে জেল হয়েছে, তাতে

বাবার তত কিছু হয় নি। জেল থেকে ত একদিন খালাস হবেই হবে—আমার বে দিতে পারবেন না বোলে বাবা আর আস্‌বেন না।

বিপি। কোথায় বাবা যাবে ভাই ?

সুশী। সন্নেসী হয়ে চলে যাবে।

বিপি। দেখ ভাই আমাদের রাস্তার চৌকিদার আমায় খুব ভাল বাসে—তাকে সঙ্গে করে চুপি চুপি আমারা দুজনে জেলঘরে গিয়ে বাবার সঙ্গে দেখা কোরে আসিগে তালে বাবা হয় ত আমাদের খুব ভাল বাসবে এখন।

সুশী। আমাকে আবার তিনি সেখানে দেখলে গলায় ছুরি দেবেন।

বিপি। ওসব কথা বলছিস্ কেন ভাই!

সুশী। (চক্ষু মুছিয়া) বিপিন তুই ছেলে মানুষ! তুই কি কিছু বুঝতে পারবি! আমার জন্যে বাবা জ্বলে পুড়ে রয়েছেন।—এসব গোল চুকে যাবেই—আমায় নিয়েই তাঁর শেষ গোল—তিনি কতবার ও কথা বলেছেন।

বিপি। তা নেই বা তোর বে হলো ভাই—বেশ ত আমরা দুজনে এই কাকাবাবুর বাড়ীতে লুক্যে লুক্যে থাকবো।-

সুশী। সে হবে না, হবেনা। তুই ছেলেমানুষ রে! বাবাকেই বা কি বলবো! পাড়ার নোকেরা কি বলবে সেই ভয়েই বাবা গেলেন। (জনান্তিকে) আর আমি কি বুঝতে পারি নি—কাকাবাবু সকল রকম চেষ্টা করে দেখে—কিছুতে পেরে উঠলেন না—তিনি ও লুক্যে পড়েছেন।—মরবো না ত কি!

বিপি। (সুশীলার অঞ্চল ধরিয়া) না ভাই, তোর মুখ রাঙা হয়েছে—তুই মরবার মত বক্‌চিস্—তুই বাড়ী চল।

অকস্মাৎ দুর্গাবতীর প্রবেশ।

দুর্গা। এঁ্যা! আমি এই বুড়োমানুষ!—তামাম্ পাড়াটা খুজে বেড়াচ্চি—বলি যা ছেলেটা আবার কোথা গেল, —এঁ্যা! এই জঙ্গলের ভেতর ফের সেই আবাগীর সঙ্গে বসে রয়েচ!—

বিপি। ঠাকুমা! ছোড়দিদি এই পুকুরে ডুবে মরবে!—

দুর্গা। হ্যাঁ! রোজ ও অমনি তরা মরচে!—(বিপিনের হস্ত ধরিয়া) চল যাদু, তুমি বাড়ী চল।

বিপি। ছোড়দিদি যাবে না?

দুর্গা। হ্যাঁ বিপিন! তুই আবার কেমন ছেলে রে! চল বাবাকে এখুনি দেখতে যেতে হবে!—বাবার জন্যে মন কেমন করে না!

[বিপিনকে টানিয়া লইয়া দুর্গাবতীর প্রস্থান]

সুশী। এঁ্যা! সকলের চোখের বিষ হয়েচি!

[প্রস্থান।]

—:০:—

পঞ্চম অঙ্ক।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

বরদার বহির্বাটীর ঘরের দাওয়া।

দুর্গাবতী শায়িত। সৌদামিনী ও জগৎলক্ষ্মী।

জগ। তোমরা অমন হালকা হলে চলবে কেন!

সৌ। আমি ভাবছি আমাদের এমন কেউ নেই যে একবার তিনি হাজতে কি কচ্চেন একবার খবরটা নি।

জগ। কেবল হরিকে ডাক। হরি! হরি! অ জেঠাইমা. তুমি অমন কোরে শুয়ে পড়ে থাক্‌লে সকলকার আরও যে ভ্যাবা চাকা নেগে যাবে! নাও ওঠ! ওঠ!

দুর্গা। (ক্রন্দন করিয়া) আমার যে বুকের ভেতর কেমন কোরে উঠছে!—

সৌ। অ মা ওঠ। একবার খোকাকে ডেকে নিয়ে কোলে কোরে বস।

জগ। ভয় কি! দেখ কালই তিনি খালাস পাবেন।

দুর্গা। (উঠিয়া) অ মা তাই তোরা বল মা!—

জগ। হ্যাঁ ওঠ মা। তোমরা ঐ রকম কচ্চ বে'লে বিপিন ভেবরে ভেবরে কেঁদে উঠ্‌ছে—শেষ ছেলেটার ও একটা রোগ হবে।

দুর্গা। হ্যাঁ মা! বাছা আমার কেমন আছে মা!

জগ। অ জেটাইমা, জেল হলে ফাঁসি ও হয় না, মরেও না। দিব্যি খেতে দেতে পায়, আবার ফিরে আসে। আর তাঁরই কি জেল হবে মনে কচ্চ, ধরে নিয়ে গেছে বলেই কি জেল হবে! আমি একটু তাঁর কাছে শুনে-ছিলুম যদি এই রকমটাই ঘটে তা'লে নিশ্চয় খোলসা পাবেন।

সৌ। অ বোন, ঠাকুরপো ত আর এখানে নেই, কে চেষ্টা করবে বল—ও কথা ছেড়ে দাও! তিনি থাকলে এতটা হতে পারতো কি?

জগ। আমার কাল রাত্তির থেকে কেমন ভরসা হয়েছে—তা নইলে এত কথা বল্‌চি—আর দিদি, তুমি দিন রাত্ আমার সঙ্গে সঙ্গে থাক্‌বে—তা নইলে যখন তখন মূর্চ্ছা রোগ হবে আর ঘুরে পড়ে মরবে।

সৌ। আমার মরবার এইত ঠিক্ সময় হয়েছে।

জগ। তোমরা কেন অমন কচ্চ, সব বজায় হবে—

দুর্গা। ছোট বউমা! গগণছেলের কোন খবর পেলে না গা?

জগ। আমার ত এইবার মনে হচ্চে তিনি যেন আজ কালই আসবেন।

বিপিনের প্রবেশ।

বিপি। অ মা! ছোড়দিদি কেমন তরা কচ্চে! তোমরা শিগ্‌গির কোরে এস!—একবারে সবুজ—পানা হয়েছে।

জগ। অ মা! বলিস কিরে! কি সর্ব্বনাশ! যাঃ!—যা ভেবে—ছিলুম তাই ঘটলো নাকি!

[সকলের প্রস্থান।]

পঞ্চম অঙ্ক।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

খিড়কির ঘাট।

মুমূর্ষাবস্থায় সুশীলা।

(অকস্মাৎ জগৎলক্ষ্মীর প্রবেশ)

জগ। যাঃ! কি সর্ব্বনাশ!—কেউ কোথাও নেই নির্জ্জন পেয়ে এই কাজ করেছে—(ইতস্ততঃ করিয়া) যাঃ আমার ত আর হাত পা আসছে 'না—সত্যি সত্যি ত

আমি পুরুষ মানুষ নই—এখন কোথায় যাই, কি করি – কাকে ডাকি !

সুশী। (ক্ষীণস্বরে)—মা—বাবা গো !

জগ। অ মা সুশীল ! কেন মা !— ভয় কি !—(চক্ষুমুছিতে মুছিতে) এইবার বুঝি সব যায়—এতদিন ধরে সব বজায় কোরে এলুম শেষ—হে ভগবান—কি সর্ব্বনাশটা কল্লে !—

গগণের প্রবেশ।

জগ। (বিস্মিত হইয়া) একি ! তুমি কোথা থেকে ! একেই বলে বিপদের সময় মধুসূদন দেখা দেন (গগণের পায়ের নিকট বসিয়া পড়িয়া) এখন কথন কি তোমায় বলি—বিপদ দেখ—

গগ। এঁ্যা। আমি যে বর ঠিক কোরে এয়েছিলুম।— যাক্ বুদ্ধি হারালে চলবে না— দেখ, এ দিককার আমায় কিছু বোলে জানাতে হবে না—(সুশীলার মুখের নিকট গিয়া) সুশীল ! —তুমি যে বড় লক্ষ্মী মেয়ে মা ! কেন এমন কাজ কল্লে মা ?

সুশী।—কে—কাকা বাবু ?

গগ। কেন মা ! কিছু ভয় নেই ! (জগৎলক্ষ্মীর প্রতি) আচ্ছা, এঁরা সব এখন কোথায় ?

জগ। সুশীলার এই ব্যাপার শুনেই দিদি ত আসতে আসতে পড়েই মূর্চ্ছা গেছেন।—জেঠাইমা ও বিপিনকে কাছে রেখে তবে এয়েছি—তা আর দেরী নয় চট কোরে ডাক্তার আনতে পাঠাও—

গগ। বড় জামাই চারুকে সঙ্গে কোরে এনেছিলুম—বাইরে বসে আছে (উচ্চৈঃস্বরে) চারুবাবু! চট কোরে বাড়ীর ভেতর এস!

জগ। এঁ্যা। জামাই চারু! অভাবনীয় যে!—তবু ভাল।

(চারুর প্রবেশ)

গগ। দেখ বিপদের উপর বিপদ! তা আর দেরী নয় শিগ্‌গির আমাদের ওপাড়ার উমানন্দবাবুকে চট কোরে ডেকে নিয়ে এস!

[চারুর প্রস্থান।]

গগ। (সুশীলাকে নির্দ্দেশ করিয়া) কেন এমন কাজ কল্লি মা!

সুশী! কাকা বাবু! বাবা কোথায়?—

গগ। তোমার বাবা কাল আসবেন।

সুশী। বাবা কি ফিরে এসেছেন?

গগ। হঁ্যা—দাদা কাল আসবেন।

সুশী। আপনি আমায় লুকোচ্চেন?

গগ। তুমি এখন অন্য কিছু ভেবো না।

সুশী। বাবা—বলে—গেছেন—জেল—থেকে—খালাস হলে আর—বাড়ী—ফিরবেন না—বিবাগী—হয়ে—চলে—যাবেন—কাকাবাবু! আমিই ত তার কারণ—কাকাবাবু! আমার—জন্যেই—কি—বাবা—ফিরবেন না?—

গগ। তোমার অত ভেবে কাজ কি মা। (জনান্তিকে) উঃ! সুশীলা কখন ত মুখ ফুটে কথা কয় নি!—কখন মুখ

তুলে কথা কইতো না! (সুশীলার মুখের কাছে আসিয়া) —তা মরবে কেন মা, এখুনি তোমায় ভাল কচ্চি—

সুশী। দেশের—লোকেদের—বাবার—বড়—ভয়! বাবা যে বড় দুঃখী মানুষ। বাবার—বড়—কষ্ট! মার ও যে খুব ব্যাম! আমি—যে বাবাকে—রেঁদে—খাওয়াতুম!— (কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধতার পর) একটু—জল—খাব।

জগ। (জনান্তিকে) উঃ! কোমলপ্রাণা বালিকার কি মর্ম্মান্তিক আক্ষেপ! সমাজ কি একবার মুখ তুলিয়া দেখিবে! এ সে দেশ নয়—কত রকমে কত চেষ্টা কল্লুম—কত সভা সমিতি কল্লুম—সব ভোয়া! আমার কেবল পণ্ডশ্রম সার হলো! উঃ হৃদয় যে বিদীর্ণ হয়ে যায়! উন্নীত বঙ্গীয় সমাজ এখন কোথায়? তুমি এখনও জীবিত আছ কেন? আর উন্নতির কি এই চরম সীমা?

দুর্গাবতীর প্রবেশ

দুর্গা। (ক্ষিপ্ত অবস্থায়) তুই যে আমার উপর রাগ করেছিস দিদি! (সুশীলাকে ক্রোড়ে লইতে গিয়া) আয় এবার তোকে নিয়ে পোড়া দেশ থেকে চলে যাব —যত লোকে আমার যাদুকে ঘিরে রয়েছে!—

জগ। (দুর্গাবতীকে ধরিয়া) ও কি কর জেঠাইমা!

সুশী। ঠাকুমা! আমার—জন্যেই ত—বাবা ফিরে—আসবেন না!—

গগ। (জগৎলক্ষ্মীর প্রতি) ওঁকে ঘরে নিয়ে যাও—শিগ্‌গির যাও !

[জগৎলক্ষ্মী দুর্গাবতীকে লইয়া প্রস্থান।]

গগ। যাঃ—কোন দিক রাখি !

বিপিন সৌদামিনীর হস্ত ধরিয়া প্রবেশ।

সৌ। (গগণকে দূর হইতে লক্ষ্য করিয়া) এঃ আবার কি—কৈ সুশীল কোথায় ? (ভূমে পড়িয়া মুর্চ্ছাপ্রাপ্ত)

গগ। বাবা বিপিন ! মার হাত ধোরে বসে থাক।

বিপি। (কাঁদিয়া) কাকাবাবু আমার বাবা কৈ ? বাবাকে নিয়ে এলে না ?

গগ। ভয় কি বাবা ! তোমার বাবা আসছে।

বিপি। কাকাবাবু ! মা বড় জোর কচ্চে আমি হাত ধোরে থাকতে পারি না।—

জগৎলক্ষ্মীর পুনঃ প্রবেশ।

গগ (জগৎলক্ষ্মীর প্রতি) ওগো বৌঠাকুরুণের হাত দুটো তুমি ধরে বস ত।

সুশী। কাকাবাবু ? আমায়—ডাক্তার—ভাল—কর্ব্বে ?—আমি—কি বাঁচব ?—

গগ। সবই সময়ের ফের ! ডাক্তার ত এখন ও এল না—

সুশী। কাকাবাবু ! আমায়—ভয়—কচ্চে—আমাকে—ধরুন !

গগ। (সুশীলাকে ক্রোড়ে করিয়া ও মুখ পানে চাহিয়া) যাঃ ! কি হলো ! আর যে থাকে না—

সুর্ণা। আ-মি—বুঝেছি—আমি—আর—বাঁচব না—কাকা বাবু! বাবার—বড়—অসুখ—আমার—জন্যে—বড়—কষ্ট—পেয়েছেন--তাঁকে দেখবেন—

গগ। যাঃ! একেবারে নিস্তব্ধ যে! (চক্ষু মুছিয়া) উন্নতি-শীল সমাজ এখন কোথায়!—ভবিষ্যতে আরও কত বিভিষীকা দেখিতে হইবে তাহা কি বুঝিয়াও বুঝিবে না!

যবনিকা পতন।